ছিল। আবদ্ধ পরিবারবর্গের কচি-কাচা শিশু সন্তানগুলি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চিৎকার করিত। তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনিও মক্কাবাসীদের পাষাণ হৃদয়ে কোন তাছির করিত না। এই সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামসহ সকল বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব দীর্ঘ তিন বৎসরকাল সেই গিরি প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন যাপন করিলেন।*

মুসলমানদের শুভ যুগের সূর্য উদিত হওয়ার পর মক্কা জয় করিয়া মক্কার আশ পাশ জয় করাকালে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতীতের ইতিহাস স্মরণ করতঃ অন্তরের অন্তস্থল হইতে সর্বশক্তিমান রহমানুর রাহীম প্রভু পরওয়ারদেগারের

শোকর আদায় করার উদ্দেশে দশ হাজার সাহাবীসহ ঐ খায়েফে বনী কেনানা বা মোহাস্‌সাব নামক স্থানে একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৬৮৭। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৪৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কা জয় করার পর মক্কা হইতে) যখন "হোনায়ন" এলাকা জয় করার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, আগামীকল্য আমাদের অবস্থান খায়ফে বনী কেনানা নামক স্থানে হইবে- যেস্থানে মোশরেকরা কুফরী তথা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বিদ্রোহীতার উপর সকলে শপথ করিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির চরম বিকাশকাল তথা বিদায় হজ্জকালে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লক্ষাধিক ছাহাবীসহ মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনকালেও ঐ খায়ফে বনী কেনানা বা মোহাস্‌সাবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই অবস্থান শুধু কোন সুযোগ-সুবিধাজনিতই ছিল না, বরং পূর্বাহ্নে মিনায় থাকাবস্থায়ই আলোচ্য হাদীছের বিবৃতির ন্যায় উক্ত অবস্থানের ঘোষণা জারি করিয়া দিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

নবুয়তের এই সপ্তম বৎসরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল "শাক্কুল কামার" বা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "মো'জেযার বয়ানে" দেওয়া হইবে।

নবুয়তের দশম বৎসর- বয়কট ভঙ্গের এবং হযরতের "শোকের বৎসর"

নবুয়তের সপ্তম, অষ্টম, নবম বৎসর হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সঙ্গে সঙ্কটপূর্ণ জীবন যাপন করিলেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামসহ সমস্ত বনী মোত্তালেব এবং বনী হাশেমের প্রতি মক্কাবাসীদের এই নির্মম ও অন্যায় ব্যবহারের পরিণতি চরমে পৌঁছিল। ঐ পাষণ্ডদের মধ্যে দুই-চারি জন সহৃদয় ব্যক্তিও ছিলেন; বিভীষিকার চরম অবস্থাদৃষ্টে তাঁহাদের মন বিগলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই বয়কট ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। সর্বপ্রথমে "হেশাম" নামক এক ব্যক্তি এই কার্যে অগ্রসর হইলেন; বনী হাশেমের সহিত তাঁহার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। বনী হাশেমের মূল ব্যক্তি হাশেমের পরিত্যক্তা স্ত্রী উক্ত হেশামের দাদী ছিল। হেশামের প্রচেষ্টা হইল, কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তিকে

* কাহারও মতে আবদ্ধ জীবন যাপনের কাল দুই বৎসর এবং তাহাদের মতে অসহযোগিতা আরম্ভ নবুয়তের অষ্টম বৎসর হইতে ছিল। (যোরকানী ১-২৭৮)

এই কার্যে উদ্বুদ্ধ করা। সেমতে তিনি যোহায়র নামক এক ব্যক্তির নিকট গেলেন; তিনি আবদুল মোত্তালেবের দৌহিত্র– আবু তালেবের ভাগিনেয়। তিনি তাঁহার মাতুলকুল বনী মোত্তালেবগণের দুর্দশায় পূর্ব হইতেই ব্যথিত চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু নিজেকে একা ভাবিয়া কিছু করার সাহস করিতে ছিলেন না। হেশাম যোহায়রের নিকট যাইয়া বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণের চরম দুর্দমা দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, আপনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, খাইয়া পরিয়া বিবি বাচ্চার সহিত আনন্দ ভোগে আছেন আর আপনারই মাতুলগোষ্ঠী দুঃখে-কষ্টে মৃত্যুর মুহূর্ত গুণিতেছে? যোহায়ের ব্যথিত স্বরে উত্তর করিলেন– কথা ত সবই ঠিক, কিন্তু একা আমি কি করিতে পারি? তখন হেশাম বলিলেন, এই লক্ষ্যে আপনি একা নন; আমি আপনার সঙ্গে আছি। অতপর তাঁহারা উভয়ে মোতয়েম ইবনে আদী নামক সর্দারের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, কোরায়শদের দুইটি বংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে আর আপনি তাহা দেখিয়া থাকিবেন? তিনি বলিলেন, আমি একা কি করিব? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তারপর আবুল বোখতারী এবং যম্‌আ ইবনে আসওয়াদকেও ঐরূপে সম্মত করা হইল। এখন বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে পাঁচ জন একমত হইলেন। যোরকানী, ১–২১০)

তাহারা পাঁচ জন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দারে নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে যোহায়র এই আলোচনা প্রথমে উত্থাপন করিবেন এবং সুযোগ দেখিয়া অপর চারি জন পর পর সমর্থন জ্ঞাপন করিবেন। সেমতে পরদিন প্রাতে সেই মিলনায়তনের মজলিসে হেশাম এই ব্যাপারে বক্তৃতাদানে বলিলেন, "হে মক্কাবাসী! আমরা উদর পুরিয়া খাইব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব আর বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব ধ্বংস হইয়া যাইবে– ইহা কি সমীচীন? এই নৃশংসতার প্রতিজ্ঞাপত্র বা শপথনামা ছিন্নভিন্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।" তথায় আবু জাহল উপস্থিত ছিল, সেই পাষণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল, তুমি মিথ্যা বুলির অবতারণা করিতেছ! আমাদের শপথনামা কখনও বিনষ্ট করা যাইবে না। আবু জাহলের দম্ভোক্তি শেষ হইতে না হাইতে যমআ বলিয়া উঠিলেন, আসল মিথ্যাবাদী তুমি। এই অন্যায় প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর আমরা পূর্বেও সম্মত ছিলাম না। যমআর সুরে সুর মিলাইয়া আবুল বোখতারী বলিলেন, যম'আ ঠিক বলিয়াছেন; এই প্রতিজ্ঞার বিষয়বস্তুতে আমরা পূর্বেও সম্মত ছিলাম না, এখনও তাহার প্রতি আমাদের সমর্থন মোটেই নাই। মোতয়েম এবং হেশামও একই মন্তব্য করিলেন। এই বিতর্ক চলাকালে তথায় আবু তালেবও উপস্থিত হইলেন; তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি বিষয় উত্থাপন করিলেন। মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একটি অদৃশ্য ও সাধারণ সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের শপথনামার লেখাগুলি পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে; তোমাদের অন্যায় অত্যাচার অবিচারের কথাগুলি আল্লাহর নামের সহিত বিজড়িত থাকে নাই। (শপথনামার দুইটি প্রতিলিপি ছিল; একটি সুরক্ষিত এবং অপরটি কা'বায় লটকানো ছিল। এক কপির মধ্যে পোকা অন্যায়-অত্যাচারের কথাগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল, শুধু আল্লাহর নামের শব্দগুলি অবশিষ্ট ছিল। অপর কপির মধ্যে ইহার বিপরীত শুধু অন্যায়-অত্যাচারের কথাগুলি অবশিষ্ট ছিল, আল্লাহর নামের শব্দগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে সুস্পষ্ট। ইঙ্গিত এই বুঝা যায় যে, এইরূপ অন্যায়-অত্যাচারের কথার সহিত আল্লাহর নাম বিজড়িত থাকিবে না।) (যোরকানী, ১–২৯০)

কোন কিছু না দেখিয়া মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই সংবাদ দিয়াছেন। যদি এই সংবাদ সঠিক হয় তবে ইহা তাঁহার সত্যবাদিতার অলৌকিক প্রমাণ হইবে এবং প্রমাণ হইবে যে, এই প্রতিজ্ঞা শপথের বিষয়বস্তুর প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট; তোমাদের অন্যায় এবং আত্মীয়তা ছেদনের প্রতিজ্ঞা হইতে আল্লাহ তাআলা তাঁহার নামের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। অতএব তোমরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দানে তোমাদের এই অন্যায়ের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া ফেল। আমাদের একটি প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে আমরা কস্মিনকালেও মুহাম্মদকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব না। আর যদি মুহাম্মদের এই সংবাদ বেঠিক হয়, তবে আমি নিশ্চয় তাঁহাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব।

উপস্থিত সকলের উপর এই কথার একটা বিশেষ প্রভাব পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মোতয়েম ইবনে আ'দী কা'বায় লটকানো প্রতিজ্ঞাপত্রটা নামাইয়া নিয়া আসিলেন। সত্য সত্যই দেখা গেল, সমস্ত লেখাই পোকায় খাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, শুধু কেবল আল্লাহর নামই অবশিষ্ট রহিয়াছে (অপর কপির অবস্থা তাহা বিপরীত ছিল)। এদিকে আর একটি অসাধারণ ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছিল, এই প্রতিজ্ঞাপত্রের লেখক মনসুর ইবনে একরেমার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল (আসাহ্হুস সিয়ার ৯৫)। অবশেষে প্রতিজ্ঞাপত্র ছিঁড়িয়া ফেলা হইল এবং অন্যায় প্রতিজ্ঞার অবসান হইয়া গেল। এমনকি এই কাজে অগ্রগামী উল্লিখিত পাঁচ ব্যক্তি সকলে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গিরি-প্রান্তরে গেলেন এবং তথা হইতে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণকে নবীজী (সঃ)-সহ বাহির করিয়া নগরে নিয়া আসিলেন।

দীর্ঘ দুই বা তিন বৎসর নবীজীর উপর কি বিপদই না গেল। তদুপরি মানসিক যাতনাও তাঁহার জন্য কম কষ্টের কারণ ছিল না যে, একমাত্র তাঁহার দরুন বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সমস্ত লোক এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। তবে আদর্শবান মহামানবগণ বিপদকেও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও বিশেষ দানে পরিণত করিয়া নেন, তাঁহারা বিপদকেও সুযোগরূপে গ্রহণ করেন, নিজ কর্তব্য কর্মের এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের বিশেষ অবলম্বন বানাইয়া নেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাহাই করিয়াছিলেন এই দুই তিন বৎসরের বিপদকালে। এই সময়ে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব এবং তাঁহাদের বন্ধুদের সঙ্গে নবীজী মোস্তফার অনাবিল মেলা-মেশার সুযোগ হইল। তাঁহারা শান্ত ধীরস্থির এবং দীর্ঘ দৃষ্টিতে নবীজী মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের সুযোগ পাইলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মধুরতা ও শিক্ষার সৌন্দর্য তাঁহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল। এতদ্ভিন্ন শত্রুদের মোকাবিলায়, আত্মক্রোধের উত্তেজনায় বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণ নবীজী মোস্তফার রক্ষণাবেক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও একতাবদ্ধ হইলেন। এই সুযোগে নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার কর্তব্য কর্ম ইসলামের প্রচার এবং দাওয়াত দানে দুর্বার গতিতে কর্মচঞ্চল থাকিলেন, এই সোনালী সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিলেন। ইহার ফলে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অনেক অভিজাত শ্রেণীর মানুষ তাঁহাদের সময় সুযোগে মুসলমান হইতে লাগিলেন। বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে যাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি হেশাম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যোহায়র উভয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন (যোরকানী, ১-২৯০) এতদ্ভিন্ন কোরায়শ বংশীয় বিশিষ্ট পালোয়ান রোকানাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

রোকানা পালোয়ানের ইসলাম গ্রহণ

কোরায়শদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন রোকানা। তিনি বনী হাশেম তথা নবীজী মোস্তফার বংশীয় ছিলেন। একদা গিরিপথে রোকানার সহিত নবীজী মোস্তফার সাক্ষাত হইল। নবী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, খোদার ভয় তোমার অন্তরে আসে নাকি? আমার আহ্বানে সাড়া দিবে না-কি? রোকানা বলিলেন, আপনার ধর্ম সত্য প্রমাণিত হইলে আমি আপনার অনুসরণ করিব। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে পরাজিত করিয়া দিতে পারি তবে (অস্বাভাবিক ক্ষমতাদৃষ্টে) আমাকে সত্যবাদী বিশ্বাস করিবে কি? রোকানা বলিলেন, নিশ্চয়। নবীজী বলিলেন তবে দাঁড়াও। তিনি দাঁড়াইয়া নবীজীকে কুস্তির কায়দায় কাবু করিতে চাহিলেন, নবীজী তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। রোকানা দ্বিতীয় বার লড়িবার অনুরোধ করিলে নবী (সঃ) পুনরায় তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। তৃতীয় বারও নবীজী (সঃ) তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। রোকানা বলিলেন, আপনি আমাকে কুস্তিতে পরাজিত করিলেন, ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়! নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ভয় করার এবং আমার অনুসারী হওয়ার ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখাইতে পারি। রোকানা বলিলেন, তাহা কি? নবীজী (সঃ) দূরবর্তী একটি বৃক্ষের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আমি ঐ বৃক্ষটিকে ডাকিলে সে আমার নিকটে আসিয়া যাইবে।

সত্য সত্য তাহাই হইল, অতপর নবীজী (সঃ) ঐ বৃক্ষটিকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বলিলে বৃক্ষটি পূর্ব স্থানে চলিয়া গেল। রোকানা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার পূর্বে কোন ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠ মাটিতে ঠেকাইতে পারে নাই। ইতিপূর্বে আমার নিকট আপনি অপেক্ষা বিরাগভাজন আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আমি আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি لا اله الا الله وانك رسول الله "আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই" এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।* (বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া ৩-১০৩)

সত্যের গতি অপ্রতিহত

সত্য নিজেই আপন স্থান করিয়া লয়, আলো তাহার প্রবেশ পথ নিজেই বাহির করে। এই সব চিরন্তন প্রবাদ নবীজীর সাফল্যে ও ইসলামের আত্মপ্রকাশে প্রথম হইতে ধীরে ধীরে হইলেও দিনের পর দিন বাস্তবায়িত হইতে লাগিল।

আবু জাহল, আবু লাহাব, উমাইয়া গোষ্ঠী নবীজী এবং তাঁহার ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সবাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে বয়কট অভিযানেও পর্যদুস্ত হইল; এখন তাহারা হতভম্ব দিশাহারা। তাহারা কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের ফলবতী হইতেছে না। একটা বাধা আসিয়া তাহাদের অনেক রকম আয়োজন পন্ড করিয়া দিয়াছে– ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা বিমর্ষ হইল নিশ্চয়। কিন্তু অভিমান, গোঁড়ামি ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা সত্য বরণ করিয়া লইতে পারিল না। বরং চরম ব্যর্থতার মুখেও তাহারা দুর্বলচেতা সংগ্রামের আশ্রয় নিল। তাহারা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে পাগল, জাদুকর, গণকঠাকুর, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল এবং হজ্জ-ওমরা ইত্যাদি উপলক্ষে মক্কায় আগত লোকদেরকে নবীজী (সঃ) হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহিরাগত লোককে কোরায়শরা ঘিরিয়া ধরিত, তাহার নিকট নবীজীর কুৎসা, নিন্দা ও গ্লানি করিত কিন্তু তাহাদের এই অপপ্রচার ও অপচেষ্টাই আগন্তুকদের মনে নবীজী (সঃ)-এর প্রতি আকর্ষণ জন্মাইত বিশেষ ক্রিয়াশীল প্রতিপন্ন হইত।

তদ্রূপ কোরায়শ শত্রুরা নবীজী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক প্রচারণা চালাইল যে, তাহাদের প্রচারণা দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের সেই প্রচারই নবীজীর প্রসিদ্ধির জন্য মহা প্রচারের কাজ করিল। দূর দেশের লোক নিজ নিজ দেশে থাকিয়াই নবীজী (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইহা শুধু ভাবাবেগ বা কল্পনা নহে বাস্তব সত্য– ইতিহাসে যাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোফায়েল দৌসীর ইসলাম গ্রহণ

আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র দৌসের প্রধান সর্দার ছিলেন তোফায়েল ইবনে আমর। অতিশয় প্রভাবশালী এবং বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি একবার মক্কায় আসিলেন; তখন নবীজী (সঃ) গিরিসঙ্কট হইতে মুক্ত। তোফায়েল মক্কায় আসিলে মক্কার সর্দারবৃন্দ সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করিল– তিনি যেন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট না যান, তাঁহার সহিত মোটেই সাক্ষাত না করেন, তাঁহার কোন কথাও যেন না শুনেন।

তোফায়েল নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা আমাকে এতই কঠোরভাবে সতর্ক করিয়াছে যে, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি– আমি তাঁহার কোন কথা শুনিব না। এমনকি হরম শরীফের মসজিদে যেহেতু নবীজী (সঃ) প্রায়শ ইসলামের আহ্বানে বক্তৃতা করিতেন, তাই আমি মসজিদে যাইতে কর্ণকুহরে তুলা ঠাসিয়া যাইতাম; যেন অনিচ্ছায়ও তাঁহার কথা আমার কর্ণে প্রবেশ না করে।

* কোন কোন ঐতিহাসিক রোকার মুসলমান হওয়া অস্বীকার করিয়াছে।

একদা আমি সকাল বেলা মসজিদে গেলাম; দেখিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফের সম্মুখে নামায পড়িতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলাম; আমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার কিছু কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি একটু লক্ষ্য করিলাম, এই সব কথা কতই না সুন্দর! কতইনা মধুর!! অতপর আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং পণ্ডিত– কবি। ভাল-মন্দ পার্থক্য করা আমার জন্য কঠিন নহে; তবে কেন আমি এই লোকটির (নবীজীর) কথা শুনিব না? তাঁহার কথার ভালটি গ্রহণ এবং মন্দটি বর্জন করিব। সেমতে আমি তাঁহার কথাবার্তা শুনিলাম এবং তাঁহার সান্নিধ্যেই বসিয়া থাকিলাম। এমনকি তিনি মসজিদ হইতে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া সাক্ষাত করিলাম এবং বলিলাম, আপনার জাতি আপনার সম্পর্কে আমার নিকট এই এই বলিয়াছে। এমনকি আপনার কথা না শুনিবার জন্য আমি আমার কর্ণে তুলা ঠাসিয়া রাখিতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আপনার কথা না শুনাইয়া ছাড়েন নাই এবং আপনার কথা যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা অতি সুন্দর, অতি মধুর। আপনি আপনার ধর্ম আমার নিকট ভালরূপে ব্যক্ত করুন ত। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সম্মুখে ইসলাম ব্যক্ত করিলেন এবং পবিত্র কোরআনও তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। খোদার কসম– এত সুন্দর বাণী আর জীবনেও আমি শুনি নাই, এত সুন্দর উত্তম ধর্ম জীবনেও আমি পাই নাই। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলাম। সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়া দিলাম।

অতপর আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার গোত্রের প্রধান, সকলে আমাকে মান্য করিয়া চলে। আমি এখন তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব এবং তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিব। আমার বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন নিদর্শন আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করুন; সেই নিদর্শন যেন তাহাদের নিকট আমার প্রচারকার্যের জন্য সাহায্যকারী হয়। সেমতে নবী (সঃ) দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ! তাকে কোন নিদর্শন দান করুন"। অতপর আমি আমার দেশের দিকে যাত্রা করিলাম; রাস্তার যেই মোড় অতিক্রম করিলে আমি দেশবাসীর দৃষ্টিগোচর হইব– সেই মোড়ে পৌঁছিলে আমার ললাটে চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে একটি আলোকরশ্মি প্রদীপের ন্যায় বিকশিত হইল। আমি দোয়া করিলাম, ইয়া আল্লাহ! আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে আমার এই নিদর্শন দান কর। আমার ভয় হয়– লোকেরা ভাবিবে, তাহাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃত হইয়াছে। তৎক্ষণাত ঐ আলোকরশ্মি আমার চাবুকের মাথায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকেরা ঐ আলো সুস্পষ্টরূপে প্রদীপের ন্যায় দেখিল।

আমি বাড়ী পৌঁছিলে আমার বৃদ্ধ পিতা আমার নিকট আসিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজ হইতে আপনি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন, আমি আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন; আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। পিতা বলিলেন কেন হে বৎস! আমি বলিলাম, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি; মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। পিতা বলিলেন, হে বৎস! তোমার ধর্মই আমারও ধর্ম। আমি বলিলাম, তবে গোসল করিয়া পাক-পবিত্র পোশাক লইয়া আসুন, তিনি তাহাই করিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলাম; তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমার স্ত্রী আমার নিকট আসিলে তাহার সহিতও ঐরূপ কথোপকথন হইল এবং সেও ইসলাম গ্রহণ করিল।

আমি আমার দৌস গোত্রেও ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহারা সাড়া দিল না। আমি পুন মক্কায় আসিয়া নবীজীর (সঃ) নিকট দৌস গোত্র সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম এবং তাহাদের প্রতি বদ দোয়ার জন্য বলিলাম। নবীজী (সঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলে– "হে আল্লাহ! দৌস গোত্রকে হেদায়েত দান কর।" নবীজী (সঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রে ফিরিয়া যাও; তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের প্রতি উদার থাকিও। আমি তাহাই করিতে থাকিলাম, এমনকি নবীজী (সঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়া গেলেন। হিজরতেরও ছয় বৎসর পর আমি আমার সঙ্গী মুসলমানগণ লইয়া মদীনায় চলিয়া আসিলাম; আমরা সত্তর বা আশিটি পরিবার ছিলাম।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফত আমলে মিথ্যা নবী মোসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার জেহাদে তোফায়েল (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। (বেদায়া ৩-৯৮)

গুণীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণ

মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থিত "আয্দ" গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন জেমাদ। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গুণী ছিলেন; খুব বড় ওঝা ও মন্ত্রতন্ত্রবিদরূপে তাঁহার বিরাট খ্যাতি ছিল। একবার জেমাদ মক্কায় আসিলেন এবং মক্কার বেকুফদেরকে বলিতে শুনিলেন যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পাগল বা তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে । সেমতে ঐ গুণীন সাহেব হযরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমি ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র জানি; আল্লাহ অনেক মানুষকে আমার হাতে আরোগ্য দান করেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) সাধারণত কোন ভাষণ দান ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও সাহায্য কামনায় যাহা পাঠ করিতেন তাহা পাঠ করিলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ ـ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, আমরা তাঁহার প্রশংসা করি এবং তাঁহারই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ যাহাকে সৎ পথ দান করিবেন; পারিবে না কেহ তাহাকে ভ্রষ্ট করিতে এবং আল্লাহ যাহাকে থাকিতে দিবেন ভ্রষ্টতায়, পারিবে না কেহ তাহাকে সৎ পথে আনিতে। আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা দিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ, উপাস্য বা পূজনীয় নাই- তিনি এক, তাঁহার কোন সঙ্গী-সাথী অংশীদার নাই।"

জেমাদ এই ভূমিকা শুনিতেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তিন বার নবীজী (সঃ)-এর এই বাণী শ্রবণ করিলেন। অতপর বলিলেন, আমি মন্ত্রতন্ত্রবাদী অনেক গুণীনের কথা শুনিয়াছি, অনেক জাদুকরের জাদুমন্ত্র শুনিয়াছি, বড় বড় কবিদের রচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আপনার বাণীর ন্যায় এমনটি আর কখনও শুনি নাই। এই বাণী ত সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর, সুপ্রশস্ত, যাহার গভীরতায় অসংখ্য মণিমুক্তা লুক্কায়িত। আপনার হস্ত প্রদান করুন তাহা ধারণ করিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করি। সেমতে তিনি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচারের অঙ্গীকার করিলেন। (বেদায়া ৩-৩৬)

আবু যর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ

"গেফার" গোত্র মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থান করে, আবু যর গেফারী তথায় বসবাস করেন। কোরায়শদের বিরূপ প্রচারণার ফলে নবীজী মোস্তফার (সঃ) চর্চা আরবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুদূর গেফার গোত্রেও এই চর্চা প্রসারিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আবু যর তাঁহার সহোদর ওনায়সকে নবীজীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ওনায়স মক্কায় আসিয়া কয়েক দিন অবস্থান করত নবীজীর সন্ধানলাভে প্রত্যাগমন করিল এবং ভ্রাতা আবু যরকে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিল। এই বর্ণনায় আবু যরের তৃপ্তি হইল না; তাঁহার পিপাসা আরও বাড়িয়া গেল; তিনি অবিলম্বে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহু সাধনায় তিনি নবীজী (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আবু যর নবীজী (সঃ)-এর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন। তাঁহার ইসলাম

গ্রহণের ঘটনা বর্ণনায় ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৪৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন–

১৬৮৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৪৯৯ ও ৫৪৪) আবু জমরাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আবু যরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তোমাদেরকে শুনাইব কি? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আবু যর (রাঃ) নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমি গেফার গোত্রের লোক। আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল, মক্কায় একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে– তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন,। আমি আমার সহোদর (ওনায়স)-কে বলিলাম, তুমি মক্কায় ঐ লোকটির নিকটে যাও, যে দাবী করে– তাঁহার নিকট ঊর্ধ্বজগতের সংবাদ সরবরাহ হয়। তাঁহার কথাবার্তাও সরাসরি তাঁহার মুখে শুনিবে এবং সব তথ্য লইয়া আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

সেমতে ভ্রাতা যাত্রা করিল এবং মক্কায় আসিয়া নবীজীর সাক্ষাতে আসিল, তাঁহার কথাবার্তা শুনিল অতপর মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি সংবাদ? সে বলিল, আমি ঐ মহান ব্যক্তিকে দেখিয়াছি; তিনি সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন, অসৎ কর্ম হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আর তাঁহার বাণীও শুনিয়াছি, তাহা কবির রচনা মোটেই নহে (ওনায়স উত্তম কবি ছিলেন)। আমি ভ্রাতাকে বলিলাম, আমার যে পিপাসা রহিয়াছে তোমার বর্ণনায় তাহা মিটিল না। সেমতে অনতিবিলম্বে আমি পাথেয় এবং ছোট এক মশক পানি সঙ্গে লইয়া মক্কা পানে যাত্রা করিলাম। (ভ্রাতা আমাকে বলিয়া দিল, মক্কায় বিশেষ সতর্কতা অলম্বন করিবেন। তথাকার লোক ঐ মহানের বড় শত্রু এবং সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ। বেদায়া ৩–৩৫)

মক্কায় পৌঁছিয়া আমি হরম শরীফের মসজিদে অবস্থান করিলাম; যমযমের পানি পান করিতাম এবং নিজে নিজে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খোঁজ করিতাম, কিন্তু তাঁহার খোঁজ পাইলাম না। তাঁহার খোঁজ সম্পর্কে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিব তাহাও আমি সমীচীন মনে করিলাম না। এই অবস্থায় আমি সারা দিন মসজিদে পড়িয়া রহিলাম; এমনকি রাত্র আসিয়া গেল। এই অবস্থায় আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন; তিনি বলিলেন. বোধ হইতেছে লোকটি বিদেশী। আমি উত্তর করিলাম, হ্যাঁ– আমি বিদেশী। আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনি আমার অতিথি; আমার বাড়ী চলুন। সেমতে আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম; আমিও তাঁহাকে আমার মূল উদ্দেশ্যের কিছু বলি না, তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। আমি তাঁহার গৃহে রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে আবার মসজিদে চলিয়া আসিলাম। আজও নবীজীর কোন খোঁজ লাভ করিতে পারিলাম না; কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিলাম না এবং এমন কোন মানুষ পাইলাম না যাহার কাছ হইতে খোঁজ লইতে পারি। দিনের শেষে আজও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় লোকটি এখনও উদ্দেশ্যস্থলের খোঁজ লাভে সক্ষম হই নাই। আমি বলিলাম, ঠিকই সক্ষম হয় নাই। আজও তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে আমার গৃহে চলুন। আজও পূর্ব দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে যাইয়া রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে মসজিদে চলিয়া আসিলাম। এইভাবেই তিন দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনার ব্যাপার কি? উদ্দেশ্য কি? কেনই বা আপনি এই শহরে আসিয়াছেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি যদি আমার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন, কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, আর প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমার উদ্দেশ্যের সাফল্যে আপনি আমার সাহায্য করিবেন, আমাকে পথ দেখাইবেন, তবে আমি বলিতে পারি। আলী (রাঃ) আমার উভয় শর্তে সম্মতি দান করিলেন– বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমি করিব।

আমি বলিলাম, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, এই নগরে একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি দাবী করিয়া থাকেন তিনি নবী। তাহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পূর্বে আমার সহোদরকে এখানে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার তৃপ্তি যোগাইতে পারে নাই, তাই আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাত লাভের

আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আলী (রাঃ) বলিলেন, ঠিক জায়গায়ই আপনি আপনার কথা রাখিয়াছেন-- আপনার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে। যাঁহার বিষয় আপনি বলিতেছেন তিনি সত্য; তিনি আল্লাহর রসূলই বটেন। এই রাত্রে আপনি আমার গৃহেই অবস্থান করুন। প্রভাতে আমি আপনাকে তাঁহার নিকট পৌছাইবার ব্যবস্থা করিব।

ভোর হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, সেই মহানের পথ এই দিকে; আমি এই পথে যাইতে থাকিব, আপনি দূরে দূরে থাকিয়া আমার অনুসরণ করিবেন। আমি যদি আপনার জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা দেখি তবে প্রস্রাব করার ন্যায় ভান করিয়া থামিয়া যাইব বা জুতা ঠিকভাবে পায়ে দেওয়ার ন্যায় পথের কিনারায় দাঁড়াইব। আপনি অন্য দিকে পথ ধরিয়া চলিয়া যাইবেন (যেন কেহ আপনার মূল উদ্দেশ্য আঁচ করিতে না পারে)। আর যদি আমি সরাসরি চলিয়া যাই তবে আপনিও আমার অনুসরণে চলিতে থাকিবেন এবং আমি যেই গৃহে প্রবেশ করি আপনিও সেই গৃহে ঢুকিয়া পড়িবেন।

সেমতে তিনি চলিতে লাগিলেন; আমি তাঁহার অনুসরণে চলিতে লাগিলাম। পথে কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই তিনি সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে পৌছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৌছিলাম। আমি নবীজী (সঃ)-এর সমীপে আরজ করিলাম, আমাকে ইসলাম বুঝাইয়া দিন; তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা দান করিলেন। তাঁহার মুখ নিঃসৃত অমিয় বাণী শ্রবণে আমি মুহূর্তে সে স্থানেই ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্নেহভরে বলিলেন, আবুযর! এই এলাকায় তুমি তোমার অবস্থা গোপন রাখিও– প্রকাশ করিও না। এখন তুমি দেশে যাইয়া তোমার দেশের লোককে এই ধর্মের খোঁজ দিতে থাক। আমাদের পূর্ণ বিকাশ এবং জয়যুক্ত হওয়ার সংবাদ অবগত হইলে আমার কাছে চলিয়া আসিও।

আমি আরজ করিলাম, যেই মহাশক্তিমান প্রভু আপনাকে সত্য ধর্ম দানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ, আমি যে সত্য কালেমা পাইয়াছি তাহা মক্কার লোকদের কর্ণকুহরে না ঢুকাইয়া ক্ষান্ত হইব না।

ঠিকই, তৎক্ষণাত আবু যর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় কোরায়শর অনেক লোক সমবেত ছিল। আবু যর (রাঃ) তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে কোরায়শ গণ!

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"আমি অন্তর হইতে ঘোষণা দিতেছি, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ! আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। আরও ঘোষণা দিতেছি, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা এবং তাঁহার রসূল।"

এই ধ্বনি দিতেই কোরায়শ দুর্বৃত্তরা মারমার করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, এই ধর্মত্যাগী বেদ্বীনকে ধর। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে আমার উপর বেদম প্রহার আরম্ভ হইয়া গেল। আমাকে প্রাণে শেষ করিয়া ফেলিবে সেইরূপ প্রহার তাহারা করিতে লাগিল। এই সময় (নবীজীর পিতৃব্য) আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া আমাকে তাঁহার দেহের আশ্রয়ে নিলেন এবং মারমুখী দুর্বৃত্তদের বলিলেন, তোমরা কি সর্বনাশ করিতেছ! এ যে গেফার গোত্রের লোক। সিরিয়ার বাণিজ্যযাত্রা এবং সাধারণভাবেও তোমাদের চলাচলের পথ গেফার গোত্রের পল্লী দিয়াই। আব্বাসের এই সতর্কবাণী শুনিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইল এবং আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পর দিন ভোর হইতে না হইতেই আমার সেই অভিযান পুনঃ চলিল– আমি মসজিদে আসিলাম এবং পূর্ব দিনের ন্যায় আমার সেই ঘোষণার ধ্বনিই দিতে লাগিলাম। তাহাদেরও প্রহার অভিযান পূর্ব দিনের ন্যায় আমার উপর চলিল। আজও আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া নিজের দেহ দ্বারা আমাকে আশ্রয় দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় দুর্বৃত্তদেরকে সতর্কবাণী শুনাইলেন; তাহাতে তাহারা ক্ষান্ত হইল।

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন, ঈমানের বল-বিক্রম কত অধিক। সাহস, শক্তি ও উদ্যম কত প্রখর! ক্ষণেক পূর্বে যেই আবু যর কোন ব্যক্তির নিকট নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী ছিলেন না, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন; ঈমান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে আবু যর আর সেই আবু যর নাই। ভীত সন্ত্রস্ত আবু যর (রাঃ) এখন তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন বল-শক্তি, অসীমসাহস ও উৎসাহ-উদ্যমের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলেন। এমনকি সেই বল-বিক্রম, সাহস-উদ্যমের বাণীক চাপিয়া রাখা তাঁহার জন্য সম্ভব হইল না। সকল প্রকার ভয়-ভীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রাণের মায়াঁর বাঁধন ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন কালেমা শাহাদাতের বিজয় ধ্বনি তুলিতে, তওহীদ এবং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বীকৃতি ঘোষণা মক্কার পাষণ্ডদের ঘাড়ে চাপিয়া ধরিতে। এই মহাশক্তি ও অদম্য সাহস একমাত্র ঈমানেরই ক্রিয়া ছিল। আবু যর (রাঃ) এখনও পেয়াজ বা গরুর গোশ্‌ত খাইয়াছিলেন না। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাত হইতে আবু যর (রাঃ) তওহীদ ও ঈমানের এমন মদিরাই পান করিয়াছিলেন যে, তাহার তেজস্ক্রিয়ায় নবীজীর স্নেহসুলভ পরামর্শও তখন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

বিগত তিন বৎসর কাল গিরিসঙ্কটে সঙ্কটপূর্ণ জীবন যাপনের পর নবুয়তের দশম বৎসরে বয়কট বা অসহযোগিতা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

দীর্ঘ তিন বৎসর কষ্ট-যাতনা হইতে খালাস পাওয়া হযরতের পক্ষে অবশ্যই একটি সুখের বিষয় ছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে সেই সুখ অপেক্ষা শত গুণ অধিক পর পর দুইটি দুঃখজনক শোকের ছায়া হযরতের উপর নামিয়া আসিল।

আবু তালেবের মৃত্যু

অসহযোগিতা হইতে খালাস পাওয়ার মাত্র ছয় মাস বা আট মাস বিশ দিন পর ঐ বৎসরই হযরতের বাহ্যিক সাহায্য সহায়তার সর্বপ্রধান উসিলা চাচা আবু তালেবের মৃত্যু হয়; যাহা হযরতের পক্ষে অপূরণীয় শূন্যতা ছিল। এত দিন সারা মক্কাবাসীর মোকাবিলায় হযরতের পক্ষে আবু তালেবই ছিলেন একমাত্র প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকারী। আজ সেই উসিলা চির দিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। বাহ্যিকরূপে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন।

আবু তালেবের সর্বশেষ অবস্থা (পৃষ্ঠা- ৫৪৮)

পূর্বে বলা হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লালন-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া নবুয়তের পরও সারা মক্কার শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য সহায়তার যে ভূমিকা আবু তালেব গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাহার নজীর ইতিহাসে নাই। নবীজী মোস্তফার পয়গম্বরী জীবনে সফলতার ব্যাপারে বাহ্যিক উসিলারূপে আবু তালেবের দান ছিল অপরিসীম। তিনি নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে তাঁহার অন্তরে যে স্থান দান করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্তও অতি বিরল। কিন্তু এত ভালবাসা সত্ত্বেও আবু তালেব হযরতের আনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের শেরেকী ধর্মের উপরই ছিলেন। হায়! সারা বিশ্ব যেই প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল, সেই প্রদীপের সর্বাধিক নিকটবর্তী আবু তালেব তাহার আলো হইতে বঞ্চিত। এ যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার।

এ বিষয়টি যে হযরতের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। যখন আবু তালেবের অন্তিমকাল উপস্থিত হইল তখন হযরত (সঃ) সর্বশেষ চেষ্টার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মানুষবেশী শয়তান আবু জাহল ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা পূর্ব হইতেই আবু তালেবের শয্যা পার্শ্বে ভিড় জমাইয়া রহিয়াছিল। হযরত (সঃ) আবু তালেবকে ইসলামের কালেমা পাঠ করিবার জন্য অত্যধিক অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি

করিতেছিলেন, এমনকি তিনি অন্তরের অন্তস্তল হইতে আদর ও সোহাগের ডাক দিয়া বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি একটি বাক্যের (ইসলামের কালেমা) স্বীকারোক্তি করিয়া আমার পক্ষে কেয়ামতের দিন আপনার জন্য শাফায়া'ত করার পথ সুগম করিয়া দিন; আমি এই বাক্যটি নিয়াই আপনার পক্ষ সমর্থনে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইব। এইভাবে হযরত (সঃ) তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। অপর দিকে আবু জাহল ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁহাকে বলিতেছিল, হে আবু তালেব! জীবনের শেষ মুহূর্তে স্বীয় পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া আরবের নারীদেরকে তিরস্কারের সুযোগ দিও না যে, আবু তালেব কাপুরুষ ছিল– ভাতিজার কথায় আযাবের ভয়ে ভীত হইয়া বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে।

অবশেষে আবু তালেব এই দুর্ভাগ্যজনক উক্তির উপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরই রহিলাম!

হযরত (সঃ) স্বীয় আশ্রয়স্থল চাচাকে হারাইয়া যতদূর শোক পাইয়াছিলেন তাহার হাজার গুণ অধিক শোক পাইলেন চাচার মৃত্যু বে-দ্বীনীর উপর হওয়ায়। হযরত (সঃ) এই শোকে দুঃখে বেহাল হইয়া ইসলাম না থাকা সত্ত্বেও চাচার মাগফেরাতের দোয়া করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়া তাঁহাকে তাহা হইতে বারণ করিল এবং আরও আয়াত নাযিল করিয়া আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে আছে ।

১৬৮৯। হাদীছ ঃ عن ابن المسيب عن ابيه رضى الله تعالى عنه انّ اَبَاطَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهٗ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَیْ عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِی اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَاهُ حَتّٰى قَالَ اٰخِرُ شَیٍ كَلَّمَهُمْ بِهٖ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْهُ ـ فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِیْ قُرْبٰى مِنْ بَّعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ) وَنَزَلَتْ (اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ)

অর্থ ঃ সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী' সায়ীদ ইবনে মোসাইয়াব (রাঃ) তাঁহার পিতা ছাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু তালেবের যখন মৃত্যু অতি নিকটবর্তী হইল তখন নবী (সঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবু জাহল পূর্বাহ্নেই তথায় পৌঁছিয়াছিল।

হযরত (সঃ) আবু তালেবকে বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি ইসলামের কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকারোক্তি করুন। ইহা লইয়াই আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইব। তখন আবু জাহল এবং তাহার আর এক সাথী বলিল, হে আবু তালেব! তুমি তোমার পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম ছাড়িয়া দিবে কি? এই ধরনের বহু রকমের কথা তাহারা দুই জনে আবু তালেবকে বলিতে লাগিল, এমনকি আবু তালেবের সর্বশেষ উক্তি এই হইল যে, আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরই...।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি আবু তালেবের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া যাইব যাবত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তখনই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইল–

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .....

অর্থাৎ নবীর জন্য এবং মোমেনদের জন্য এই অনুমতি নাই যে, তাহারা কোন মোশরেকের পক্ষে

মাগফেরাতের দোয়া করে– ইহা প্রতীয়মান হইয়া যাওয়ার পর যে, ঐ মোশরেক শেরকের উপর মৃত্যুবরণ করিয়া জাহান্নামী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে; যদিও সেই মোশরেক কোন ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় হয়।

এতদ্ভিন্ন এই আয়াতও নাযিল হইল– اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

অর্থাৎ হেদায়েত দান করার ক্ষমতা আপনার হাতে ন্যস্ত নহে যে, আপনি আপনার প্রিয়পাত্রকে (জোর করিয়া) হেদায়েত দিয়া দিবেন। অবশ্য আল্লাহ তাআলা (মানুষের ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখিয়া) যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত পাওয়ার তওফীক দান করিয়া থাকেন (হেদায়েত পাওয়ার উপযুক্ত কাহারা তাহা আল্লাহ তাআলা ভালরূপেই অবগত আছেন।

১৬৯০। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৪৮) عن العباس بن عبد المطلب انه قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَاِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِّنْ نَارٍ وَلَوْلاَ اَنَا لَكَانَ فِىْ الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (কেয়ামতের দিন) আপনার চাচা আবু তালেবকে কি সাহায্য করিতে পারিবেন? তিনি ত আপনার অত্যধিক সাহায্য সহায়তা করিতেন এবং আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া থাকিতেন। নবী (সঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তিনি অল্প তথা পায়ের গিঁট পর্যন্ত দোযখের আগুনে থাকিবেন। (তাঁহার শাস্তির এই লাঘব আমারাই বদৌলতে হইবে।) যদি আমার সম্পর্কীয় ব্যাপার না থাকিত তবে তিনি দোযখের সর্বশেষ তবকার নিম্নস্তরে থাকিতেন।

১৬৯১। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৪৮) عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُجْعَلُ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ تَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِىْ مِنْهُ دِمَاغُهُ ـ

অর্থ ঃ আবু সায়ী'দ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার চাচা আবু তালেবের বিষয় উল্লেখ করা হইল। হযরত (সঃ) বলিলেন, আশা করি তাহার শাস্তি লাঘব করিতে কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ সাহায্য করিবে। তাহাকে অল্প পরিমাণ দোযখের আগুনে রাখা হইবে; দোযখের আগুন তাহার পায়ের গিঁট পর্যন্ত থাকিবে, কিন্তু তাহা দ্বারাই তাহার মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করিতে থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এস্থলে একটু চিন্তা করিলে ঈমান যে কি অমূল্য ধন এবং দোযখ হইতে নাজাত পাইবার জন্য ঈমান যে অপরিহার্য তাহা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর রসূলের সাহায্য সহায়তা করা সর্বশ্রেষ্ঠ নেক কাজ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ছাহাবীগণ এই নেকের দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবু তালেবের মধ্যে সেই নেক কাজটি অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্য সহায়তায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সব কোন কিছুই দোযখ হইতে তাহাকে নাজাত দিতে পারিবে না। তাহার একমাত্র কারণ হইল ঈমান রত্ন হইতে আবু তালেবের বঞ্চিত থাকা; এই জন্যই তাহার জীবনের শেষ মুহূর্তে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার ঈমানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় এস্থলে পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়, তাহা এই যে, আল্লাহর রসূলকে মমতা করা, তাঁহাকে রসূল জানা, সত্যবাদী জানা– শুধু জানার পর্যায়কে ঈমান বলা হইবে না। শুধু জানার পর্যায়ে আবু

তালেব কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না। তাহার কাব্যের এক বিরাট অংশ এইসব বিষয়ে আজও ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাব্যে তাহার পরিষ্কার উক্তি ছিল–

ودعوتنى وزعمت انك ناصحى ـ ولقد صدقت وكنت ثم امينا ـ

আপনি আমাকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া দাবী করিয়াছেন; বাস্তবিকই আপনি সত্যবাদী এবং পূর্ব হইতেই আপনি অকৃত্রিম।

وعرضت دينا لامحالة ـ انه ـ من خير اديان البرية دينا ـ

আর আপনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ধর্ম পেশ করিয়াছেন যাহা অবশ্যই সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম ধর্ম।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি আবু তালেবের কাব্যে ভূরি ভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই ধরনের উক্তিকে ঈমান গণ্য করা হয় নাই। কারণ, শুধু জানার পর্যায়কে ঈমান বলা হয় না, বরং রসূলকে এবং ইসলামকে মানা ও গ্রহণ করার উপরই ঈমানের ভিত্তি। আবু তালেবের মধ্যে ইহার অভাব ছিল। ইহার অভাব আজ আমাদের সমাজে মুসলিম নামধারী অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

আবু তালেবের মৃত্যু শয্যায় আবু জাহলসহ কোরায়শ সর্দারগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আপনার অবিদিত নহে। আপনার শেষ সময় নিকটবর্তী, যাহা আপনিও বুঝিতেছেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমাদের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহাও আপনি অবগত আছেন। আমাদের অনুরোধ– আপনি তাহাকে ডাকিয়া আনুন এবং তাহার হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, যেন আমাদের প্রতি অন্যায় না করে; আমাদের হইতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, আমরাও তাহার প্রতি কোন অন্যায় করিব না।

সেমতে আবু তালেব নবীজীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার বংশীয় সর্দারগণ সমবেত হইয়াছে। তাহারা তোমার সহিত আপস-মীমাংসার প্রস্তাব করিতেছে; তুমিও অঙ্গীকার করিবে, তাহারও অঙ্গীকার করিবে।

নবীজী (সঃ) বলিলেন, ভাল কথা! আপনারা আমাকে একটি মাত্র উক্তি প্রদান করিবেন; তাহা দ্বারা আপনারা সমগ্র আরবে প্রাধান্য লাভ করিবেন এবং ঐ উক্তির বদৌলতে সারা বহির্জগত আপনাদের পদানত হইবে!

আবু জাহল বলিল, এইরূপ একটি কেন! দশটি উক্তির অঙ্গীকার আপনি আমাদের হইতে আদায় করুন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আপনারা অঙ্গীকার করিবেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"– আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। আর আপনাদের বর্তমান পূজনীয় দেব-দেবী ঠাকুর-মূর্তিগুলিকে চিরতরে পরিত্যাগ করিবেন।

এই কথা শুনিয়া কোরায়শ দলপতিগণ বলাবলি করিল, তোমরা যাহা চাও সেইরূপ একটি অক্ষরও এই ব্যক্তি হইতে আদায় করিতে পারিবে না, অতএব নিজেদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মমতের উপর অবিচল থাক; এই ব্যক্তির সহিত আল্লাহই যদি ফয়সালা করিয়া দেন। (ইবনে হেশাম)

সর্বশেষ পর্যায়ে আবু তালেব কোরায়শ দলপতিগণকে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ দিয়া গেলেন যাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি তাহাদের বলিলেন–

হে কোরায়শগণ! তোমরা মানব জাতির শ্রেষ্ঠ এবং আরবীয়দের হৃৎপিণ্ড তুল্য। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছে– সকলেই যাহাদের অনুগত। তোমাদের মধ্যে বাহাদুর এবং ধনে-জনে শক্তিশালী ব্যক্তিগণও রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে আরব জাতির সর্বময় মহিমা বিদ্যমান রহিয়াছে, যদ্দরুন তোমাদের

প্রাধান তোমরা কা'বা শরীফের যথাযথ সম্মান করিবে; ইহাতে তোমাদের প্রতি প্রভু-পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হইবেন, তোমাদের জীবিকার অবলম্বন হইবে এবং তোমাদের প্রাধান্য বজায় থাকিবে। আর তোমরা পরস্পর আত্মীয়তার হক আদায় করিও; তাহাতে নেকনামী বাকী থাকে, জীবনের মূল্য বাড়ে এবং বংশের উন্নতি হয়। জুলুম-অত্যাচার এবং পরস্পর শত্রুতা বর্জন করিও; এই দুই জিনিসের দ্বারা অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হইয়াছে। আর কেহ ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিও, সাহায্যপ্রার্থীকে দান করিও এবং সদা সত্য কথা বলিও, আমানত পূর্ণরূপে আদায় করিও।

আর আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতেছি– তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সহিত ভাল ব্যবহার বজায় রাখিও। তিনি সমগ্র কোরায়শ বংশের আমানতদার এবং সমগ্র আরবে সত্যবাদীরূপে প্রসিদ্ধ। আমি তোমাদের যতগুলি সৎ উপদেশ দান করিলাম মোহাম্মদের মধ্যে ঐসব গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি আমাদের নিকট যেই ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন অনেকেরই হৃদয় তাহা গ্রহণ করে যদিও মানুষের নিন্দার ভয়ে মুখে গ্রহণ করে না।

খোদার কসম! আমি যেন চোখে দেখিতেছি– আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আরব এবং পাশ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র দুর্বল লোকগণ মুহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়া, তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ফলে কোরায়শ দলপতিগণ অন্যের লেজুড় হইয়া যাইতেছে, তাহাদের বাড়ী-ঘর উজাড় হইয়া যাইতেছে এবং ঐ গরীব-কাঙ্গালগণ তাহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

হে কোরায়শ বংশ! তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্যকারী এবং তাঁহার দলের সহায়তাকারী হইয়া যাও। যেব্যক্তি তাঁহার পথের পথিক এবং তাঁহার আদর্শের অনুসারী হইবে সে নিশ্চয় ভাগ্যবান হইবে। আমার জীবনের আরও অংশ যদি বাকী থাকিত এবং আমার মৃত্যু যদি বিলম্ব করিত নিশ্চয় আমি মুহাম্মদ (সঃ) হইতে সর্বপ্রকার আক্রমণ প্রহিত করিয়া চলিতাম এবং তাঁহার হইতে সকল রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতাম। (যোরকানী– ১–২৯৫)

অতপর সমবেত কোরায়শ দলপতিগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে আবু তালেব নবীজী (সঃ)-কে পুনঃ ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কোরায়শ দলপতিদের নিকট কোন অন্যায় দাবী কর নাই।

নবীজী (সঃ) আবু তালেবের এই আলাপে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া বলিলেন, হে চাচাজান! আপনি ঐ দাবীর কালেমাটা পড়িয়া নিন। যদ্দ্বারা কেয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্য শাফাআত বা সুপারিশের সুযোগ লাভ করিব।

উত্তরে আবু তালেব বলিলেন, আমার যদি আশঙ্কা না হইত যে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদেরকে কটাক্ষ করিয়া লোকেরা বলিবে, আবু তালেব ভীত হইয়া মৃত্যুর সময় কাপুরুষের ন্যায় এই কালেমা পড়িয়াছে, তবে নিশ্চয় আমি এই কালেমা পড়িয়া নিতাম। (ইবনে হেশাম)

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যু

বিপদ যেন অন্ধকার রজনীর ন্যায় ঘনীভূত হইয়া আসিতে থাকে। আবু তালেবের মৃত্যু হইল, তাহার ঈমান সম্পর্কে হযরতের সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই নিদারুণ শোক-তরঙ্গে ভাসিতে থাকা অবস্থায়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর আর এক শোকের পাহাড় ধসিয়া পড়িল।

এই দশম বৎসরেই রমযান মাসে আবু তালেবের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পর* হযরতের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজা (রাঃ) ৬৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের জন্য অর্থ-সামর্থ্য, ঘর-সংসার, শান্তি-শৃঙ্খলারই শুধু সংস্থাপক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন,

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিবি খাদীজার মৃত্যু আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বিপরীত মতামতই প্রসিদ্ধ এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। (বেদায়া ৩–১২১)

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে হযরতকে সান্ত্বনাদানকারিণী, হযরতের অন্তরে বল-ভরসা আনয়নকারিণী। আজ হযরত (সঃ) এইরূপ জীবনসঙ্গিনীকেও হারাইয়া ফেলিলেন; ইহাতে তাঁহার শোকের সীমা থাকিতে পারে কি! এমনকি স্বয়ং হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই বৎসরকে عام الحزن "শোকের বৎসর" বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন।

বিবি খাদীজাকে হারাইয়া হযরত (সঃ) অন্তরে কি ভীষণ আঘাতই না পাইলেন! দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যেন তিনি আজ হারাইলেন। বিবি খাদীজা হযরতের অন্তর ও জীবনের এত বড় বিরাট স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন যে, তাহা অন্য কাহারও দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী আদর্শ মহিলা জগতে অল্পই জন্ম নেয়। হযরতের জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায়, পারিবারিক ও সামাজিক ময়দানে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন সেই স্মৃতি রেখা হযরতের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না।

পয়গম্বরীর সূচানাকালে নবীজীর জীবনটা সম্পূর্ণ এলোমেলো শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার পানাহারের খোঁজ ছিল না, শোয়া-বসার খবর ছিল না। পথে-প্রান্তরে গিরিকন্দরে তিনি উদাসীনভাবে বেড়াইতেন, পড়িয়া থাকিতেন, তখন বিবি খাদীজাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন, খোঁজ করিয়া পানাহার পৌঁছাইতেন, শৃঙ্খলায় ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন। পয়গম্বরী জীবনের সর্বপ্রথম অধ্যায়ে যখন নবীজী (সঃ) আশা-নিরাশার দোলায় দুলিয়া ব্যস্তত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হেরা গুহা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে আসিয়াছিলেন তখন বিবি খাদীজাই আদর্শ সহধর্মিণীরূপে নবীজী সান্ত্বনা, প্রেরণা ও বল-ভরসা যোগাইয়াছিলেন। জগতের সকলে যখন নবীজীর কথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তখন এই পুণ্যবতী মহীয়সীই সর্বপ্রথম তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। জাতি ও দেশের সকলে যখন নবীজী (সঃ)-কে উপেক্ষা ও বর্জন করিয়াছিল তখন এই ভাগ্যবতী খাদীজাই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে যখন নবীজীর জন্য নিরাশার অন্ধকার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের ঝড় তখন সেই ঘোর সঙ্কটকালে কর্মজীবনের সর্বপ্রথম সঙ্গিনী এবং ধর্ম জগতের সর্বপ্রথম মুরীদ বিবি খাদীজাই নবীজীর জন্য আলো বহনকারিণী এবং জানে-মালে সর্বপ্রকারে ঝড় ঝঞ্ঝা হইতে আশ্রয়দানকারিণী ছিলেন। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা ও দেশজোড়া শত্রুদের উৎপীড়নে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া দিনের শেষে নবীজী (সঃ) যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন বিবি খাদীজা প্রকৃত সহধর্মিণীর ধর্ম মতেই হৃদয়ের সর্বময় ভক্তি-শ্রদ্ধা, অন্তরের সবটুকু মায়া-মমতা তাঁহার চরণে নিবেদিত করিয়া তাঁহার দৈহিক ও আত্মিক অশান্তি দূর করণে এবং সুখ-সান্ত্বনা প্রদানে নিজেকে লুটাইয়া দিতেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) প্রতিদিন এইভাবে খাদীজার সেবায় সারা দিনের ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করিয়া নবোদ্যমের সহিত ধর্ম ক্ষেত্রে পুনঃ অবতীর্ণ হইতেন। সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে সর্বদা বিবি খাদীজা নবীজীর সহিত ছায়ার মত জড়াইয়া থাকিতেন; মুহূর্তের জন্যও বিবি খাদীজা নবীজী (সঃ)-এর সেবায় উদাসীন হইতেন না। বিবি খাদীজা ছিলেন নবীজীর আদর্শ সহধর্মিণী, সর্বক্ষেত্রের সহকর্মিণী এবং সর্বাবস্থার সহযোগিনী। অন্তরের ভক্তি আসক্তির সহিত বিবি খাদীজা নিজেকে এবং নিজের সর্বস্বকে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর চরণে যেভাবে লুটাইয়া দিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত জগতে মিলিবে না। নবীজী (সঃ)ও বিবি খাদীজার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাঁহাকে কিরূপ স্বীকৃতিদান করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিত বিবরণ "শাদী মোবারক" আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। বিবি খাদীজার প্রতি নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকর্ষণ ও স্বীকৃতি প্রমাণে এতটুকুই যথেষ্ট যে, বিবি খাদীজার বিরহ-ব্যথা চিরকাল নবীজীর হৃদয়ে দাগ কাটিয়াছে।

ইহকালের এহেন জীবন সঙ্গিনী চিরবিদায় নিলেন নবীজী (সঃ) হইতে, নবীজীর সেই বিচ্ছেদ-বেদনার পরিমাপ করা কি সহজ? এই শ্রেণীর ব্যথা-বেদনায় মানুষ ধৈর্যচ্যুত না হইয়া পারে না। বিশেষতঃ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী উপকারীজন পিতৃব্য আবু তালেবের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই

এই মহাশোকের আঘাত লাগিল নবীজীর অন্তরে। আঘাতের উপর আঘাত, শোকের উপর শোক; স্বয়ং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক এই বৎসরকে "আমুল হোয্ন"– শোকের বৎসর আখ্যা প্রদানই তাঁহার অন্তরের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ

নবুয়তের দশম বৎসর রমযান মাসে বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ইন্তেকাল হইল। হযরত (সঃ) শোকে জর্জরিত, তদুপরি তাঁহার ঘর-সংসার দেখিবার ও শৃঙ্খলা করিবার মত কেহ নাই, তাই হযরত (সঃ) পরবর্তী মাস শাওয়াল মাসেই পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং পর পর দুইটি বিবাহ হইল। একটি উম্মুল মোমেনীন সওদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সঙ্গে। তিনি বিধবা ছিলেন তাঁহার স্বামীর নাম ছিল "সাকরান বিন আমর"। তিনি এবং তাঁহার স্বামী অনেক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। তথায় থাকাকালীন বা মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং তিনি বিধবা হইয়া থাকেন। পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে তিনি প্রথম দ্বিধা করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে দ্বিধাবোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন; আমার মহব্বত আপনার প্রতি সর্বাধিক, কিন্তু আমার পাঁচ-ছয়টি সন্তান রহিয়াছে; তাহারা সকাল-বিকাল আপনাকে বিরক্ত করিবে। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমাকে এই কারণে বাধা দেয়। নবী (সঃ) বলিলেন, দ্বিধার আর কোন কারণ নাই ত? তিনি বলিলেন, খোদার কসম– আর কোন কারণ না (বেদায়া–১৩৩)

বিবি সওদার পিতা তখন জীবিত এবং অমুসলিম ছিলেন, কিন্তু তিনি হযরতের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হইয়া সওদা (রাঃ)-কে নবীর হাতে তুলিয়া দিলেন।

অপর বিবাহ হইয়াছিল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সঙ্গে। কিন্তু এই বিবাহ শুধু আনুষ্ঠানিক এবং কেবলমাত্র ইজাব-কবুলের বিবাহ ছিল; অন্য কোন রসূমতই হইয়াছিল না। বিবাহের সময় হযরতের বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসর আর আয়েশার বয়স মাত্র ছয় বৎসর।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় একনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে হিসাবে আদর সোহাগের নিদর্শন স্বরূপ এই বিবাহের আক্বদ্ বা ইজাব কবুল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই বিবাহ সম্পর্কে মালায়ে আ'লা তথা আল্লাহর দরবার হইতেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসিয়াছিল, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে

১৬৯২। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৭৬০) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيْتُكَ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ فَاكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَّكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ـ

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, স্বপ্নে আমায় দুই বার তোমাকে দেখান হইয়াছে– এক লোক রেশমী কাপড়ে তোমাকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে, অতপর তিনি আমাকে বলিলেন, এইটি আপনার স্ত্রী। সেমতে আমি রেশমী কাপড়ের আবরণ উন্মোচন করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম তুমি-ই।

নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি ভাবিলাম, ইহা যখন আল্লাহর তরফ হইতে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বাস্তবায়িত করিবেন।

১৬৯৩। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৫) ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (আয়েশা (রাঃ) হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিয়া আসিবার পূর্বে তৃতীয় বৎসর বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু

তাআলা আনহার মৃত্যু হইয়াছিল। অতপর হযরত (সঃ) দুই বৎসর বা দুই বৎসরের নিকটবর্তী (অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক, কিন্তু তিন অপেক্ষা অনেক কম– দুই বৎসর চারি মাস) মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন। (এই সময়েই) আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহের ইজাব-কবুল গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল। অতপর তাঁহাকে ব্যবহারে আনিয়াছিলেন (মদীনায় পৌঁছিয়া; তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর ছিল)।

১৬৯৪। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যদি কোথাও অবতরণ করেন এবং তথায় একটি বৃক্ষ দেখেন যাহা কাহারও পশু খাইয়াছে; আর একটি বৃক্ষ দেখেন যাহা কাহারও পশু খায় নাই, এমতাবস্থায় আপনি আপনার পশুকে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের কোন্‌টি খাইতে দিবেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, যেই বৃক্ষটি খাওয়া হয় নাই।

আয়েশা (রাঃ) এই দৃষ্টান্তে বুঝাইতে চাহিতেছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রাঃ)-ই কুমারী ছিলেন। (পৃষ্ঠা– ৭৬০)

ব্যাখ্যা ঃ হযরতের সহিত বিবি আয়েশার ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিমাসুলভ খোশ আলাপের একটি অধ্যায় ছিল এই প্রশ্নোত্তর। নবীজী (সঃ)-এর হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য সকলেই সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। বিবি আয়েশার উল্লিখিত খোশ আলাপটা সেই উদ্দেশেই ছিল।

১৬৯৫। হাদীছ ঃ ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট বিবি আয়েশার বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনি ত আমাকে ভ্রাতা বলিয়া থাকেন (সেই হিসাবে আয়েশা আপনার ভাতিজী)। নবী (সঃ) বলিলেন, আপনি আমার ধর্মীয় ভ্রাতা এবং কোরআনের উক্তিরূপে ভ্রাতা, সুতরাং আয়েশাকে বিবাহ করার বৈধতায় আমার জন্য কোন বাধা নাই। (পৃষ্ঠা– ৭০৬)

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআনে আছে انما المؤمنون اخوة "সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই"। এই আয়াতের প্রতিই নবী (সঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ঊর্ধ্বজগত হইতে ইঙ্গিত পাওয়ার পর নবীজী (সঃ) এই বিাহের প্রস্তাবদানে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীর স্বপ্ন অকাট্য ওহী, সেমতে এই বিবাহ প্রস্তাব ওহী দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছিল। তাই পঞ্চাশ বৎসরের বর, ছয় বৎসরের কন্যা– বয়সের এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও এই প্রস্তাব প্রদান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নবীজীর প্রাণও হয়ত এই প্রস্তাবে স্বাগত জানাইয়াছিল। কারণ, নবীজীর সেবা ও শ্রদ্ধায় আবু বকরের (রাঃ) যে অপরিসীম দান ছিল তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (সঃ) এই ভাষায় দিয়া থাকিতেন–

اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبَا بَكْرٍ لَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهٗ ـ

"বিশ্বজোড়া মানুষের মধ্যে স্বীয় জান মাল দ্বারা আমার সর্বাধিক উপকার করিয়াছেন আবু বকর। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো আমার জন্য সম্ভব হইলে আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম। তবে ইসলাম ভ্রাতৃত্ব এবং ভালবাসা তাহার জন্য (আমার অন্তরে সর্বাধিক) রহিয়াছে।" এই আন্তরিক স্বীকৃতি কার্যত প্রকাশ করার সুযোগ পাইয়া নবীজী হয়ত পুলকিত ও আনন্দিত ছিলেন। আবু বকরের (রাঃ) আনন্দের ত কোন সীমাই ছিল না। যাঁহার চরণে আবু বকরের সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত তাঁহারই চরণে তাঁহারই সেবায় স্বীয় স্নেহের দুলালীকে অর্পণ করিবেন– এই গৌরব এবং আনন্দ কি আবু বকরের অন্তর ধারণ করিতে পারে!

১৬৯৬। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৫৫১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তখন আমার বয়স ছয় বৎসর (পূর্ণ হইয়া সপ্তম বৎসর আরম্ভ) হইয়াছিল।

(আবু বকর (রাঃ) একাই হযরতের সঙ্গে হিজরত করিয়া মদীনায় পৌছিয়াছিলেন, মদীনায় আসিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করার পর তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পরিবারবর্গকে নিয়া আসিবার জন্য মক্কায় লোক পাঠাইয়াছিলেন।) অতপর আমরা মদীনায় পৌছিলাম এবং বনু হারেসের মহল্লায় অবস্থান করিলাম। আমি ভয়ানক জ্বরে পতিত হইলাম, এমনকি আমার মাথার চুল ঝরিয়া গেল। অতপর জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিবার চেষ্টা-তদবীর করিয়া চুলগুলো একটু বড় করা হইল, তাহা কাঁধ পর্যন্ত পৌছিল।

একদা আমি আমার কতিপয় বান্ধবীর সহিত দোলনায় বসিয়া ঝুলিয়া খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মাতা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন; আমি কিছুই বুঝিতেছিলাম না, কি উদ্দেশে আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন, তখনও আমার শ্বাস ফুলিতেছিল। আমার শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আমার মাথা ও মুখমণ্ডল পানি দ্বারা মুছিয়া দিলেন এবং ঘরের ভিতর নিয়া আসিলেন; তথায় মদীনাবাসিনী কতিপয় মহিলা বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি শুভ এবং মঙ্গল কল্যাণের আশীর্বাদ বাণীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। আমার মাতা আমাকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা আমার বেশ-ভূষা পরিপাটি করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভিতর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তশরীফ আনিলেন, তখন বেলা উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিল। অতপর এই মহিলাগণ আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে সমর্পণ করিয়া দিলেন। আমার বয়স তখন নয় বৎসর।

তায়েফের সফর

খাজা আবু তালেব এবং বিবি খাদীজা (রাঃ) আর দুনিয়ায় নাই; নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাহ্যিক আশ্রয়স্থলও আর নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ) ছিলেন নবীজীর গৃহাঙ্গনের, আর খাজা আবু তালেব ছিলের বাহিরের আশ্রয়; এখন নবীজীর উভয় দিক উজাড় হইয়া গিয়াছে। নবীজীর শান্তির নীড়ই শুধু ভাঙ্গে নাই, তাহার বৃক্ষেরও পতন হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই নবীজীর ভৌতিক দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়ার কথা। তদুপরি মক্কার দূর্বত্ত শত্রুরা নবীজীর উপর জুলুম অত্যাচারের স্বরাজ পাইয়াছে, তাহাদের জন্য অত্যাচারের পথ একেবারে নিষ্কন্টক হইয়া গিয়াছে। এত দিন আবু তালেবের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিত না; এখন সেই বাধা দূর হইয়াছে। তাহাদের ধারণায় নবীজী (সঃ) এখন নিরাশ্রয়! তাঁহাকে লইয়া যাহা খুশী করা যায়– নবীজীর প্রতি অত্যাচার নির্যাতন চালাইতে কোরায়শরা দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। মনের ক্ষোভ মিটাইয়া তাহারা নবীজী (সঃ)-কে উৎপীড় করিতে আরম্ভ করিল।

নবীজীর গৃহভ্যন্তরে আহার্য রান্নার পাত্রে দুর্বত্তরা ময়লা গলিজ পচা গান্ধা আবর্জনা ফেলিয়া যাইত (বেদায়া ৩–১৩৪)। নবীজীর গৃহে মরা পচা ফেলিয়া যাইত; নবীজী তাহা লাঠির মাথায় উঠাইয়া অপসারিত করিতেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলিতেন, হে আবদে মনাফের বংশধর (কোরায়শ)। এই কি প্রতিবেশীর ধর্ম?

নবীজী আল্লাহর ঘরের নিকটে নামায পড়িতেন; সেজদাবস্থায় দুরাচাররা কখনও উটের, কখনও বা সদ্যপ্রসূতা ছাগীর ফুল ইত্যাদি আবর্জনা তাঁহার উপর ফেলিয়া দিত; নবীজীর অসহায় শোকাতুর মেয়েদের কেহ সংবাদ পাইয়া তাহা অপসারণ করিতেন। একদা নবীজী (সঃ) পথ বহিয়া চলিয়াছেন; এক নরাধম ছুটিয়া আসিয়া কতগুলি ধুলাবালি ও আবর্জনা নবীজীর মাথার উপর ফেলিয়া গেল। নবীজী সেই অবস্থায় গৃহে আসিলেন; এখন তাঁহার গৃহে কে আছে যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, তাঁহার সেবা করিবে! নবীজীর এক কন্যা আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মাথা পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। শোকাবিষ্টা মা হারা কন্যার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া নবীজী তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, মা! কাঁদিও না; আল্লাহ তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন। নরাধমেরা এই শ্রেণীর অসভ্যপনা চালাইয়া যাইতে লাগিল; পথে-ঘাটে নীচ ভাষায় গালাগালি ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ত কথাই ছিল না। এতদ্ভিন্ন দৈহিক নির্যাতন চালাইতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। নবীজী (সঃ) কা'বা শরীফের নিকটে নামায পড়িতেছিলেন, এক দুরাচার পাপাত্মা আসিয়া তাঁহার গলায় চাদর দিয়া ফাঁস লাগাইয়া দিল, এমনকি নবীজীর শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। আবু বকর (রাঃ) ছুটিয়া আসিলেন এবং নিজের উপর বিপদের ঝুঁকি লাইয়া দুর্বৃত্তকে সজোরে ধাক্কা দিলেন! সে দূরে সরিয়া পড়িল– এইরূপে নবীজী

রেহাই পাইলেন। এই শ্রেণীর আর একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৬৯৭। হাদীছ ঃ- (পৃষ্ঠা-৭৪০) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَاَنَّ عَلٰى عُنُقِهٖ فَبَلَغَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهٗ لَاَخَذَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ ـ

অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (পাষণ্ড খবিস) আবু জাহল তাহার সংকল্প প্রকাশ করিল, আমি যদি মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কা'বা ঘরের নিকট নামায পড়িতে দেখি তবে কসম করিয়া বলি, আমি তাহার ঘাড় পাড়াইয়া পিষ্ট করিয়া দিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার এই সংকল্পের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, সেইরূপ করিলে (আল্লাহ তাআলার) ফেরেশতা তাহাকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআনে "এক্‌রা" সূরায় এই বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে-

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ـ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى ـ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ـ .... كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ـ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ـ

অর্থ ঃ দেখ ত! ঐ পাপিষ্ঠের দৌরাত্ম্য, আমার বিশিষ্ট বান্দা যখন নামায পড়েন তখন সে বাধার সৃষ্টি করিতে চায়। দেখ ত, তাহার পাপাচরণ! আমার ঐ বান্দা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমার ভয়-ভক্তি শিক্ষাদানকারী, আর এই পাপিষ্ঠ সত্যকে স্বীকার করে না, আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে। তাহার এই দৌরাত্ম্য কিছুতেই চলিতে দেওয়া হইবে না। যদি সে বিরত না থাকে তবে পাপ ও মিথ্যা তথা অহঙ্কারের প্রতীক তাহার মাথার লম্বা চুলগুলি ধরিয়া তাঁহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিব। সে যেন তাহার দলবলকে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া আনে; আমি নরকের পেয়াদা ফেরেশতাকে ডাকিব। (ঐ ফেরেশতা তাহাকে হেঁচড়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবে।)

নাসায়ী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে- ঐ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ আবু জাহল একদা তাহার ঐ নারকীয় সংকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ভীত-সন্ত্রস্তরূপে ত্রাসের সহিত পিছনে হটিয়া আসিল। লোকেরা তাহাকে এইরূপ ভীতি ও ত্রাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি পা বাড়াইলেই লেলিহান অগ্নির খন্দক ও ভয়াল আকৃতি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

মক্কার দুরাচার নারকীয় আত্মার পাষণ্ডদের পক্ষ হইতে এইভাবে দিনের পর দিন লাঞ্ছনা নিগ্রহ চলিতে লাগিল। অথচ দুনিয়ায় আজ নবীজীর এমন কোন দরদী নাই যে, এই দুর্দিনে তাঁহার সান্ত্বনা যোগাইবে। বাহিরের জন্য তাঁহার কেহ মুরব্বী আশ্রয়ের সম্বল নাই, গৃহে তাঁহার স্ত্রী নাই। নবীজীর জন্য আছে শুধু চতুর্দিকে অন্ধকার। আবু তালেবের ন্যায় পিতৃব্যের বিয়োগ, পুণ্যবতী খাদীজার ন্যায় স্বর্গীয় সুসমাময়ী স্ত্রী সহধর্মিণীর বিচ্ছেদ, আর মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদমাখা ম্লান মুখ। আর আছে এই চরম হতাশাময় অবস্থা নরাধম পাপিষ্ঠদের অকথ্য অত্যাচার।

একদিকে এতগুলি বিপদের একত্র সমাবেশ, অপর দিকে নবুয়তের দায়িত্ব- ইসলাম প্রচার কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় আদেশ। এই চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াও নবীজী মোস্তফার (সঃ) হৃদয় স্বীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালনে এক বিন্দু দমিত বা বিচলিত হইল না, তাঁহার লক্ষ্য বিচ্যুত হইল না, তাঁহার জ্ঞানে ধ্যানে মনে প্রাণে একই বিষয়- আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা। কিন্তু তাঁহার ইহা বুঝিতেও বাকী থাকিল না যে, মক্কায় ইসলাম প্রচার বর্তমানে অসম্ভব ও নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই নবীজী মোস্তফা (সঃ) কর্তব্যে দৃঢ় ও কর্মের পিয়াসী হইয়া ধীরস্থির চিত্তে বিকল্প পন্থার চিন্তা করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তায়েফ গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

মক্কা হইতে প্রায় ৭০/৮০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ নগরী; ইহা এতই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যমলা যে, বেহেশত হইতে বিচ্যুত ভূখণ্ড বলিয়া কথিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কাবাসীদের সহিত তায়েফবাসীদের পরিচয়ও ছিল, পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদানও প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ কা'বা শরীফ তায়েফবাসীদেরও তীর্থস্থান ছিল; হজ্জ উপলক্ষে তায়েফবাসীদেরও মক্কায় আগমন হইত। কোরায়শ প্রধান অনেকেরই তায়েফে বাগ-বাগিচা ছিল। মক্কার পর এই তায়েফকেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ কর্মস্থল ও ইসলামের প্রচার কেন্দ্র বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন।

সেমতে পূর্বালোচিত উম্মুল মোমেনীন সওদা (রাঃ)-কে যিনি বেশী বয়সেরও ছিলেন এবং সংসার পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্নাও ছিলেন, পাঁচ ছয়টি সন্তানের মা হইয়াছিলেন– তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নবীজি (সঃ) নিজের ঘরের শৃঙ্খলা আনায়নের ব্যবস্থা করিলেন। ঘরে তাঁহার অবিবাহিত চারিটি কন্যা ছিল– এই মাতৃহারা কন্যাদের জন্য গৃহ সামলাইবার ব্যবস্থা করিয়া নবীজি মোস্তফা (সঃ) তায়েফ গমনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তায়েফের পথে যাত্রা করিলেন; তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইলেন তাঁহার প্রিয় ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ)। দুর্গম গিরি-কান্তার পার হইয়া নবীজী (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-সহ তায়েফ নগরীতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা তায়েফ পর্যন্ত ৭০/৮০ মাইলের দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিলেন (যোরকানী, ১–৩০৫)

তায়েফ অঞ্চলে যেসকল গোত্র বাস করিত "বনী সাকীফ" গোত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল। সেই সাকীফ গোত্রে আবদে ইয়ালীল, মসউদ, হাবীব এই ভ্রাতৃত্রয় বংশ প্রধান এবং তথাকার সর্দার সমাজপতি ছিল। তাহাদের একজনের নিকট কোরায়শ বংশীয় একটি কন্যাও বিবাহিতা ছিল। নবী (সঃ) সর্বপ্রথমে তাহাদের নিকট গমন করিলেন। এই প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নবীজী (সঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর পানে আহ্বান করিলেন এবং সত্যের প্রচারে কোরায়শদের অন্যায়ভাবে বাধা দানের ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তায়েফবাসীরাও কোরায়শদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল এবং তাহারা শস্য-শ্যামল দেশে অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল– সেই অহঙ্কার এবং গর্বও ছিল তাহাদের ভিতরে বদ্ধমূল। সাকীফ দলপতিগণ নবীজীর আহ্বান অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করিল। তাহাদের এক জন ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আল্লাহ বুঝি খুঁজিয়া আর লোক পাইল না, তোমাকেই পয়গাম্বর করিল।"

নবীজী মোস্তফা (সঃ) উপস্থিত তাহাদের আশা ত্যাগ করিলেন। অবশেষে নবীজী (সঃ) তাহাদের অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন নবীজী সম্পর্কে তাহাদের এই মনোভাব গোপন রাখে। তিনি ভাবিলেন, তাহারা যদি এই বিষাক্ত মনোভাব প্রচার করিয়া বেড়ায় তবে জনসাধারণের মধ্যে সত্যের প্রচার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। ফলে তায়েফের অবস্থাও মক্কার ন্যায় হইয়া উঠিবে, নবীজী (সঃ)-ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ শত্রুতা ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়িবে। সাকীফ প্রধানগণ নবীজির এই অনুরোধও রক্ষা করিল না। তাহারা তায়েফের দুষ্ট দুরাত্মা দুরাচার লোকদেরকে লেলাইয়া দিল, দেশবাসীকে নবীজীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। এমনকি তাহাদের চাকর ও দাসগুলিকে পর্যন্ত নবীজীর পিছনে লাগাইয়া দিল। এখন নবীজী (সঃ) কোথাও বাহির হইলেই ঐ সব লোকেরা হৈ হৈ করিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতে থাকে। পথ চলিতে লাগিলে পিছনে পিছনে বিদ্রূপ গালাগালি বর্ষণ করিয়া চলে। শুধু তাহাই নহে, পাষণ্ডেরা তাঁহার প্রতি ইট-পাথর মারিতে মারিতে তাঁহার দেহ মোবারক রক্তাক্ত করিয়া ফেলে। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোমল চরণদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইত, এমনকি পায়ের রক্ত শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া জুতা পায়ে আটকিয়া যায়।

অসহনীয় প্রস্তরাঘাতে সময় সময় নবীজী (সঃ) অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেন। তখন পাষণ্ডরা তাঁহাকে দুই বাহু ধরিয়া তুলিয়া দিত এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ শুরু করিত। এই সময়

নরাধমদের বিকট হাস্য এবং হৈ হৈ ধ্বনির রোল পড়িয়া যাইত।

তায়েফ প্রবাসে নবীজীর উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তিনি যে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার অনুমান করার জন্য তৃতীয় খণ্ডের ১৫১৪ নং হাদীছখানা লক্ষ্য করা যথেষ্ট। তাহাতে স্বয়ং হযরতের মুখের বিবৃতি বর্ণিত রহিয়াছে– আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহুদ রণাঙ্গনের অবস্থা অপেক্ষা কঠিনতর অবস্থা আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হইয়াছিল কি? উত্তরে হযরত (সঃ) তায়েফবাসীদের নির্যাতনে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখপূর্বক তাহাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী তুলিয়া ধরিলেন।

ওহুদের জেহাদে নবীজির দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল, মাথা ফাটিয়াছিল, তদুপরি সারা দেহ মোবারকে শতের অধিক আঘাত লাগিয়াছিল। প্রিয় পিতৃব্য হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ এবং আবু সুফিয়ান স্ত্রী হেন্দা কর্তৃক তাঁহার বক্ষ ফাড়িয়া কলিজা চিবানোর দৃশ্যসহ সত্তর জন ছাহাবীর শাহাদাতের মানসিক আঘাতও কম ছিল না। নিকটবর্তী সময়ের সেই ওহুদের দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসর পূর্বের তায়েফের ঘটনার দুঃখ কষ্টকে অধিক বলা কতই না তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষতঃ এত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তায়েফের দুঃখ-কষ্টের বিষয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তরে দাগ কাটিয়া থাকা কি সহজ কথা!

নবীজীর সঙ্গী ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ) নিজের জান প্রাণ দিয়া নবীজী (সঃ)-কে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি একা এই পরিস্থিতিতে কি করিতে পারেন! তিনিও মাথায় ভীষণভাবে আঘাত পাইয়াছিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আল্লাহর পেয়ারা রসূল নবীজী মোস্তফা (সঃ) ক্রমশঃ অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাষণ্ডদের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। এমতাবস্থায় তিনি পথিপার্শ্বে একটি বাগানের নিকট পৌঁছিলেন। বাগানটি ছিল মক্কার দুই ভ্রাতা রবিয়া পুত্র ওতবা ও শায়বার। মালিকদ্বয় বাগানে উপস্থিত ছিল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ বাগানে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তাঁহার দেহ এবং পা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; এই সময় দূর্বত্তরা চলিয়া গিয়াছে; নবীজীর স্বস্তি চেতনাও কিঞ্চিত ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেহের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন যে, অবস্থার অনুভূতি করার মত জ্ঞান বোধ তাঁহার ফিরিয়াছে। এই সময় তিনি শান্তি লাভের জন্য শান্তির মূল কেন্দ্র রহমানুর রাহীম রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিকর্তা প্রভু পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। হাদীছে আছে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ছিল নিম্নরূপ–

عَنْ حُزَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْر صَلّٰى

অর্থ ঃ "ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিল– কোন বিষয়ে যখন তিনি বিব্রত হইতেন, চিন্তা ও অশান্তি অনুভব করিতেন, তখন তিনি নামাযের আশ্রয় নিতেন। (মেশকাত শরীফ– ১১৭)

সেমতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই চরম দুঃখ-বেদনা, দুরবস্থা ও দুর্দশার সময়ে শরণাপন্ন হইলেন পরম আপন আল্লাহ তাআলার এবং দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে তিনি ঐ মহানের দরবারে মোনাজাতের হাত তুলিলেন, যাঁহার পথে তিনি এই দুর্দশা ও দুর্ভোগের শিকার হইয়াছেন। (যোরকানী, ১–৩০৫)।

নবীজী (সঃ) সেই মহানকেই একমাত্র আপনজনরূপে সম্বোধন করিয়া দোয়া প্রর্থনা করিলেন। দুরবস্থার চরম দৃশ্যের সম্মুখে নবীজীর ঐ প্রার্থনার প্রতিটি পদ ও বাক্যই ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহতে আত্ম নির্ভরশীলতায় পূর্ণতম এবং পূণ্যতম আদর্শ।

নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশাল অন্তরে যে অসীম প্রেরণার ভীষণ উচ্ছ্বাস ছিল, আল্লাহতে প্রগাঢ় বিশ্বাসের যে অটুট বন্ধন ছিল, আল্লাহ অনুরক্তির যে অসাধারণ ভাবাবেগ ছিল– এই প্রার্থনা বা দোয়াটি তাহার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

দোয়াটির আবেগপূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গিমায় শত্রুও বলিতে বাধ্য হয়– বিশ্বের প্রতি নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামে আহ্বান যে স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক সেই বিশ্বাসের উপর তীব্র আলোকপাত করে তাঁহার এই প্রার্থনা বা দোয়া।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রচনার নামে নিকৃষ্টতম শত্রুতার অবতারণাকারীও আলোচ্য দোয়াটির ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া স্বীকার করিয়াছে।

It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling (life of mohamet, by mwir)। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهُوَ انِىْ عَلَى النَّاسِ ـ اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ ـ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَهَجَّمُنِىْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلاَ اُبَالِىْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ ـ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ اَلَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ يَّنْزِلَ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَحِلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ

অর্থ ঃ "আয় আল্লাহ! তোমারই নিকট ব্যক্ত করিতেছি আমার দুর্বলতা ও এই লোকদের দৃষ্টিতে আমার হেয়তা। হে আল্লাহ হে পরম দয়াময়! তুমি সকল দুর্বলদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, তুমিই আমারও পালনকর্তা রক্ষাকর্তা। তুমি আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিতেছ? অপরের হস্তে– যে আমার প্রতি আক্রমণে উদ্যত হইয়া আসে বা শত্রুর হস্তে– যাহার ক্ষমতায় দিয়াছ আমার সব কিছু? প্রভু হে! (আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ,) আমার প্রতি তোমার অসন্তোষ না থাকিলে আমি এই সব বিপদ-আপদের কোন পারওয়া করি না; তবে তোমার নিরাপত্তা ও শান্তির দান আমার জন্যও প্রশস্ত। (আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন?) প্রভু হে! তোমার যেই পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়, যাহার কল্যাণে ইহ-পরকালের সর্ববিষয়ে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়– সেই পুণ্য জ্যোতির স্মরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অসন্তোষ যেন আমাকে ছুঁইতেও না পারে, তোমার কোপ বা অনল দৃষ্টি যেন আমার উপর পতিত না হয়। তোমার সন্তোষই আমার একমাত্র কাম্য! আমি যেন সর্বদা তোমার সন্তোষ লাভ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাক ইহাই আমার আরাধনা। আমার বল-ভরসা একমাত্র তুমিই, তুমি ভিন্ন আমার কোন সম্বল নাই; আমার শক্তি-সামর্থ্য সব কিছু তোমার উপর নির্ভর করে। (বেদায়া ৩–১৩৬)

বাগানের মালিক ওতবা ও শায়বা কাফের, ইসলাম ও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরম শত্রু ছিল, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাহারা কাফের থাকিয়া বদর রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাগানে উপস্থিত নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রক্ত-ঝরা দেহের এমনই মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল যে, তাহা দেখিলে পরম শত্রু চরম নিষ্ঠুর না হইলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের করুণ অবস্থাদৃষ্টে ওতবা ও শায়বার ন্যায় পরম শত্রুর অন্তরেও দয়ার সৃষ্টি হইল। তাহাদের বাগানের মালী ছিল এক খৃষ্টান "আদ্দাস রুমী"; তাহারা মালীকে বলিল, গাছের এক ছড়া আঙ্গুর পাত্রে করিয়া ঐ লোকটিকে দিয়া আস; তাঁহাকে তাহা খাইতে বলিবা। আদ্দাস হযরতের সম্মুখে আঙ্গুরের ছড়া রাখিয়া দিল। হযরত (সঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করা আরম্ভ করিলেন।

আদ্দাস উক্ত বাক্য শ্রবণে হযরতের নূরানী চেহারার প্রতি তাকাইল এবং বলিল, এইরূপ বাক্য ত এই দেশের লোকের মুখে কখনও শুনা যায় না। হযরত (সঃ) তাহার ধর্ম ও দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমি ঈসায়ী ধর্মের, আমার দেশ হইল (ইরাকস্থিত "মাসুল" এলাকায়) "নীনওয়া" অঞ্চলে। হযরত (সঃ) বলিলেন, তাহা ত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর দেশ। হযরতের এই উক্তিতে আদ্দাস আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহা জানেন কিরূপে? হযরত (সঃ) বলিলেন, তিনি আমার সমশ্রেণীর ভ্রাতা– তিনি আমার মতই এক জন নবী ছিলেন। এত শ্রবণে আদ্দাস হযরতের হাত, পা, মাথা চুম্বন করত ইসলাম গ্রহণ করিলেন।*

এইরূপ অসহনীয় কষ্ট যাতনার ভিতর দিয়া হযরত (সঃ) শুধু তায়েফ নগরীতে দশ দিন এবং আশে-পাশে আরও কয়েক দিন ইসলাম প্রচারের কাজ চালাইলেন। এই সফরে তাঁহার সর্বমোট এক মাস ব্যয় হয়, কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়া তায়েফে সফর করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য হাসিল হইল না– তায়েফবাসী বনু সাকীফ গোত্র ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল না।

তায়েফবাসীরা হযরতের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে; অত্যাচারী জালেমদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ ও বদ দোয়া এবং ধ্বংস কামনা করিবার তাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময় ছিল। কিন্তু হযরত (সঃ) তাহাদের প্রতি বদ দোয়া করেন নাই; কি বলিষ্ঠ ছিল বিশ্ব নবীর বিশ্ব প্রেম! কি প্রাণঢালা মমতা ছিল মানুষের প্রতি! কত প্রশস্ত ছিল তাঁহার হৃদয়! এমনকি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ফেরেশতাগণ আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে অনুমতি দিলেই তাঁহারা সমস্ত তায়েফবাসীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবেন, কিন্তু দয়ার সাগর, ধৈর্যের পাহাড় রাহমাতুল্লিল আ'লামীন (সঃ) সেইরূপ অনুমতি মোটেই দেন নাই। বরং তাঁহাকে চিনে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষমার্হ গণ্য করার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে হেদায়েত দান করার জন্য দোয়া করিয়াছেন। তাঁহার আশা এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও বর্তমান তায়েফবাসী আমার প্রতি ঈমান আনিল না, আমাকে আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের ঔরষের সন্তান-সন্ততি হয়ত ঈমান আনিবে। এইসব বিষয় আল্লাহর দরবারে উল্লেখ করিয়া হযরত (সঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর গজব হইতে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে ১৫৯৪ নং হাদীছে স্বয়ং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বক্তব্যে এইসব তথ্য বর্ণিত আছে।

সাধনার ফলে ধারণা বহির্ভূত আল্লাহর রহমত আসে

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তায়েফ এলাকায় আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য কি সাধনাই না করিলেন! তায়েফবাসীকে আল্লাহর দ্বীন বুঝাইবার চেষ্টায় কত অত্যাচার নির্যাতনই না ভোগ করিলেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তায়েফে তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতা হইতে নিরাশ হইলেন এবং সফর সমাপ্তে ব্যর্থতার ব্যাখ্যা ও নিরাশার বিষণ্ণতা লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তনে তায়েফ হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই সাধনা, এই নির্যাতন ভোগ কি একেবারে বিফল যাইবে? আল্লাহ তাআলা বলিলেন– إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিষ্ঠাবান লোকদের প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না।"

---

* ১৯৬১ সনে পবিত্র হজ্জের সুযোগে আল্লাহ তাআলা এই নরাধমকে তায়েফ উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছিলেন। এখনও তথাকার বড় একটি রাস্তা "শারেয়ে আদ্দাস আদ্দাস রোড" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া উক্ত বাগান স্থানেও পৌঁছার তওফীক হইয়াছিল। এখনও তথায় আঙ্গুর শফরি, আঞ্জির ইত্যাদি বিভিন্ন ফলফলাদীর সমাবেশে একটি উর্বর বাগান রহিয়াছে। বাগানের এক স্থানে ছোট একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহা "মসজিদে আদ্দাস" নামে আখ্যায়িত। মনে হয় ঐ স্থানটিতেই হযরত (সঃ) বসিয়া ছিলেন এবং আদ্দাস আঙ্গুরের ছড়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। এই নরাধমকে আল্লাহ তাআলা ঐ মোবারক মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দান করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ অনুরাগী হইবে আল্লাহ তাহার উদ্ধার লাভের পথ করিয়া দিবেন এবং তাহার রিযিক (সাফল্য) যোগাইবেন এমন জায়গা হইতে যেখানে হইতে রিযিক লাভের ধারণাও তাহার ছিল না।"

তায়েফের সাধনার ফল চেষ্টার সাফল্য নবীজী (সঃ) তায়েফে লাভ করিতে পারিলেন না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র হইতে নবীজির ধারণা বহির্ভূত এক সাফল্য দান করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারের আশাতীত ব্যবস্থা করিলেন।

নবীজী (সঃ) তায়েফ হইতে যাত্রা করিয়াছেন; তায়েফের লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করাইতে পারিলেন না– মনে তাঁহার কত ব্যথা কত নিরাশা! ইহারই মাঝে আনন্দ লাভের এক বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন আল্লাহ তাআলা। নবীজী মোস্তফা (সঃ) শুধু মানুষের নবী নহেন, তিনি জিনদেরও নবী। জিনদেরকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করানোও তাঁহার দায়িত্ব।

তায়েফ হইতে ফেরার পথে মক্কা হইতে মাত্র এক দিনের পথ ব্যবধানে "নাখ্‌লা" নামক জায়গা; নবীজি (সঃ) তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। গভীর রাত্রে নবীজি (সঃ) নামাযে দাঁড়াইয়াছেন; অন্ধকার রজনীতে প্রাণ ঢালা আবেগ মিশাইয়া মধুর সুরে তিনি মাবুদের কালাম পবিত্র কোরআন সশব্দে তেলাওয়াত করিয়া যাইতেছেন। জ্বিনদের সাত বা নয় সংখ্যক একটি দল ঐ পথে যাইতেছিল। তাহারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাত ঈমান গ্রহণ করিল এবং নবীজীর সঙ্গে তাহাদের আলাপও হইল। নবীজী (সঃ) তাহাদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৯ নং হাদীছে এই জ্বিন দলেরই উল্লেখ রহিয়াছে। জ্বিনদের এই অপ্রত্যাশিত ঈমান গ্রহণের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে–

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوا اَنْصِتُوْا ـ
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ (আপনার প্রতি আমার বিশেষ রহমতের একটি ঘটনা–) যখন ধাবমান করিলাম আপনার দিকে জ্বিনদের একটি দল; তাহারা কোরআন শুনিল এবং নিকটে আসিয়া পরস্পর বলিল, চুপ করিয়া শোন। যখন (আপনার পড়া) শেষ হইল তখন তাহারা (ঈমান গ্রহণপূর্বক) নিজেদের জাতির প্রতি চলিয়া গেল; তাহাদের পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করিতে লাগিল। তাহারা দেশে যাইয়া বলিল, হে আমাদের জাতি! আমরা এক মহান কিতাবের পড়া শুনিয়া আসিয়াছি যাহা মূসা নবীর (আঃ) পর অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারীই বটে। ঐ মহান কিতাব সত্যের প্রতি এবং (আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার) সঠিক পথের উজ্জ্বল দিশারী। হে আমার জাতি! সাড়া দাও আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে এবং তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণ কর; পরওয়ারদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব হইতে তোমাদের বাঁচাইয়া রাখিবেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না আল্লাহর আযাব সে কোন মতে ঠেকাইতে পারিবে না এবং আল্লাহ ভিন্ন তাহার কোন সাহায্যকারীও হইবে না।, ঐ শ্রেণীর লোক সুস্পষ্ট ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। (পারা–২৬, রুকু–৪)

আল্লাহ তাআলার কি রহমত! তায়েফ বাসীদের হেদায়েতের জন্য নবীজী (সঃ) কত কষ্ট না করিলেন। তাহারা হেদায়েত গ্রহণ করিল না। আল্লাহ তাআলা নবীজীর সাধনা ও ধৈর্যের সুফল সাফল্য অন্যত্র হইতে দান করিলেন। সুদূর "নসীবীন" নামক এলাকার বাসিন্দা জ্বিনদের এই দলটিকে এই পথে নিয়া আসিলেন। কোন প্রকার চেষ্টা কষ্ট ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মুসলমান দলভুক্ত পাওয়া গেল। তাহারা অনায়াসে ঈমান গ্রহণ

করিল এবং নিজেদের বিরাট সম্প্রদায়ে দ্বীন ইসলামের বড় কর্মী ও প্রচারকের দায়িত্ব পালন করিল। সাধনা ও ধৈর্যের ফল এইভাবেই লাভ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দীর্ঘ দিন পূর্বে নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে একদা নবীজী মোস্তফা (সঃ) দ্বীন ইসলামের প্রচার কার্যে আরবের প্রসিদ্ধ বাৎসরিক হাট "ওকায" মেলায় উপস্থিত হওয়ার জন্য এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ও নবীজী (সঃ) সঙ্গীগণসহ এই "নাখ্‌লা" এলাকায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন এবং জামাত করিয়া প্রভাতী নামায পড়িয়াছিলেন। তখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল একদল জ্বিন তথায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র কোরআন শ্রবণে মুসলমান হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও জ্বিন সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রচারের বিরাট কাজ সমাধা হইতেছিল। তাহাদের ঘটনা বর্ণনায়ও পবিত্র কোরআনের একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল– যাহা ২৯ পারায় "সূরা জ্বিন" নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৭ নং হাদীছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত আছে।

তায়েফ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ এক মাসের সফর শেষ করিয়া হযরত (সঃ) মক্কাপানে ফিরিলেন এবং মক্কা নগরীর হেরা পর্বত এলাকায় আসিয়া থামিলেন। মক্কা নগরীতে তখন হযরতের কোন বাহ্যিক সাহায্যকারী ছিল না, অথচ এখন ঐরূপ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কারণ, মক্কার শত্রুদের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হযরত (সঃ) তায়েফ গিয়াছিলেন। তথা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। এখন স্বাভাবিকরূপেই মক্কার শত্রুগণ আরও অধিক জুলুম অত্যাচারে মাতিয়া উঠিবে। এমতাবস্থায় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাহ্যিক আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা স্থাপনে নবীজী মোস্তফা (সঃ) অপেক্ষা অধিক দৃঢ় দুনিয়াতে কেহ হয় নাই, হইবেও না। মদীনায় হিজরত উপলক্ষে সওর পর্বত গুহায় লুকাইয়া থাকাবস্থায় প্রাণঘাতী শত্রুরা খুঁজিতে খুঁজিতে ঠিক ঐ গুহার কিনারার নিকট পৌঁছিল। গুহার ভিতর হইতে সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! শত্রুরা নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদের দেখিয়া ফেলিবে। এই ভয়াবহ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেও নবীজি মোস্তফা (সঃ) পূর্ণ অবিচল পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল ছিলেন। তিনি ধীরস্থির, শান্ত ও গম্ভীর স্বরে আবু বকরকে সান্ত্বনা দানে বলিলেন– لا تحزن ان الله معنا "চিন্তা করিও না; আল্লাহ তাআলা আমাদের সঙ্গে আছেন।" এই শ্রেণীর ঘটনা ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

কিন্তু নবীজি মোস্তফা (সঃ) ছিলেন আদর্শ মানব, অনুসরণীয় নমুনা। বিশ্ব মানবের জন্য করণীয় পন্থা নির্ধারক। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান হইল– মানুষ তাহার সাধ্য সামর্থ্যানুযায়ী উসিলা বা অবলম্বন গ্রহণ করিবে; কার্যকারণ জগতে তাহার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দান লাভ হইবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লাহর নিকট তাঁহার দান চাওয়া হইলে তাহা বেআদবী গণ্য হয়।

আলোচ্য ঘটনায় মক্কায় প্রবেশ করিতে আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপনে নবীজীর (সঃ) বিন্দুমাত্র সংশয় বা দূর্বলতা ছিল না! কিন্তু তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের জন্য আদর্শ ও ইসলামের নীতি নির্ধারক ককর্মপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হেরা পর্বত এলাকায় থামিয়া আরবের রীতি অনুযায়ী কোন একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সমাজগত আশ্রয় লাভ করার চেষ্টা করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের নিকট হযরত (সঃ) এই মর্মে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই পাশ কাটিয়া গেল। অবশেষে মক্কার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী– যিনি পূর্ব হইতেই হযরতের দরদী ছিলেন; হযরত (সঃ) এবং বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা খণ্ডন করার ব্যাপারে এই মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী একজন অন্যতম প্রচেষ্টাকারী ছিলেন। আজও সেই মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী হযরত (সঃ)-কে আশ্রয় দানের সৌজন্য বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিল। হযরত (সঃ) তাহার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহার বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিলেন।

সকাল বেলা আনুষ্ঠানিকরূপে আশ্রয় প্রদানের ঘোষণা জারির করার জন্য মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী তাহার সাত পুত্রসহ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হযরতকে লইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করার জন্য উপস্থিত হইল এবং তাহাদের প্রহরার মধ্যে হযরতকে তওয়াফ করার অনুরোধ করিল। হযরত (সঃ) তওয়াফ করিতে লাগিলেন। মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী স্বীয় বাহনের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিলেন–

يا معشر قريش انى قد اجرت محمدا فلا يهجه احد منكم -

অর্থ ঃ "হে কোরায়শগণ! তোমরা জানিয়া লও যে, আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি; খবরদার! তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাঁহাকে কোন প্রকার বিব্রত না করে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১-২১২)

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উপকারীজনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন। মোতয়ে'ম ইবনে আ'দীর এই উপকার হযরত (সঃ) সর্বদা স্মরণ রাখিয়াছেন, এমনকি বদরের যুদ্ধ-বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে সকলের সুপারিশই হযরত (সঃ) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আজ মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত তবে তাহার সুপারিশে আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম।"

১৬৯৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৭৩) عن جبير ابن مطعم رضى الله عنه انَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ اسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمَ بْنُ عَدِىٍ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى فَتَرَكْتُهُمْ لَهُ -

অর্থ ঃ মোতয়ে'ম ইবনে আ'দীর পুত্র ছাহাবী জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বদর জেহাদের যুদ্ধবন্দীগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন, যদি আজ মোতয়েম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত এবং সে এই (বন্দী) অপদার্থগুলি সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করিত, তবে আমি তাহার খাতিরে এইগুলিকে (মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই) ছাড়িয়া দিতাম।

বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ইসলাম প্রচারে নবীজীর (সঃ) তৎপরতা

"মন্ত্রে সাধন কিম্বা শরীর পাতন"

دست ازطلب ندارم تا كام من برايد

يا تن رسد بجاناں يا جاں زتن برايد

"উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।
হয় উদ্দেশ্যে সফল হইব, না হয় জীবন বিলাইয়া দিব।"

এই সব প্রবাদ মানুষ মুখে বলে; নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই প্রবাদকে কার্যে পরিণত করিয়াছেন। মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাইতে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করিতে বিরামহীন সংগ্রাম সাধনা করিয়া চলিয়াছেন তিনি। দীর্ঘ দশ বৎসর সর্বপ্রকার আপদ বিপদ ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়া ঐ সাধনা চালাইলেন স্বীয় জন্মভূমি মক্কায়। চরম অত্যাচার এবং চরম বাধাবিঘ্ন বিন্দুমাত্র দমাইতে পারিল না নবীজী (সঃ)-কে তাঁহার সংগ্রাম সাধনায়। কিন্তু আবু তালেব ও বিবি খাদীজার মৃত্যুর পর মক্কা এলাকায় আর ঐ কাজ চালাইবার কোন অবকাশই থাকিল না। তবুও নবীজী (সঃ) ক্ষান্ত হইলেন না নিজ দায়িত্ব কর্তব্য হইতে; ৭০/৮০ মাইল দুর্গম পথ পায়ে হাঁটিয়া কত কত গিরি-কান্তার পার হইয়া তিনি

তায়েফে পৌঁছিলেন। তথায় বিঘ্ন-বিপত্তির বিভীষিকা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, নিরাশার অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসিল, সফলতার কোন আলোই দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্দেশ্যের সংগ্রামে কোন সম্বল নাই, আশ্রয় নাই, কিন্তু আছে তাঁহার অদম্য সাহস-উদ্যম এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠ লক্ষ্য দায়িত্ব পালনের আকুল আগ্রহ ও সুদৃঢ় স্পৃহা। তাই তিনি শত দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য বলিয়া বেশ কিছু দিন চেষ্টা-সাধনার মধ্যে তায়েফে অতিবাহিত করিলেন। শেষ পর্যন্ত তায়েফ হইতেও নবীজী (সঃ)-কে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এখনও কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসে নাই; এখনও তিনি স্বীয় কর্তব্য পালনে ও দায়িত্ব বহনে পর্বত অপেক্ষা অধিক অনড় অটল।

মানুষকে তাহার কর্মস্পৃহাই বিভিন্ন পথের খোঁজ এবং বিভিন্ন কৌশলের সন্ধান বাহির করিয়া দেয়। নবজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা তাহাই ছিল। তিনি মক্কায় স্বীয় কৃতকার্যতার পথ রুদ্ধ দেখিয়া তায়েফে গেলেন; তায়েফ হইতে নিরাশরূপে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বীন ইসলামের প্রচার অভিযানে আর এক সুযোগ উপস্থিত দেখিলেন এবং অবিলম্বে তাহার সদ্ব্যবহারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ইসলাম প্রচারে পূর্ব হইতেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ইহাও ছিল যে, বিভিন্ন এলাকা ও দেশ হইতে আগন্তুকদের সমাবেশস্থল বড় বড় বাৎসরিক হাট বা মেলায় বিশেষত হজ্জের মৌসুমে মিনায় যখন দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন গোত্রীয় লোকদের বিপুল সমাবেশ হইত তখন এক এক গোত্রের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আকর্ষণীয় উদাত্ত আহ্বানে তাহাদের চমকিত করিয়া তুলিতেন।

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি দেখিয়াছি "জুল-মাজায" মেলায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদের সমাবেশে এই আহ্বান জানাইতেছিলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

হজ্জ উপলক্ষে মিনায়ও নবী (সঃ) বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাইয়া আহ্বান করিতেন–

يَا بَنِىْ فُلاَنٍ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ اٰمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَنْ تَخْلَعُوْا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ هٰذِهِ الْاَنْدَادِ وَاَنْ تُؤْمِنُوْا بِىْ وَتُصَدِّقُوْا بِىْ وَتَمْنَعُوْنِىْ حَتّٰى اُبَيِّنَ عَنِ اللّٰهِ مَا بَعَثَنِىْ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ "হে অমুক গোত্রীয় লোকগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রসূল। আমি তোমাদের এই কথাই বলি যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না। আর তোমরা ত্যাগ কর আল্লাহ ভিন্ন ঐ সব দেব-দেবী ঠাকুর-মূর্তি যেসবের পূজা তোমরা করিয়া থাক। আর তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন, আমাকে বিশ্বাস কর এবং আমি আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম প্রচার করিতে পারি সেই জন্য তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা কর।" (বেদায়া, ৩–১৩৮)

কোন কোন সময় হযরতের অনুরোধ এইরূপ হইত–

لاَ اُكْرِهُ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَلٰى شَىْءٍ بَلْ اُرِيْدُ اَنْ تَمْنَعُوْا مَنْ يُّؤْذِيْنِىْ حَتّٰى اُبَلِّغَ رِسَالاَتِ رَبِّىْ

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের কাহারও উপর কোন বিষয়ে জবরদস্তি করিব না, আমি তোমাদের নিকট শুধু এতটুকুই চাই যে, তোমরা কাহাকেও আমার উপর জুলুম-অত্যাচার করিতে দিও না; আমি যেন আমার প্রভু পরওয়ারদেগারের প্রেরিত বিষয়সমূহকে তাঁহার বান্দাদের সম্মুখে প্রচার করিয়া যাইতে পারি।"

কোন কোন সময় হযরত (সঃ) এইরূও বলিতেন–

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهٖ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّىْ -

অর্থ ঃ "আছে কেহ? যে আমাকে তাহার দেশে-খেশে লাইয়া যায়, আমি তাহার আশ্রয়ে পরওয়ারদেগারের বাণী পৌঁছাইতে পারি; আমার জাতি কোরায়েশরা আমাকে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের বাণী পৌঁছাইতে দেয় না।" (যোরকানী, ১-৩০৯)

এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বান সকলেই এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার বংশধরগণই ভালরূপে জানিয়া থাকে। অর্থাৎ আপনার বংশধর কোরায়শ আপনাকে গ্রহণ করে নাই; আমরা গ্রহণ করিব কেন?

তায়েফ হইতে ব্যর্থ, ক্লান্ত এবং উৎপীড়িত অত্যাচারিত হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর মুহূর্তেই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার উল্লিখিত প্রচেষ্টার একটি সোনালী সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত পাইলেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারেই নবীজী (সঃ) তাঁহার সাধনায় সিদ্ধির দ্বারে পৌঁছিলেন, তাঁহার তের বৎসরের ও সবরে মেওয়া ফলার মৌসুম আসিল। ইসলামের উন্নতি, অগ্রগতি ও গৌরব লাভের কেন্দ্র সোনার মদীনায় ইসলামের ও নবীজীর (সঃ) আশ্রয় লাভের সুবর্ণ সুযোগের সূচনা হইল।

ইসলাম মদীনাপানে

মক্কায় ইসলামের আশ্রয় লাভ হইবে সেই আশা মোটেই থাকিল না, তাই নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তায়েফে গেলেন। তায়েফের ভাগ্যেও এই মঙ্গল জুটিল না। নবীজী (সঃ) তায়েফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নবুয়তের দশম বৎসর শওয়াল মাসের শেষ দিকে নিবীজী (সঃ) তায়েফপানে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এই সফরে এক মাস সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। সুতরাং নবীজী (সঃ) যিলকদ মাসের শেষ দিকে তায়েফ হইতে মক্কায় পৌঁছিয়াছিলেন। পরবর্তী মাসই হইল হজ্জের মাস- জিলহজ্জ মাস; এই মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখে হজ্জ উপলক্ষে মিনায় বহু লোকের সমাগম হইবে। দূর দূর এলাকা হইতে হজ্জের জন্য আগত অসংখ্য লোক জমায়েত হইবে এই মিনায়। নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যহারে প্রস্তুত হইলেন পূর্ণ উদ্যমে। মক্কার পিশাচরাও বসিয়া নাই। তাহারাও নবীজির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য, তাঁহার কুৎসা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিল এবং লোকদের নিকট তাঁহাকে ভণ্ড, পাগল, জাদুকর, গণৎকার ইত্যাদি সাব্যস্ত করার অভিযানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হজ্জ উপলক্ষে মিনায় জনসমাগম হইল; কোরায়শ দুষ্ট-দুরাচাররা লোকদের ঘাটিতে ঘাটিতে আড্ডায় আড্ডায় যাইয়া নবীজী (সঃ)-এর কুৎসা করিতে লাগিল। পিশাচ আবু লাহাব ত নবীজী (সঃ)-এর পিছনে সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করিয়াছেন- আমি আমার পিতার সঙ্গে হজ্জে গমন করিয়াছিলাম। আমরা মিনায় অবস্থান করিতেছি এমন সময় হযরত (সঃ) সেখানে আগমন করিলেন এবং বিভিন্ন গোত্রকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন- "তোমরা শুন, আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা এক আল্লাহরই উপাসনা কর; তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিও না! দেব-দেবী ঠাকুর-প্রতিমার পূজা ছাড়িয়া দাও।" তখন হযরতের পিছনে পিছনে একজন টেরা মানুষ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, সাবধান! হে লোকসকল! এই বেটা তোমাদেরকে নিজের নূতন ধর্ম এবং ভ্রষ্ট দলে ভিড়াইয়া লাত-ওজ্জা দেবীদের হইতে এবং তোমাদের মিত্র দল জ্বিনদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চায়। তোমরা তাহার কথা মানিও না, তাহার কথা শুনিও না। এই বেটা মিথ্যাবাদী, বিধর্মী।

ঘটনা বর্ণনাকারী বলিলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই পিছনে পিছনে ধাবমান লোকটি কে? তিনি বলিলেন, সে ঐ লোকটিরই পিতৃব্য আবু লাহাব। (বেদায়া- ১-১৩৮)

আবু জাহল আবু লাহাব গোষ্ঠী যাহারা হযরতের স্বজন বলিয়া পরিচিত, তাহাদের এহেন প্রচারে হযরতের পক্ষে ইসলামের প্রচারকার্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। এইভাবে অটল, সঙ্কল্প ও অটুট বিশ্বাস লইয়া যিনি কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে পারেন সত্যের সাধনা তাঁহারই সার্থক হইয়া থাকে এবং এইরূপ সত্যের সেবক সাধক জনই আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বরিত হওয়ার যোগ্য পাত্র। এই ভূমিকায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ এই প্রতীয়মান হয় যে, কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। ফলাফল মানুষের হাতে নহে, অতএব তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়া উচিত নহে। কর্তব্য পালন না করিলে আল্লাহর নিকট অপরাধী হইবে এই তাকিদে কর্তব্য করিয়া যাওয়াকেই বৃহত্তম সফলতা বিবেচনা করা চাই।

একদিকে কোরায়শ সর্দারগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, জাদুকর ইত্যাদি বলিয়া লোক সম্মুখে অপদস্ত করার চেষ্টা চালাইতেছে, তাঁহার উপর ধূলা-বালু নিক্ষেপ করিতেছে, প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্বশরীর জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে। অপর দিকে নবীজি মোস্তফা (সঃ) মুখে ঘোষণা দিতেছেন– "জোর নাই, জবরদস্তি নাই– আমার কথাগুলি যাহার পছন্দ হইবে সে গ্রহণ করিবে। আমি কাহারও উপর জবরদস্তি করিতে চাই না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভুর বাণীগুলি পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত যেন কেহ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে না পারে– যাহার ফলে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।*

মৌখিক এই শান্তির ঘোষণা অপেক্ষা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরিত্র মাহাত্ম্যের ঘোষণা আরও অধিক উন্নত ও অমিয় ছিল যে, বিতণ্ডা নাই, হানাহানি নাই, বিতর্ক নাই, গালির পরিবর্তে গালি নাই, এমনকি অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ পর্যন্ত নাই। আছে শুধু একনিষ্ঠতার সহিত দায়িত্ব পালন, কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য পালন। আর আছে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া যাওয়া।

মানুষ প্রতি পদক্ষেপে সফলতা দেখিয়া জনকণ্ঠের প্রশংসাধ্বনিতে আনন্দ পাইয়া পুলকিত ও উৎসাহিত এবং অধিক উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রগামী হইয়া পারে। কিন্তু এই উদ্যম উৎসাহ প্রদর্শনে বিশেষ বাহাদুরী নাই। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রশস্ত আয়তনে সফলতার নামমাত্র নাই, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদানের শব্দমাত্র নাই, আছে কেবল দূর দূর, ছিঃ ছিঃ, গালাগালি নিন্দা-মন্দ, মিথ্যারোপ ও দোষারোপ– এইরূপ ক্ষেত্রে কর্তব্য আঁকড়াইয়া থাকা, সত্যকে বলিষ্ঠ হস্তে ধরিয়া রাখা, সত্য প্রচারের অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকা, উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রখর ও অটুট রাখা মাত্র মহত্ত্বের মহাপালোয়ান এবং আদর্শের মহাপুরুষ জনেরই কাজ। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই মহত্ত্বের ও আদর্শের যেই পরিচয় তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় দিতেছিলেন তাহার তুলনা জগতে মিলিবে না।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই সাধনা, এই ধৈর্য কি সত্যই বিফল যাইতেছিল? কখনও নহে। নবীজী (সঃ) যে বিভিন্ন সম্মেলন-সমাবেশে এতদিন অবিশ্রান্তভাবে সত্য ধর্ম ও আল্লাহর বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইলেন, তাহাতে বিভিন্ন দেশের সমাগত হাজার হাজার মানুষ নবীজীর মুখ হইতে আল্লাহর মহিমা-গান শ্রবণ করিল, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ সম্বন্ধে অজানা তথ্যাবলী অবগত হইল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি নিজেদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে অশ্রুতপূর্ব উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইল। নিজেদের স্বহস্ত নির্মিত দেবতা প্রতিমাগুলির অপদার্থতা ও অক্ষমতার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মদ্যপান, যেনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি মহাপাপসমূহের অনিষ্ট অবগত হইতে পারিল। এইসব সত্যের ঝঙ্কার কোন দিন কাহারও কর্ণ হইতে মর্মে নামিয়া আসিবে– এইরূপ কি হইবে না? নিশ্চয় হইবে এবং ইহাই চরম সাফল্য। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় এই সুন্নত ও আদর্শ কার্যত শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরবর্তী সকল জীবনে তিনি ইহাই মৌখিক শিক্ষাদানে বলিয়াছেন–

لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ -

অর্থ ঃ "তোমার চেষ্টা সাধনায় একটি মানুষেরও হেদায়েত লাভ হয়- ইহা তোমার জন্য দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বস্তু।"

ইসলামের তবলীগ উদ্দেশে হযরত (সঃ) প্রতিটি লোক সমাবেশস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং সত্যের ডাক ইসলামের আহ্বান প্রতি কানে কানে ও ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইতেন। এমনকি সেই যুগের "ওকায", "জুল-মাজায:, "মাজান্নাহ্" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বাৎসরিক হাট বা মেলায়ও হযরত (সঃ) উপস্থিত হইতেন এবং লোকদিগকে সত্যের প্রতি- ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতেন। বিশেষত দীর্ঘ তিন বৎসরকাল অসহযোগিতা ও বয়কটের সঙ্কট হইতে বাহির হইয়া এই দশম বৎসর ত হযরত (সঃ) রজব মাস হইতেই বিভিন্ন গোত্রের বস্তিসমূহে উপস্থিত হইয়া ঘরে ঘরে ইসলামের ডাক পৌঁছাইবার এক অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে হযরত (সঃ) ঐতিহাসিক তায়েফ সফর আশে-পাশের পনরটি গোত্রের বস্তিতে সফর করিয়াছিলেন!

(সীরাতুন নবী ১-১৯৩ এবং আসাহ্হুস সীয়ার ১০৩)

সত্যের সাধনায় স্বর্গ ফলে, সবরে মেওয়া ফলে। অসংখ্য ঝিনুক কুড়ানো হয়- তাহার কোন একটার মধ্যে মতি মুক্তা হাতে পাওয়া যায়। নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক দশকের সাধনা এবং ধৈর্যও এই পর্যায়ে উপনীত হইল। নিরাশার অন্ধকারের অন্তরালে, চরম ব্যর্থতার দূরপ্রান্ত হইতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা একটা আশার আলো, সাফল্যের সূচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"মিনা" এলাকার সীমা সংলগ্নেই, একটি "আকাবা"* তথা গিরিপথ। হজ্জ মৌসুমে মিনা এলাকায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার ব্যতিব্যস্ততা ও ছুটাছুটিকালে ঐ আকাবার

নিকটবর্তী স্থানে ছয় বা আট জন লোককে দেখিতে পাইলেন। নবীজী (সঃ) তাহাদের নিকটে আসিলেন এবং পরিচয় জানিতে চাহিলেন; তাহারা মদীনাবাসী খায্‌রাজ গোত্রের বলিয়া পরিচয় দিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

---

* "আকাবা" সাধারণত কোন বিশেষ স্থানের নাম নহে; পর্বতমালার ফাঁকে- ফাঁকে বাকে যে দুর্গম পথ থাকে তাহাকেই বলে "আকাবা"। মিনার পশ্চিম প্রান্তে ঐরূপ একটি পথ ছিল এবং ঐ পথে পর্বত বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকিলেই মস্ত বড় ময়দান, যাহার চতুষ্পার্শ্ব উঁচু পাহাড় দ্বারা রূপে বেষ্টিত যে, ময়দানটি একটা মস্ত বড় গভীর পুকুরের ন্যায় দেখা যায়। উত্তর দিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার যে পার্বত্য পথটি ছিল, যাহাকে "আকাবা" বলা হয়, উক্ত পথটুকু ছাড়া ঐ ময়দানের চতুর্দিকে উঁচু পাহাড় ভিন্ন কোনরূপ ছিদ্রও ছিল না, সুতরাং ঐ ময়দানে হাজার হাজার লোক বসিয়া কোন গোপন কাজ করিলে বাহির হইতে আভাস পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না।

মদীনায় ইসলামের প্রসার এবং তথায় বিশ্ব ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া এবং মদীনার আকাশে প্রিয় নবীর চন্দ্রোদয়ের ব্যাপারে উল্লিখিত আকাবার ময়দানটি ইতিহাসে আলোচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কারণ, ঐ স্থানে নবুয়তের দশম বৎসর আলোচ্য ঘটনায় মদীনার ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া এই ইতিহাসের সূচনা করেন। পরবর্তী বৎসর ঐ স্থানেই বার জন মদীনাবাসী হজ্জ উপলক্ষে হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইসলামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করার বায়আ'ত বা অঙ্গীকার করেন। তৃতীয় বৎসর এই সময়ে এই স্থানেই সত্তর জনের অধিক মদীনাবাসী হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিস্তারিতভাবে ব্যাপকথন হইয়া বায়আ'ত অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হযরত (সঃ) ব্যাপকভাবে মুসলমানগণকে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দান করেন, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং হযরত (সঃ)ও হিজরত করেন। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে বর্ণিত হইবে।

এই সব ঘটনা উল্লিখিত ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যদ্দরুন মনে হয় পরবর্তীকালে মক্কায় তুরস্কের শাসন আমলে ঐ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মিত হয় যাহা "মসজিদে-আকাবা" নামে প্রসিদ্ধ।

১৯৫০ সনের হজ্জ উপলক্ষে আমি নরাধমের উক্ত মসজিদে হাযির হওয়ার এবং নামায পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই সময় উক্ত ময়দান ও এলাকটি সম্পূর্ণরূপে পুরাতন দৃশ্য বহন করিতেছিল যাহা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্তীকালে উক্ত ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া মিনা হইতে মক্কায় মোটর-বাস যাতায়াতের প্রশস্ত পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়া দেওয়ায় মসজিদটি বড় রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়ান দেখা যায় এবং ঐতিহাসিক গুপ্ত ময়দানটির দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া ঐ এলাকাটির দৃশ্যই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। এমনকি ১৯৫৭ সনে আমি ঐ এলাকায় দাঁড়াইয়া সব কিছু যেন নূতন অনুভব করিতেছিলাম। বর্তমান দৃশ্যে ঐ এলাকার বিশেষ কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

আল্লাহর কুদরত মদীনায় ইহুদী জাতির আধিক্য এবং তাহারা আসমানী কিতাবের জ্ঞানবাহক। তাহারা জানিত এবং বলিয়া থাকিত যে, এক জন সর্বশেষ পয়গম্বরের আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্তী। এমনকি তাহার। ভেজাল তওরাত কিতাবের মর্মানুসারে অন্য জাতীয় লোকদিগকে তর্ক ও বিবাদস্থলে বলিয়া থাকিত যে, সেই নবীর আবির্ভাব হইলে পর তিনি আমাদের দলে যোগদান করিবেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিব। এই ধরনের কথা মদীনাবাসী লোকগণ ইহুদীদের মুখে অনেক সময়ই শুনিয়া থাকিত। (যোরকানী, ১–৩১০)

আজ মদীনার লোকগণ হযরতের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার কথাবার্তা ও কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়া ইহুদীদের সেই কথা স্মরণে আসিল এবং পরস্পর বলিল, মনে হয় ইহুদীদের আলোচিত নবী ইনিই। অতএব আমরা এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িব না; ইহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হইয়া যায়। এই বলিয়া তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ছয় বা আট জন ছিলেন; সকলের নাম ও পরিচয় সীরাতের কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।*

এই ছয় বা আট জন লোক ইসলামকে তাহার আশ্রয়স্থল মদীনায় সর্বপ্রথম বহন করিয়া নিয়া আসেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিশেষ বরকত লাভ উদ্দেশে নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল। বস্তুত তাঁহারা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য বিশেষ উপকারী লোক ছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় নির্ধারণে ঐতিহাসিকগণের কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে ছয়টি নাম হইল–

১। আস্‌আদ ইবনে যোরারা (রাঃ)– তিনি এই আকাবায় পর পর তিনটি সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত চিলেন। হিজরী প্রথম বৎসরই মদীনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

২। আওফ ইবনে হারেস (রাঃ)– তিনি বদর জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

৩। রাফে ইবনে মালেক (রাঃ)– তিনি ওহুদ জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৪। কোতবা ইবনে আমের (রাঃ)– তিনিও আকাবার তিন সম্মেলনে এবং বদরসহ অনেক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা ওমর বা ওসমানের (রাঃ) আমলে মৃত্যু হয়।

৫। ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ)-তিনি বদরসহ সমস্ত জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) আমলে ইয়ামামার জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)– তিনি বদর জেহাদ এবং আরও অনেক জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাদীছ বর্ণনার প্রসিদ্ধ ছাহাবী জাবের (রাঃ) নহেন; ঐ জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুর বয়স এই সময় খুবই কম ছিল।

আরও ছয় জনের নাম উল্লেখ করা হইল, যাঁহাদের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের কোন দুই জন হয়ত উপস্থিত ছিলেন।

---

* পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া তথা ইসলামের উন্নতির গোড়া পত্তনের ভিত্তিমূল ছিল এই আকাবার মধ্যে হযরতের সঙ্গে মদীনাবাসীদের গোপন সম্মেলন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই সম্মেলনকে "বায়আ'ত আকাবা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। "বায়আ'ত" অর্থ হাতে হাত দিয়া দৃঢ়তার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। এই সম্মেলন পর পর তিন বৎসরে তিন বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক তিন বৎসরের তিনটি সম্মেলনকে তিনটি "বায়আ'তে আকাবা" গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেস এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের মতে আলোচ্য দশম বৎসরের তথা প্রথম সম্মেলনটিকে বায়আ'ত নামে আখ্যায়িত করা ঠিক নহে। কারণ, এই উপলক্ষে শুধু মদীনাবাসী ছয় বা আট জন ইসলাম গ্রহণই করিয়াছিলেন। কোন প্রকার অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল না, যেরূপ পরবর্তী দুই বৎসর হইয়াছিল। এই সূত্রে "বায়আ'তে আকাবা" দুইটি গণ্য হইবে। (সীরাতে হলবিয়া ২–৮ ও আল বেদায় ওয়ান নেহায়া)

মদীনাবাসীদের সঙ্গে ঐ প্রথম মিলন এবং ছয় বা আট জনের ইসলাম গ্রহণ যে নবুয়তের দশম বৎসরে হইয়াছিল তাহা সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

(১) বরা ইবনে মারুর (রাঃ)। (২) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)। (৩) মোআয ইবনে আফরা (রাঃ)। (৪) ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)। (৫) যাকওয়ান ইবনে কায়স (রাঃ)। (৬) আবুল হাইসম ইবনে তায়্যেহান (রাঃ)।

নবীজী (সঃ) তাঁহাদের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, আমার মাবুদের পয়গাম পৌছাইবার জন্য (তোমাদের দেশে) তোমরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিবে? তাঁহারা বলিলেন, বোআস যুদ্ধ* গত বৎসরও আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল– এমতাবস্থায় আপনি আমাদের দেশে পদার্পণ করিলে আমরা আপনার পশ্চাতে একমত হইয়া একত্রিত হইতে পারিব না; (ফলে শক্তি অর্জন করা সম্ভব হইবে না)। অতএব এখন আমাদেরকে দেশে যাইতে দিন। হয়ত অচিরেই আল্লাহ আমাদের পরস্পরে

সম্পর্ক ভাল করিয়া দিবেন এবং আমরা সকলকে ইসলাম ঐরূপে বুঝাইব যেমন আপনি আমাদের বুঝাইয়াছেন। তখন আমরা আশা করিতে পারিব যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আপনার পশ্চাতে একত্র করিয়া দিবেন। যদি ঐরূপ হইয়া যায় এবং আমাদের সকলে একত্রিতভাবে একবাক্যে আপনার সঙ্গী অনুসারী হইয়া যায় তবে আপনার ন্যায় শক্তিশালী আর কেহ হইবে না। সুতরাং আগামী বৎসর পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা থাকিল। এই বলিয়া তাঁহারা মদীনায় চলিয়া গেলেন।

(যোরকানী– ১–৩১২)

তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করত হযরত (সঃ)-কে বলিলেন, আপনি এখন বর্তমান অবস্থার উপর মক্কায়ই অবস্থান করুন। আমরা মদীনায় যাইয়া ইসলামের চর্চা করিব এবং তথাকার প্রধান গোত্রদ্বয়কে ইসলামের উপর একত্রিত করিবার চেষ্টা করিব, আগামী বৎসর এই সময়ে আপনার সঙ্গে পুনর্মিলনের ওয়াদা আমাদের রহিল। (সীরতে হলবিয়াহ, ১–৮)

এইরূপে সকলের অলক্ষ্যে ইসলামের জ্যোতি মদীনা নগরে প্রবেশ করিল। ইসলাম ও আল্লাহর বাণী মন ভরিয়া প্রচার করিবেন এইরূপ স্থানের তালাশেই নবীজীর দীর্ঘ সাধনা ও দীর্ঘ ত্যাগ; আজ সেই ত্যাগ ও সাধনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছে। নবীজী (সঃ) এখন ফলের প্রতীক্ষায় আশার সূত্রে দুলিতেছেন।

নবুয়তের একাদশ বৎসর– ঐতিহাসিক বায়আতে আকাবা * (পৃষ্ঠা ৫৫০)

উল্লিখিত ছয় বা আট জন যাঁহারা ইসলাম লাইয়া মদীনায় ফিরিলেন, বাস্তবিকই তাঁহাদের অন্তরে এক বিরাট জয্‌বা প্রেরণা ছিল মদীনার মধ্যে ইসলামকে ফুটাইয়া তোলার। তাঁহারা কার্যত প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণে মানুষের সাধনা শেষ হয় না; সাধনার সূত্রপাত হয় মাত্র। তাঁহারা সত্য সেবক ও খাঁটী প্রচারক হইয়া মদীনায় আসিলেন এবং মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহাদের চেষ্টা অনেকটা ফলপ্রসূ হইল; মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়া গেল। কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণও করিলেন, এমনকি এই বৎসর হজ্জ উপলক্ষে নূতন পূরাতন মিলাইয়া বার জনের একটি প্রতিনিধি দল সেই পূর্ববর্ণিত

---

* মদীনায় ইহুদী জাতি প্রবল ছিল, আর প্রবল ছিল পৌত্তলিক দুইটি গোত্র– "আওস" এবং "খায্‌রজ"। দীর্ঘকাল হইতে এই দুইটি গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল। যদ্দরুন তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভীষণ বিরোধ বিরাজমান ছিল; এক পক্ষ কোন কাজে অগ্রসর হইলেও অপর পক্ষ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত।

* আমরা নবুয়তের বৎসর নির্ধারণে চান্দ্র বৎসরের সাধারণ সীমা তথা "মহরম" হইতে "যিলহজ্জ" পর্যন্তকেই গণ্য করিয়াছি। কোন কোন লেখক "রবিউল আউয়াল" হইতে "সফর" পর্যন্ত তাহার সীমা ধরিয়াছেন যেহেতু হযরতের জন্ম রবিউল আউয়ালে ছিল; এই সূত্রে অনেক বৎসরের সংখ্যা নির্ধারণে এক বৎসরের বেশ কম হইবে।

আ'কাবায় হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন; তন্মধ্যে গত বৎসরের পাঁচ জন এবং অবশিষ্ট সাত জন এই বৎসরের নূতন ছিলেন। বারো জনের মোট দশ জন খায্‌রাজ গোত্রের আর দুই জন ছিলেন আওস গোত্রের। প্রথম বারের ছয় জন হইতে জাবের (রাঃ) ব্যতীত পাঁচ জন। অপর সাত জন এই–

(১) মোয়ায ইবনে আফরা (রাঃ)– তিনিসহ তাঁহার মা শরীক সাত ভাই বদর জেহাদে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওহুদ জেহাদেও উপস্থিত ছিলেন।

(২) জাকওয়ান ইবনে কায়স (রাঃ)– তিনি ওহুদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৩) ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)– তিনি সব জেহাদে উপস্থিত ছিলেন।

(৪) আব্বাস ইবনে ওবাদা (রাঃ)– তিনি ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৫) এযীদ ইবনে সা'লাবা (রাঃ)–এই দশ জনই সকলই খায্‌রাজ গোত্রের ছিলেন। পরবর্তী দুই জন ছিলেন আওস গোত্রের।

(৬) আবুল হায়সাম ইবনে তায়েহান (রাঃ) তিনি বদর ও ওহুদসহ সব জেহাদেই অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

(৭) ওয়াইম ইবনে সায়েদা (রাঃ)– তিনিও বদর, ওহুদসহ সব জেহাদেই অংশগ্রহণকারী ছিলেন। (যোরকানী, ১–৩১৩)

এই বার আকাবায় যেই সাক্ষাৎকার হইল, প্রথমবার অপেক্ষা ইহাতে একটি বিশেষ কাজ হইল যাহা প্রথম বারের সাক্ষাৎকারে হইয়াছিল না। প্রথম বারের উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ ইসলাম গ্রহণপূর্বক শুধু আশ্বাস প্রদানেই মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, অঙ্গীকার গ্রহণপর্বের ব্যবস্থা হইয়াছিল না। এই বারের আগন্তুকবৃন্দ ইসলাম গ্রহণের পর নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণপূর্বক বিশেষ বিশেষ প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন– যাহাকে বায়আ'ত বলা হয়।

বায়আ'তে আকাবা (৫০৫)

"বায়আ'ত" আরবী শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিতে " بيع বাইউন" শব্দের অনুরূপ যাহার অর্থ বিক্রয় করা। বিক্রয় ক্ষেত্রে এক পক্ষ হইতে বিক্রয় অপর পক্ষ হইতে ক্রয় হয়। উভয়ের কার্যকে আরবীতে "মোবায়াআত বলা হয়; যাহার ক্রিয়াপদ বায়াআ' য়ুবাএউ'। পরিভাষায় "বায়আ'ত" বলা হয় কোন মহানের হস্ত ধারণ করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রেও দুই পক্ষ হস্ত ধারণকারী প্রতিজ্ঞাকারী, অপর পক্ষ যাহার হস্ত ধারণ করা হয় যাহার নিকট অঙ্গীকার করা হয়। এই ক্ষেত্রেও উভয়ের কার্যকে "মোবায়াআত" বলা হইবে, ক্রিয়াপদও ঐরূপই হইবে। ইসলামে যে বায়আত হয় সেই বায়আত কোন মহান মানুষের হস্তই ধারণ করা হয়। যেমন ছাহাবীগণ নবীজীর হস্ত ধারণ করিতেন এবং তদ্রূপ কোন পীর-বুজুর্গের হস্ত ধারণ করা হয়। কিন্তু ইসলামের বায়আতকে কঠোরতম সাব্যস্তকরণ উদ্দেশে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এই বায়আ'তে যদিও বাহ্যতঃ কোন মানুষের হস্ত ধারণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর হস্ত ধারণ গণ্য করিবে।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ـ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থঃ "নিশ্চয় যাহারা আপনার নিকট বায়আত করে বস্তুত তাহারা আল্লাহর নিকট বায়আত করে। তাহাদের হস্তের উপর বস্তুত আল্লাহর হস্ত রহিয়াছে। অতএব যে এই বায়আত ভঙ্গ করিবে সে নিজেরই সর্বনাশ করিবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি আল্লাহর সহিত কৃত প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার পূর্ণকরিবে, আল্লাহ তাহাকে

অচিরেই অতি বড় পুরস্কার দান করিবেন। (পারা–২৬; রুকু–৯)

বায়আতের মূল অর্থ যেহেতু বিক্রয় করা এবং উভয় পক্ষের ক্রিয়া হইল মোবায়াআত যাহার মূল অর্থ ক্রয়-বিক্রয় অথবা আদান-প্রদান। সুতরাং পরিভাষার ক্ষেত্রেও ঐ মূল অর্থের তথা ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে হইবে। সেমতে ইসলামের বায়আত ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের বস্তুদ্বয় কি তাহা নির্ণয়ে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন মোমেনদের হইতে তাহাদের জান এবং মাল এই বিনিময়ে যে, তাহারা বেহেশত পাইবে। (বিক্রীত বস্তু তাহাদের জান ও মাল ক্রেতা আল্লাহ তাআলা সমীপে সমর্পণের ব্যবস্থা এই হইবে–) তাহারা (ঐ জান ও মাল ব্যয়ে) জেহাদ করিবে আল্লাহর পথে; পরিণামে সে আল্লাহর পথের শত্রুকে মারিবে (–নিজে বাঁচিয়া থাকিবে) বা শত্রুর হাতে মারিবে। (এই উভয় অবস্থায়ই তাহার পক্ষ হইতে বিক্রীত বস্তু জান ও মাল সমর্পণ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। এখন তাহারা প্রাপ্য হইল বিনিময় বা মূল্য– বেহেশত। সেই বেহেশত ইহজগতে দেয়ার নহে; পরজগতে দেওয়ার) অকাট্য ওয়াদা থাকিল। এই ওয়াদা-অঙ্গীকার তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন সমস্ত আসমানী কিতাবেই বর্ণিত আছে। আল্লাহ অপেক্ষা অধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী আর কে আছে? (তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জান-মাল বিক্রয়ে চিরস্থায়ী বেহেশত ক্রয়– ইহা কতই না লাভজনক!)। অতএব তোমরা আনন্দিত হও এই ব্যবসায়ে। আর জানিয়া রাখ (মুসলিম জীবনের) চরম সফলতা ইহাই। (পারা–১১; রুকু–৯)

ইসলামের বায়আত তথা ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বদিক উক্ত আয়াতে এই নির্ধারিত হইল–

১। বিক্রীত বস্তু হইল মুসলমানের জান ও মাল।

২। মূল্য হইল বেহেশত।

৩। বিক্রীত বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের ব্যবস্থা হইল– মুসলমান কর্তক তাহার জান-মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা।

৪। ক্রেতা হইলেন আল্লাহ তাআলা যিনি মূল্য প্রদান করিবেন; তিনি মূল্য তথা বেহেশত প্রস্তুত করিয়া আসমানী কিতাবসমূহে তাহা প্রদানের ওয়াদায় আবদ্ধ হইয়া আছেন।

৫। বিক্রেতা হইল মোমেন ব্যক্তি। সে বিক্রীত বস্তু তাঁহার জান ও মাল উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রেতা সমীপে সমর্পণ করিবে– এই প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণের নামই "বায়আত"।

ইসলামী বায়আতের মূল তাৎপর্য এবং তাহার মৌলিক বিষয় ইহাই। বায়আত ক্ষেত্রে উক্ত মৌলিক বিষয়টি মনে-প্রাণে, ধ্যানে-জ্ঞানে নির্ধারিত লক্ষ্যস্থিত ও উপস্থিত রাখিয়া সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় কোন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ের অঙ্গীকারও গৃহীত হয়। আলোচ্য বায়আতে আকাবায় নবীজি মোস্তফা (সঃ) কর্তৃক মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানগণ হইতে গৃহীত ঐ শ্রেণীর অঙ্গীকারগুলিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। সেই গুলি ছিল নিম্নরূপ–

১। আমরা আল্লাহর সহিত তাঁহার উপাসনায়, তাহার গুণাবলীতে এবং তাঁহার আধিপত্য ও অধিকারে কোন অংশীদার বা শরীক সাব্যস্ত করিব না।

২। আমরা চুরি, ডাকাতি তথা কোন প্রকারে পরের স্বত্ব গ্রহণ করিব না।

৩। ব্যভিচার করিব না।

৪। সন্তান-নিধনের পন্থা অবলম্বন করিব না।

৫। (কাহারও প্রতি) মিথ্যা অপবাদ ও দোষারোপ করিব না।

৬। আমরা সৎকর্মে, ন্যায় কাজে আপনার অবাধ্য কখনও হইব না।

৭। শক্ত হউক বা নরম, কঠিন হউক বা সহজ, মনমত হউক বা মন বিরোধী– সর্ববিষয়ে এবং সর্বাবস্থায় আপনার পূর্ণ অনুগত বাধ্য থাকিব, আপনার আদেশে চলিব।

৮। নিজের স্বার্থ বিরোধী অন্যের স্বার্থমুখী আদেশ এবং পরিস্থিতিতেও আপনার পূর্ণ অনুগত বাধ্য থাকিব।

৯। ক্ষমতা ও পদের বেলায় যোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতায় অংশ নিব না।

১০। সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিব। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিন্দা-মন্দ, বদনাম-অখ্যাতির কোন ভয় কখনও করিব না।

এই সব অঙ্গীকার প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণ সমাপ্তে নবী (সঃ) বলিলেন, এইসব প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলিলে তোমরা বেহেশতের অধিকারী হইবে, ত্রুটি করিলে (বেহেশত লাভের অধিকার থাকিবে না) আল্লাহ শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করিতে পারেন (যদি ক্ষমার ব্যবস্থা কর)। (যোরকানী, ১–৩১৪)

৬ নম্বর প্রতিজ্ঞা "নবীজীর অবাধ্য হইবে না" ইহাতে একটি শব্দ বলা হইয়াছে, فى معروف "সৎ কর্মে, ন্যায় কার্যে"। রসূল (সঃ) কি সৎ ও ন্যায়ের পরিপন্থী আদেশ করিবেন? তবুও ইহা বলা হইয়াছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাধিকারী হওয়ার প্রথম দিনেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার সুন্নত ও আদর্শের কাঠামো এবং এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার আলো বিশ্বকে দেখাইলেন যে, শাসন এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় লোকদেরকে বাধ্যগত অনুগত বানাইতে ক্ষমতার ব্যবহার, বল প্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন করিবে না। সততার প্রতিষ্ঠা, ন্যায় অবলম্বন, সৎকর্ম ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে বশ্ করিতে এবং বাধ্য অনুগত বানাইতে চেষ্টা করিবে। ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার ছাড়া আমার আদেশ আমার কথা মানিতেই হইবে। হক-নাহক, সৎ-অসৎ যাচাই না করিয়া আমার অনুসরণ করিতেই হইবে– এইরূপ দম্ভ ঔদ্ধত্যের উক্তিও করিবে না, ভাবও দেখাইবে না, এই পন্থা অবলম্বন করিবে না।

বল প্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তি দ্বারা মানুষকে বশ করিলে, তাহাদের অধীনস্থ ও অনুগত বানাইলে সেই বশ্যতা এবং সেই আনুগত্য মোটেই টেকসই হয় না। পক্ষান্তরে সৎকর্ম, সততা বিস্তার এবং ন্যায় নিষ্ঠা দ্বারা অনুগত ও বশ করিতে পারিলে তাহা সুদীর্ঘ হয় এবং বস্তুত সেই ক্ষেত্রেই প্রকৃত আনুগত্য ও বশ্যতা হইয়া থাকে।

নবীজ মোস্তফা (সঃ)-এর ক্ষেত্রে অনুগত্য প্রকাশে "সৎকর্মে ও ন্যায় কার্যে" শর্ত আরোপের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সকলের জন্য সুন্নত আদর্শ স্থাপনকল্পে নবী (সঃ) নিজের বেলায়ও এই শর্ত আরোপ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন এই শর্ত আরোপে নবীজী মোস্তফার (সঃ) দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আভাসও পাওয়া যায় যে, ন্যায় ও সততার মাপকাঠিতে আমার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পরিমাপ করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিলে নিশ্চয় তোমরা আমার অনুগত হইতে বাধ্য হইবে। কতখানি সততা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকিলে এইরূপ চ্যালেঞ্জ দেওয়া যায়, স্বীয় আদর্শ ও ন্যায়-নীতির উপর অটুট আত্মবিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ নিষ্কলঙ্ক অভ্রান্ত মতবাদের দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে এই দাবী কখনও সহজ হইত না। নবীজী (সঃ) অতি সরল এবং দ্ব্যর্থ ও দ্বিধাহীনরূপে এই চ্যালেঞ্জ ও দাবীর সহিত লোকদের স্বীয় আনুগত্যের আহ্বান জানাইলেন। বস্তুত এই বাস্তব আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শক্তির এক বিশেষ উৎস ছিল। শক্তির এই উৎস হাসিলের শিক্ষাই বিশ্বকে প্রদান করিয়াছেন বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

এই শর্ত আরোপে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আরও একটি জরুরী বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন, ক্ষমতাধিকারী লোকদের কর্তব্য– ক্ষমতাকে বাস্তব ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের অধীনস্থ রাখা। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনস্থ করাই চাই না। বর্তমান যুগে শাসন ব্যবস্থায় বহু লেকেঙ্কারি এই একটি আদর্শের অভাবেই জন্ম নেয়। এই যুগের ক্ষমতাধারী শাসকগোষ্ঠী ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনে রাখে। অর্থাৎ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাহা ন্যায় ও ভাল বলিবেন তাহাই ন্যায় ও ভাল পরিগণিত হইবে; জনগণ তাহাকেই ন্যায় ও ভাল বলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার ফলে ভাল ও ন্যায়ের নামে শত শত অনাচার অবিচার চালু হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর সুন্নত ও আদর্শ হইল ক্ষমতাকে ভাল ও ন্যায়ের অধীন রাখিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা ভাল ও ন্যায় সাব্যস্ত হইবে, ক্ষমতাধারীরা একমাত্র তাহারই অনুসরণ করিবেন এবং জনগণ একমাত্র তাহাতেই তাহাদের আনুগত্যে বাধ্য থাকিবে। নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

لاَ طَاعَةَ لِلْمَخْلُوْقِ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

অর্থ ঃ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে সৃষ্টির আনুগত্য চলিবে না।"

আকাবার এই সম্মেলনও গোপনীয়তার মধ্যে হইল, দীক্ষা গ্রহণও ঐরূপেই হইল। সব কিছুই মক্কার শত্রুদের অবগতির অন্তরালে সমাপ্ত হইল এবং মদীনার লোকগণ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। মদীনার এই সব লোক নবীজীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন– পবিত্র কোরআন পড়াইতে পারেন এবং ইসলাম শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন লোক আমাদিগকে প্রদান করিবেন। সেমতে নবী (সঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মোসআ'ব ইবনে ওমায়র (রাঃ)-কে মদীনায় প্রেরণ করিলেন।

মদীনায় প্রথম মোহাজের

মোসআ'ব (রাঃ) সর্বপ্রথম স্বদেশ মক্কা হইতে মদীনায় পৌঁছিলেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ; দ্বীন ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। মোসআ'ব (রাঃ) ছিলেন মক্কার এক ভোগ-বিলাসপূর্ণ পরিবারের নয়নমণি। তাঁহার পিতার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। কত জাঁকজমকপূর্ণ হইত তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ! কত মূল্যবান হইত তাঁহার পরিধেয়! কত আরামপ্রিয়

ছিলেন তিনি। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি পিতার সব ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি দীন-দরিদ্র কাঙ্গাল; শত শত টাকা মূল্যের জোড়ার পরিবর্তে এখন তাঁহার অঙ্গ-আবরণ আছে কেবল এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল। তাহা পরিধানে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও সঙ্কোচিত হইতেন যে, সতর খুলিয়া যায় না কি। একদা নবী (সঃ) তাঁহাকে এই অসহায় অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার পূর্বেকার অবস্থা স্মরণে বর্তমান ত্যাগের দৃশ্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই করুণ দৃশ্য লইয়াই তিনি ইহজীবন হইতে বিদায় নিয়াছিলেন। ওহুদের জেহাদে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন; তাঁহার কাফনের সম্বল একমাত্র ঐ ছেঁড়া কম্বল টুকরাই ছিল। তাহা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানিয়া মাথা আবৃত করিলে পা বাহির হইয়া পড়িত, পা আবৃত করিলে মাথা বাহির হইয়া পড়িত। এতদ্দৃষ্টে নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, মাথা কম্বলে আবৃত কর, আর "এযখের" ঘাস দ্বারা পা আবৃত করিয়া মোসআ'বকে সমাধিস্থ কর। নবী (সঃ) ঐ দৃশ্য দৃষ্টে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইসলামের পাকা ফল লাভের তথা ইসলামের উসিলায় উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। মোসআ'ব ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের বিনিময় ও সুফল দুনিয়াতে বিন্দুমাত্রও ভোগ করিয়া যায় নাই; সবটুকুই আখেরাতের জন্য জমা রাখিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিল। (তৃতীয় খণ্ড, ১৪৫৮ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

মদীনায় ইসলামের প্রভাব

গত এক বৎসর হইতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণে দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন ভক্ত-অনুরক্তের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সারা মদীনাতে ইসলামের প্রচার প্রসার অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। অধিকন্তু মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগমনে ত ইসলামের জন্য কর্ম তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

বিশেষতঃ মহাত্যাগী মোসআ'ব (রাঃ) এবং দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন নিষ্ঠাবান ভক্তের চরিত্রের প্রভাব লোক চক্ষের অগোচরে ক্রমে ক্রমে মদীনাবাসীদের হৃদয়ে সুদৃঢ় স্থান করিয়া নিল এবং সমগ্র মদীনায় তাহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল।

চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব সর্বাধিক ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং এই প্রভাব আপনা আপনিই বিস্তার লাভ করে; বিস্তারিত করিতে হয় না। যেমন সূর্য যখন তাহার জ্যোতি আভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে তখন আপনা আপনিই তাহার কিরণমালা বিশ্ব চরাচরের সব কিছুর উপর পতিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী মহামতিগণের চরিত্র আদর্শের প্রভাবও বিস্তারিত করার প্রয়োজন রাখে না; আপনা আপনিই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। মদীনায় মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তথাকার দ্বাদশ মহানের চরিত্র ও আদর্শের প্রভাবে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইল।

মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় আসিয়া আস্‌আদ ইবনে যোরারা (রাঃ)-যিনি আকাবার প্রথম বৎসরের সাক্ষাতকারে উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় সম্মেলনেও অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় ইসলামের ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালাইলেন, এমনকি তিনি "মুক্‌রিল মদীনা" মদীনার শিক্ষক বা অধ্যাপক নামের খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি মদীনার মুসলমানগণের ইমামও ছিলেন, জামাতে নামায পড়াইয়া থাকিতেন। এই সময় মদীনায় মুসলমানদের সাধারণ সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিয়াছে। (যোরকানী– ৩১৫)

তখনও জুমার নামায ফরয হয় নাই। আসআদ (রাঃ) সপ্তাহে একদিন সকল মুসলমানকে একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদত করার ব্যবস্থা করিলেন; তাহার জন্য তাঁহারা শুক্রবার দিন ধার্য করিয়া নিলেন। আসআদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইহা একটি বড় সৌভাগ্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম শুক্রবার দিনে মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদত-বন্দেগী করার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই নবী (সঃ) আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ওহী মারফত শুক্রবার ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু মক্কায় তাহা সম্ভব নয়; নবীজী (সঃ) মদীনায় মোসআ'ব (রাঃ)কে পত্রযোগে এই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠাইলেন। বিশেষভাবে ইহাও লিখিলেন যে, দুপুর বেলায় সূর্য ঢলিবার পর সমবেতভাবে দুই রাকাত নামাযও পড়িবে। মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় মুসলমানদের ইমাম ছিলেন, তাই তিনিই সর্বপ্রথম জুমার নামাযের অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী। অতপর নবী (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলে আনুষ্ঠানিকরূপে জুমার নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ পবিত্র কোরআনের সূরা জুমার মধ্যে নাযিল হয়; তখন হইতে নবী (সঃ) ফরযরূপে জুমার নামাযের জমাত পরিচালনা করেন। (যোরকানী, ১–৩১৫)

গোটা একটি বংশের ইসলাম গ্রহণ

মদীনার দুইটি প্রসিদ্ধ বংশ বনু জফর ও বনু আবদিল আশহাল। একদা আসআদ (রাঃ) মোসআ'ব (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া ঐ বংশদ্বয়ের মহল্লায় ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করার জন্য রওয়ানা হইলেন এবং এই মহল্লার নিকট গিয়া তাঁহারা উভয়ে একটি বাগানে বসিলেন। ইসলামে দীক্ষিত আরও কতিপয় লোক আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

আবদুল আশহাল গোত্রের দুইজন সর্দার ছিলেন– একজন সা'দ ইবনে মোআয, অপরজন ওসায়দ ইবনে হোযায়ের। তন্মধ্যে সা'দ ছিলেন আসআ'দ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খালাত ভাই। এই সর্দারদ্বয় সংবাদ পাইলেন যে, আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ)-সহ মুসলমানগণ অমুক বাগানে একত্রিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মোআয ওসায়দকে বলিলেন, তাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়াছে; আমাদের কাঁচা ও দুর্বল লোকগুলিকে গোমরাহ করিয়া ফেলিবে। তুমি যাইয়া তাহাদিগকে খুব করিয়া ধমকাইয়া আস। আমার জন্য

একটু অসুবিধা যে, তাহাদের মধ্যে আসআ'দ আমার খালাত ভাই; তাই ধমকাইবার জন্য তাহার সম্মুখে আমার যাইতে মন চলে না। নতুবা আমিই যাইতাম।

সেমতে ওসায়দ একটি বর্শা হাতে লইয়া ঐ বাগানের দিকে যাইতে লাগিল। আসআ'দ (রাঃ) দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া নিজ সঙ্গী মোসআ'ব (রাঃ)-কে বলিলেন, ঐ যে লোকটি আসিতেছে সে নিজ গোষ্ঠি আব্দুল আশহাল গোত্রের একজন সর্দার; আপনার নিকট আসিতেছে, তাহাকে আল্লাহর দ্বীনের কথা পরিষ্কার ভাষায় বলিবেন, সত্য প্রকাশ করিতে কোন কিছুর খাতির করিবেন না। মোসআ'ব (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকটে বসিলে আমি নিশ্চয় বলিব এবং বুঝাইব।

ইতিমধ্যে ওসায়দ তাঁহাদের নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক কঠোর ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল, তোমরা আমাদের সরল লোকগুলিকে বিভ্রান্ত করিতে কেন আসিয়াছ? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তবে দূর হইয়া যাও। বিকারগ্রস্ত রোগীর গালাগালিতে বুদ্ধিমান ডাক্তার রোগীর প্রতি রাগ না করিয়া দয়াপরবশই হইয়া থাকেন। সেমতে মোসআ'ব (রাঃ) ওসায়দকে মোলায়েমভাবে বলিলেন, শান্তভাবে একটু বসুন এবং আমার কিছু কথা শুনুন; পছন্দ হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন, না হইলে এড়াইয়া যাইবেন। গরমের উত্তরে এরূপ নরম। ওসায়দের অন্তরে তাহা রেখাপাত করিল। তিনি বলিলেন, আপনি ত ন্যায় কথা বলিয়াছেন; এই বলিয়া ওসায়দ তাঁহার বর্শাটা মাটিতে গাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। মোসআ'ব (রাঃ) খুব সুন্দরভাবে ইসলামের মাহাত্ম্য তাঁহাকে বুঝাইলেন এবং কোরআন শরীফের কিছু অংশ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ওসায়দ বলিলেন, তাহা ত অতীব সুন্দর, অতীব চমৎকার! তিনি আরও বলিলেন, আপনারা কাহাকেও আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করাকালে কি করিয়া থাকেন? এখন আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ) উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, গোসল করিয়া পাক-পবিত্র হইয়া আসুন, পাক পবিত্র কাপড় পরিধান করুন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা প্রদানপূর্বক নামায আদায় করুন। ওসায়দ তৎক্ষণাত সব কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া আসিলেন এবং সত্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। এখন তিনি ওসায়দ ইবনে হোযায়র রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। অতপর তিনি আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পিছনে আর একজন লোক আছেন "সা'দ", তিনিও যদি আপনাদের ধর্মে আসিয়া যান তবে আবদুল আশহাল গোত্রের ছোট বড় কেহই আপনাদের ধর্মমত হইতে বাহিরে থাকিবে না। আমি এখনই তাঁহাকে আপনাদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া ওসায়দ (রাঃ) তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সা'দ ত ওসায়দকে পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষায় বসিয়াছিল; ওসায়দ (রাঃ) তাঁহার নিকটই আসিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখামাত্র সা'দ বলিয়া উঠিল, খোদার কসম ওসায়দ যেই অবস্থায় গিয়াছিল সেই অবস্থা হইতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। নিকটে আসিলে ওসায়দকে সা'দ জিজ্ঞাসা করিলে, তোমাকে যেই কাজে পাঠাইয়াছিলাম তাহার কি করিয়াছ? ওসায়দ (রাঃ) বলিলেন, তাহাদের উভয়ের সঙ্গে কথা বলিয়াছি; তাহাদের দ্বারা আমার কোন আশঙ্কা মনে হইল না, আমি তাহাদেরকে নিষেধও করিয়াছি এবং তাহারাও আমাকে বলিয়াছে– আপনি যাহা বলেন আমরা সেইরূপই করিব।

তবে একটি বিপদের সংবাদ এই পাইলাম যে, বনু হারেসা বংশের লোকজন বাহির হইয়া পড়িয়াছে আসআদকে হত্যা করিবার জন্য, যেহেতু তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তিনি আপনার খালত ভাই। তাই তাহারা মনস্থ করিয়াছে তাঁহাকে হত্যা করিয়া আপনাকে অপদস্থ করিবে।

সা'দ এই সংবাদে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাত ওসায়দের হাতের বর্শাটি লইয়া ছুটিয়া পড়িল যে, বনু হারেসা কোন অপকর্ম না করিয়া বসে। যাত্রাকালে ওসায়দকে তাহাও বলিল যে, মনে হয় তুমি কিছুই কর নাই। সা'দ ঐ বাগানে পৌঁছিল এবং দেখিল, আসআ'দ কোন প্রকারে শঙ্কিত ও ভীত মনে হয় না, তাই সা'দ ভাবিল যে, আসআদকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদটা সত্য নহে। এখন সা'দ মোসআ'ব (রাঃ) এবং আসআদ

(রাঃ)-কে কঠোর ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। মোসআ'ব (রাঃ) পূর্বের ন্যায় অতি মোলায়েম ভাষায় সা'দকে ঐ কথাই বলিলেন যাহা ওসায়দকে বলিয়াছিলেন। ফলে ওসায়দের ন্যায় সা'দও নরম হইয়া পড়িলেন এবং মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুনিলেন। অতপর পাক-পবিত্র হইয়া আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সা'দ ইবনে মোআয (রাঃ)।

ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওসায়দ (রাঃ)-সহ স্বীয় বংশ আশহাল গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আশহাল গোত্রীয় লোকদের সমাগম হইল। সা'দ (রাঃ) তাঁহার জাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে কিরূপ গণ্য কর? সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের সর্দার, অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ, ন্যায়নিষ্ঠ। তখন সা'দ (রাঃ) বলিলেন, শুনিয়া রাখ– তোমাদের নারী-পুরুষ কাহারও সহিত আমি কথাও বলিব না যাবত না, তোমরা এক আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ কর। সা'দ (রাঃ) এবং ওসায়দ (রাঃ) তাঁহারা উভয়ই আশহাল বংশের প্রধান; তাঁহাদের এই ঘোষণায় সূর্যাস্তের পূর্বেই ঐ বংশের নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন, তাঁহাদের একটি প্রাণীও ইসলামের সুশীতল ছায়া বহির্ভূত থাকিল না।

"সত্যের গতি অপ্রতিহত", "সবরে মেওয়া ফলে", "আল্লাহর পথে যাঁহারা সাধনা করেন আল্লাহ তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি দান করেন"। তায়েফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসীম সবর এবং অসাধারণ সাধনা ও ত্যাগ ছিল; আজ মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা, নবীজী মোস্তফার (সঃ) সাফল্য। মদীনায় এইরূপ পরিবার কমই ছিল, যেই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল না।

মোসআ'ব (রাঃ) এবং আসআদ (রাঃ) গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁহাদের অন্তর ভরিয়া গেল, কর্মশক্তি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। ইসলামের মহিমা চর্চায় সমগ্র মদীনা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর– আকাবায় বিশেষ সম্মেলন*

মদীনায় ইসলামের দ্বিতীয় বৎসর শেষ হইয়াছে, তৃতীয় বৎসর আগত। এই বৎসর মদীনায় ইসলামের বিস্তার পুরোদমে চলিয়াছে। মদীনার বিশিষ্ট দুইটি বংশ "আওস" ও "খাযরাজ" উভয় গোত্রেই ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে; মদীনার ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছে। এখন হইতেই মক্কার মজলুম অত্যাচারিত মুসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি মদীনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে অসহনীয় নির্যাতনে জর্জরিত হইয়া কোরায়শ বংশের বনু মাখযুম গোত্রীয় আবু সালামা (রাঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁহার হিজরতের কাহিনী অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

আবু সালামা (রাঃ) প্রথমে স্ত্রীকে নিয়ে হাব্শা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে এই ভুল সংবাদে যাঁহারা আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, আবু সালামা (রাঃ) তাঁহাদেরই একজন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মক্কায় অবস্থান করিলেন, কিন্তু দুরাচাররা তাঁহার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার-নির্যাতন চালাইল। ইতিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন, মদীনায় মুসলমান আছেন– তাঁহারা প্রবাসী মুসলমানকে সহোদররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদে তিনি আবিসিনিয়ায় পুনঃ না যাইয়া মদীনায় যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। সে মতে তিনি শিশু পুত্র "সালামা" এবং স্ত্রী উম্মে সালামাসহ উটে চড়িয়া মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যেই উম্মে সালামার গোষ্ঠীর লোক আসিয়া আবু

* নবীজী (সঃ)-এর মদীনায় প্রস্থানের শুভ সূচনা– আকাবার এই বিশেষ সম্মেলন নবুয়তের ১২শ সনের হজ্জ মৌসুমেই হইয়াছিল, ১৩শ সনে নহে। কারণ, নবীজী (সঃ)-এর মদীনায় হিজরত নবুয়তের ১৩শ সনের রবিউল আউয়াল মাসে ছিল বলিয়া নির্ধারিত। (বেদায়া ৩–১৭৭)

সুতরাং তাহার শুভ সূচনা এবং উক্ত সম্মেলন ১২ সনের হজ্জের মাস যিলহজ্জ মাসে হওয়া অবধারিত।

সালাম (রাঃ)-কে গালাগালি দিয়া বলিল, তোকে ত আমরা বারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমাদের মেয়েকে বিদেশে নিয়া যাইতে দিব কেন? এই বলিয়া তাহারা উটের লাগাম আবু সালামার হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া উম্মে সালামাকে বলপূর্বক লইয়া গেল। শিশু পুত্রটি উম্মে সালামার ক্রোড়ে ছিল, শ্রমন সময় আবু সালামার গোষ্ঠীর লোকেরা আসিয়া দাবী করিল, আমাদের বংশের শিশু তোমাদেরকে নিয়া যাইতে দিব কেন? এই বলিয়া তাহারা শিশুটিকে মাতা উম্মে সালামার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া নিজেদের মধ্যে নিয়া গেল। এখন পিতা, পুত্র ও মাতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কী মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য! স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে জোর করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হইল– তাহার আর্তনাদ, মায়ের বুক হইতে শিশু পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়াছে– তাহার ক্রন্দন। কিন্তু কোরায়শ নর পশুদের নিকট এই সবই তুচ্ছ; পাষণ্ডরা এই সমস্তের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাহাদের কর্ম তাহারা করিয়া নিজেদের গৃহে চলিয়া গেল; নির্মম অভিনয়। আবু সালামা (রাঃ) মুহূর্তের মধ্যে নিঃসঙ্গ হইয়া গেলেন; নির্বাক হতভম্ভ কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি ত "মুসলিম," আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী, ইসলামে আত্মোৎসর্গকারী; এই বীভৎস কাণ্ডও তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিল না। মুসলিমের ইসলাম পরীক্ষার সম্মুখে উজ্জ্বল দৃঢ় ও দীপ্ত হইয়া উঠে; সেই মুহূর্তেই আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে সত্যের তেজ এবং ত্যাগের সঙ্কল্প উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার উটকে প্রিয় মদীনার দিকে ফিরাইয়া দিলেন। সব কিছু পিছনে ফেলিয়া তিনি চলিলেন ইসলামের আশ্রয় পানে। ইসলাম ও ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করত; দ্বীনের আশ্রয়স্থলে চলিয়া যাইবে– মুমিন ও মুসলিমের পরিচয় তাহাই। আবু সালামা (রাঃ) এই অগ্নি পরীক্ষায় খাঁটি মুসলিম হওয়ার পরিচয় দানে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন।

এদিকে উম্মে সালামার যে দশা হইল তাহার বর্ণনায়ও বুক ফাটিয়া যায়। স্বামী পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি ভীষণ কাতর, লোকালয় হইতে দূরে যেস্থানে ঐ মর্মবিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রতিদিন সেই স্থানে যাইয়া তিনি উণ্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিতেন, স্বামী-পুত্রের স্মরণে অশ্রু ধারায় শোকাতুর প্রাণ ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করিতেন। উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই করুণ অবস্থার উপর প্রায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

নিরাশার আঁধারে একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমতই আশার আলো। উম্মে সালামা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন– আমার এই মর্মস্পর্শী অবস্থায় আমার এক আত্মীয়ের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহার অনুরোধে আমার স্বজনগণ আমাকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে এবং আবু সালামার আত্মীয়গণ শিশু পুত্রটিকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল। সব কিছুই ঠিক হইল, কিন্তু আমি মদীনার পথ চিনি না, পথের কোন সম্বল আমার নাই, আমার সঙ্গীও কেহ নাই। তবুও আমি শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া উটের পিঠে আরোহণ করিলাম এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া মদীনাপানে পাড়ি জমাইলাম। একটি শোকাতুর মহিলা, কোলে আছে শিশু পুত্র; সঙ্গে পাথেয় নাই, সঙ্গী নাই, পথের পরিচয় নাই, একাকী চলিয়াছে মরুভূমির পথে। দেশের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মমতা বাধাদানে ব্যর্থ, পথের দুঃখ-কষ্ট এবং ভাবনাও তাঁহার নিকট তুচ্ছ। তাঁহার একমাত্র আবেগ– দ্বীন ঈমান রক্ষার জন্য স্বামী যেখানে গিয়াছেন তিনিও সেখানে পৌঁছিবেন।

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা– "আমার পথে যে সাধনা করিবে আমি তাহাকে আমা পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথ অতিক্রম করাইয়া দিব।" (কোরআন)। আল্লাহ তাআলার মহিমার কি শেষ আছে! উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন– মক্কা হইতে মদীনার পথে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রমে "তানয়ীম" নামক জায়গায় পৌঁছিতেই মক্কার এক সহৃদয় ব্যক্তি ওসমান ইবনে তাল্‌হার সহিত সাক্ষাত হইল। তখনও তিনি মুসলমান হন নাই, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু উমাইয়া তনয়া! কোথায় চলিয়াছ? আমি বলিলাম, মদীনায় স্বামীর নিকট। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে কেহ নাই? আমি বলিলাম, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সঙ্গে আছেন, আর আছে এই শিশু। তিনি বলিলেন, তোমাকে এই

অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না; এই বলিয়া তিনি আমার উটের লাগাম ধরিলেন এবং উট চালাইয়া মদীনার পথে চলিলেন। তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি জীবনে আমি দেখি নাই। পথে বিশ্রাম মঞ্জিলে পৌঁছিলেন তিনি আমার উটটি বসাইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন এবং আমি সুন্দরভাবে অবতরণ করিয়া সারিলে তিনি উটটি কোন বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া দিতেন, উহার পিঠের বোঝা নামাইতেন, তারপর নিকটবর্তী কোন বৃক্ষ ছায়ায় আরাম করিতেন এবং যাত্রা করার সময় হইলে গদি ইত্যাদি উটটি বাঁধিয়া আমার নিকটে রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন। আমি সুস্থিরভাবে আরোহণ করিয়া সুন্দররূপে বসিলে পর তিনি উটের দড়ি ধরিয়া চালিতে থাকিতেন। (মক্কা মদীনার তিন শত মাইলের অধিক) দীর্ঘ পথ তিনি এইরূপ পবিত্রতা ও শৃঙ্খলার সহিত আমাকে পার করাইলেন। প্রাণপ্রিয় মদীনা দূর হইতে দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। মদীনার 'কোবা' পল্লীতে স্বামী আবু সালামা (রাঃ) বাস করিতেন; তাহার নিকট পৌঁছিয়া ওসমান আমাকে বলিলেন, আপনার স্বামী এ স্থানে বাস করেন, আপনি তাঁহার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হউন– আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এইভাবে আমাকে স্বামীর আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া ওসমান মক্কার পথ ধরিলেন। –(বেদায়া ৩– ১৬৯)

পুণ্যবান ও পুণ্যবতী

আবু সালামা (রাঃ) এবং উম্মে সালামা (রাঃ)– স্বামী-স্ত্রীর সাধনার এই চিত্র কতই না সুন্দর! দ্বীনের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহনের এবং ত্যাগ স্বীকারের কি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহা। তাহার পরিণাম যে আরও কত সুন্দর হইবে সেই আভাস ইহজগতে উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবীজী (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় আসিবার দুই-তিন বৎসর পর পুণ্যবান স্বামী আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় ইন্তেকাল করেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে সুসংবাদ দানে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে ডান হস্তে আমল নামা পাইবার সৌভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন আবু সালামা (রাঃ)। (যোরকানী, ১–৩১৯)

সুন্দর সাধনার কী সুন্দর প্রতিদান! আল্লাহর পথে নির্যাতন ভোগে সর্বপ্রথম সপরিবার মোহাজের– দেশত্যাগী তিনি; তাই চির সাফল্যের প্রতীক ডান হস্তে আমল নামা লাভের চির সৌভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন তিনি।

আবু সালামা ও উম্মে সালামার দুঃখী জীবনের চরম ভালবাসার যে চিত্র উপরোল্লিখিত বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কি তুলনা হয়। আবু সালামা (রাঃ) মৃত্যু মুহূর্তে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পরিবারের জন্য একটি অতি মূল্যবান সওগাত রাখিয়া গেলেন– আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে দোয়া মোনাজাত করিয়া গেলেন–

اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ فِىْ اَهْلِىْ خَيْرًا مِّنِّىْ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমার স্থলে আমার পরিবারকে আমার অপেক্ষা উত্তমটি দান কর"।

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছিলাম, যে মুসলমান তাঁহার কোন (ক্ষয়-ক্ষতির) বিপদে নিম্নে বর্ণিত দোয়া পড়িবে, আল্লাহ তাহাকে উত্তম ক্ষতিপূরণ দান করিবেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاْجُرْنِىْ فِيْهَا وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا ـ

অর্থ ঃ "আমরা সকলেই আল্লাহর এবং তাঁহার নিকট আমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদের সওয়াব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি; অতএব তুমি আমাকে বিপদের সওয়াব

দান কর এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তমটি আমাকে দান কর।" (মেশকাত শরীফ, ১৪১ পৃষ্ঠা-)

উম্মে সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী আবু সালামা (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন তখন সেই বিপদে এই দোয়া পাঠ করিতে আমার অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি হইল। আবু সালামা অপেক্ষা কোন্ মুসলমান উত্তম হইবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (হিজরত স্থানের) দিকে সপরিবারে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন তিনি। অবশ্য এই দ্বিধা সত্ত্বেও আমি এই দোয়া পাঠ করিল্লাম। ফলে আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমায় বদলরূপে দান করিলেন। (রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করিলেন)

মদীনার প্রতিনিধি দল

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর শেষে হজ্জ মৌসুম নিকটবর্তী হইয়াছে; মদীনার মুসলমানগণ পরামর্শে বসিলেন; তাঁহারা আলোচনা করিলেন- রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আল্লাহি অসাল্লামকে আর কত দিন এইভাবে ছাড়িয়া রাখা যায় যে, তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অবহেলিত অবস্থায় মক্কার পবর্তমালার আঁকেবাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইবেন?

সাব্যস্ত এই হইল যে, নবীজী (সঃ)-কে মক্কা হইতে মদীনায় নিয়া আসা বাঞ্ছনীয়। সেমতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্মতৎপরতা আরম্ভ হইল। তাঁহারা এইবার নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে মদীনায় আগমনের অনুরোধ করিবেন। সুতরাং সব শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হজ্জযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমনকি মদীনায় ইসলামী শিক্ষার জন্য নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত অধ্যাপক মোসআ'ব (রাঃ)ও এই উপলক্ষে মক্কায় আসিলেন। (বেদায়া ৩-১৫৮)

মোশরেক কাফেররাও হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় যায়; মদীনা হইতে ঐ শ্রেণীর পাঁচ শত জনের তীর্থ যাত্রীর কাফেলা রওয়ানা হইল। মুসলমানদের দুই জন মহিলা হজ্জযাত্রীসহ মোট ৭৫ জনের দলও মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ১১ জন আওস এবং অবশিষ্ট সবই খাযরাজ গোত্রীয়। তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন যুবক শ্রেণীর, বাকীরা বয়স্ক মুরব্বী শ্রেণীর।

এই ৭৫ জন স্বর্গীয় মানুষের কত উল্লাস! কত উৎসাহ-উদ্দীপনা! তাঁহারা সুদূর মক্কা হইতে নিয়া আসিবেন আল্লাহর রসূলকে নিজেদের দেশে; সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন আল্লাহর নবীর; তাঁহার ছায়াতলে থাকিয়া ইসলামী পতাকা সমুন্নত করিবেন তাঁহারা। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের বরকতভরা নামসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

১। ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রাঃ) ২। সা'দ ইবনে খায়সামা (রাঃ) ৩। রেফাআ ইবনে আবদুল মোনজের (রাঃ) ৪। আবু হায়সম (রাঃ) ৫। যোহায়র ইবনে রাফে (রাঃ) ৬। সালামা ইবনে সুলামাহ (রাঃ) ৭। আবু বোরদাহ (রাঃ) ৮। নোহায়র ইবনে হায়সম (রাঃ) ৯। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ১০। মাআ'ন ইবনে আদী (রাঃ) ১১। ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা (রাঃ) (উক্ত ১১ জন আওস গোত্রীয়, অবশিষ্ট ৬২ জন পুরুষ খাযরাজ গোত্রীয়।) ১২। আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ) ১৩। সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) (১৪) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ১৫। রাফে ইবনে মালেক (র) ১৬। বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ) ১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর্ (রাঃ) ১৮। ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) ১৯। সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) ২০। মোনযের ইবনে আম্র (রাঃ) ২১। আবু আইউব (রাঃ) ২২। মোআয ইবনে হারেস (রাঃ) ২৩। আওফ ইবনে আফরা (রাঃ) ২৪। মোআওয়ায ইবনে আফরা (রাঃ) ২৫। ওমরা ইবনে হযম (রাঃ) ২৬। সাহ্ল ইবনে আতীক (রাঃ) ২৭। আওস ইবনে সাবেত (রাঃ) ২৮। আবু তাল্হা (রাঃ) ২৯। কায়স ইবনে আবু ছা'ছা' (রাঃ) ৩০। আম্র ইবনে গাযিয়া (রাঃ) ৩১। খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৩২। বোশায়র ইবনে সা'দ (রাঃ) ৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রাঃ) ৩৪। খাল্লাদ ইবনে সোয়ায়েদ (রাঃ) ৩৫। ওক্বা ইবনে আম্র (রাঃ) ৩৬। যেয়াদ ইবনে

লবীদ (রাঃ) ৩৭। ফরওয়া ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৩৮। খালেদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৩৯। যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স (রাঃ) ৪০। আব্বাদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৪১। হারেস ইবনে কায়স (রাঃ) ৪২। বিশ্‌র ইবনে বরা (রাঃ) ৪৩। সেনান ইবনে সায়ফী (রাঃ) ৪৪। তোফায়ল ইবনে নোমান (রাঃ) ৪৫। মা'কেল ইবনে মোনযের (রাঃ) ৪৬। এযীদ ইবনে মোনযের (রাঃ) ৪৭। মসউদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৪৮। যাহ্‌হাক ইবনে হারেসা (রাঃ) ৪৯। এযীদ ইবনে খেযাম (রাঃ) ৫০। যাব্বার ইবনে সখ্‌র (রাঃ) ৫১। তোফায়ল ইবনে মালেক (রাঃ) ৫২। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ৫৩। সোলায়মান ইবনে আমের (রাঃ) ৫৪। কোতবা ইবনে আমের (রাঃ) ৫৫। আবদুল মোনযের- এযীদ ইবনে আমের (রাঃ) ৫৬। আবুল ইউসর কা'ব ইবনে আমর (রাঃ) ৫৭। সায়ফী ইবনে সাওআদ (রাঃ) ৫৮। সা'লাবা ইবনে গানামা (রাঃ) ৫৯। আম্‌র ইবনে গানামা (রাঃ) ৬০। আব্‌স ইবনে আমের (রাঃ) ৬১। খালেদ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৬২। আবদুল্লাহ ইবনে ওনায়স (রাঃ) ৬৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ৬৪। মোআয ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৬৫। সাবেত ইবনে জাযা' (রাঃ) ৬৬। ওমায়র ইবনে হারেস (রাঃ) ৬৭। খাদীজ ইবনে সালামা (রাঃ) ৬৮। মোআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ) ৬৯। আব্বাস ইবনে ওবাদা (রাঃ) ৭০। আবু আবদুর রহমান এযীদ ইবনে সা'লাবা (রাঃ) ৭১। আমর ইবনে হারেস (রাঃ) ৭২। রেফাআ' ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৭৩। ওকবা ইবনে ওয়াহব (রাঃ)। (বেদায়া ৩-১৬৭)

যেই দুই জন মহীয়সী মহিলা হজ্জ পালনে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও এই মহতী সম্মেলনে শামিল হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম- ৭৪। আসমা বিন্‌তে আম্‌র (রাঃ) ৭৫। উম্মে ওমারা- নাসীবা (রাঃ)।

শেষোক্ত মহিলা নাসীবা (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ একটি নাম। কাহারও মতে তিনি তাঁহার স্বামী যায়েদ ইবনে আসেম (রাঃ) এবং দুই পুত্র- হাবীব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রাঃ)-সহ এই হজ্জে আসিয়াছিলেন এবং সম্মেলনে শামিল হইয়াছিলেন। (যোরকানী, ১-৩১৬)।

তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রদ্বয় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদেও উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র হাবীব (রাঃ)-কে ভণ্ড নবী মোসায়লামা নিজ হাতে নির্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল। খলীফা আবু বকরের (রাঃ) আমলে যখন ঐ ভণ্ড নবীকে নির্মূল করার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইয়ামামার যুদ্ধ হয় তখন এই বীর মহিলা নাসীবা যুদ্ধ ময়দানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতে যাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন। তীর বর্শার বারটি আঘাত নিয়া তিনি তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-১৬৮)

কাফেলার একজন বিশিষ্ট সদস্য কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ); তিনি তাঁহাদের মনের আবেগ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, মক্কায় পৌঁছিয়া আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাগ্র হইয়া পড়িলাম। এমনকি আমি এবং আমার আর একজন সাথী বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ) তিনি একজন সর্দার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন- আমরা দুই জন ভাবাবেগ সামলাইতে না পারিয়া নবীজীর (সঃ) সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতাম না। খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি পিতৃব্য আব্বাসের সহিত কা'বা শরীফের নিকটে আছেন। আমরা দ্রুত তথায় উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। নবীজী (সঃ) পিতৃব্যকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, তাই তিনি বলিলেন, ইনি বরা ইবনে মা'রূর- মদীনার একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার। আর আমার নামও বলিলেন, মালেক পুত্র কা'ব। আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না- নবীজী (সঃ) যে, আমার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কা'ব- যিনি কবি! নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস বলিয়াছিলেন, হাঁ।

কা'ব (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, আমরা মদীনাবাসী মুসলমানগণ নবীজীর (সঃ) সঙ্গে সম্মেলনের বিষয় সতর্কতার সহিত গোপন রাখিতেছিলাম। এমনকি আমাদের মদীনা হইতে যেসব অমুসলিম হজ্জে আসিয়াছিল তাহাদের হইতেও গোপন রাখিতেছিলাম। তবে আম্‌র ইবনে হারাম নামক একজন বিশিষ্ট

গোষ্ঠীপতি অমুসলিম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি একদা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আপনি আমাদের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, আপনার বর্তমান ধর্মমত পরিবর্তন করুন, যদ্দরুন আপনি সম্মুখ জীবনে নরকী হইবেন– এই বলিয়া তাঁহাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলাম এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত সম্মেলনের কথাও বলিলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আমাদের সহিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিলেন। এমনকি ঐ সম্মেলনে নির্বাচিত বার জন প্রধানের একজন তিনি হইলেন। (বেদায়া ৩–১৫৮)

মদীনা হইতে আগত মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে গোপন সূত্রে পূর্ববর্ণিত 'আকাবা' ১২ই যিলহজ্জ রাত্রে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন অনুষ্ঠান সাব্যস্ত করিলেন। সকলের এই লক্ষ্য যে, খুব সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না, ডাকাডাকি করিবে না।

নির্ধারিত রাত্রের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর যখন সাধারণভাবে লোকজন শুইয়া পড়িল, তখন মদীনাবাসী মুসলমানগণ এক-দুই জন করিয়া নীরবে নিস্তব্ধ আকাবায় পৌঁছিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহারা সমবেত হইলেন, এখন অপেক্ষা শুধু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের। ইতিমধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় পৌঁছিলেন, তাঁহার চাচা আব্বাস (তখন মুসলমান হন নাই) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার প্রতি হযরতের পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি মদীনাবাসীদের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কীয় কথাবার্তা ও ব্যবস্থাদি সরাসরি অবহিত হইয়া আশ্বস্ত হওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত থাকিলেন।

আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)– এই দুই জনকে দুইটি পথে দাঁড় করাইয়া রাখা হইল শত্রুদের গমনাগমন লক্ষ্য রাখার জন্য; এইভাবে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম হযরত (সঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করুন, কিন্তু সংক্ষেপ করিতে হইবে, কারণ মোশরেকদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির আশঙ্কা আছে। অতপর প্রথমে আব্বাস দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে খাযরাজ বংশীয় ভাইগণ। মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের মধ্যে যে মর্যাদার লোক তাহা আপনারা অবগত আছেন। আমরা তাঁহাকে শত্রুদের হইতে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছি, তিনি স্বীয় (বনী হাশেম) বংশীয় লোকদের মধ্যে মর্যাদা ও হেফাযতের সহিতই রহিয়াছেন। তিনি আপনাদের নিকট চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিতেছেন না।

এখন যদি আপনারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সমর্থন দান করেন তবে আপনারা এই গুরুভার বহনে অগ্রসর হউন। আর যদি একটুও আশঙ্কা থাকে যে, তিনি আপনাদের নিকট যাওয়ার পর আপনারা শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সাহায্য-সমর্থন ছাড়িয়া দিবেন, তবে আপনারা সে পথ এখনই অবলম্বন করুন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিন; তিনি নিজ দেশে আপনজনের মধ্যে মান-মর্যাদা ও হেফাযতের সহিতই থাকিবেন।

মদীনাবাসীগণ আব্বাসের ভাষণের উত্তরে বলিলেন, আপনার কথাগুলি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অতপর তাঁহারা হযরত (সঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি বলুন– প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে যত দূর ইচ্ছা আমাদের ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, তারপর আপনার ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন এবং বলুন সেই সব ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন করিয়া চলিলে আমাদের কি পুরস্কার লাভ হইবে তাহাও?

হযরত (সঃ) বলিলেন, প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে আপনাদের কর্তব্য এই যে, একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিবেন এবং অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী-সাথী বা সমকক্ষ শরীকতুল্য মর্যাদা দিবেন না। আর আমার এবং আমার জামাতের জন্য আপনাদের উপর এই কর্তব্য হইবে যে, আমাদিগকে আশ্রয়ের স্থান দিবেন, সাহায্য-সমর্থন দান করিবেন এবং যেইভাবে নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জত-হুরমতের হেফাযত করিয়া

থাকেন, আমাদের হেফাযতও তদ্রূপ করিয়া যাইবেন। আপনাদের স্বজনকে কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আমার এবং আপনাদের দেশে গমনকারী মুসলমানদিগকেও কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা তাহা প্রতিরোধ করিবেন– সত্যের সহায়তা করিবেন। এইসব কর্তব্য পালন করিয়া চলিলে তাহার প্রতিদানে আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন। মদীনাবাসীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। আনন্দ-উৎফুল্লতায় তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গেল।

ঐ মুহূর্তেই সর্বপ্রথম বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ), কাহারও মতে সর্বপ্রথম পূর্ববর্ণিত আসআদ (রাঃ) তাঁহার পর বরা (রাঃ) তাঁহার পর ওসায়দ (রাঃ) পর পর নবীজীর হস্ত ধারণপূর্বক বায়আত গ্রহণ করিলেন যে, আমরা আপনাদের নিশ্চয় নিজ পরিবার-পরিজনের ন্যায় রক্ষা করার চেষ্টা করিব– যদিও আমাদের সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। (যোরকানী, ১–৩১৭)

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) মদীনাবাসী ছাহাবী, যিনি এই ঘটনায় উপস্থিতবর্গের অন্যতম ছিলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন–

انَّا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلٰى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلٰى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلٰى اَن نَّقُوْلَ فِى اللّٰه لاَ تَاْخُذَنَا فِيْهِ لَوْمَةَ لائِمٍ وَعَلٰى اَنْ نَنْصُرَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ مِمَّا نَمْنَعُ بِهِ اَنْفُسَنَا وَاَزْوَاجِنَا وَاَبْنَاءِنَا وَلَنَا الْجَنَّةَ ـ فَهٰذِهٖ بَيْعَةُ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّتِىْ بَايَعْنَاهُ عَلَيْهِ ـ

অর্থ ঃ "আমরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়আ'তের ওয়াদা অঙ্গীকার করিয়াছি যে, মনপূত ও অমনপূত– প্রত্যেক অবস্থায় দ্বীন-ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাইব। সচ্ছল ও অসচ্ছল প্রত্যেক অবস্থায়ই দ্বীন ইসলামের জন্য ব্যয় বহন করিব। ইসলামী আদর্শের প্রচার এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ করিয়া যাইব। আল্লাহ অর্পিত দায়িত্ব পালনরূপে হক প্রকাশ ও প্রচার করিয়া যাইব– এই ব্যাপারে কাহারও কোন তিরস্কার ভর্ৎসনা বা বিরোধিতার পরোয়া করিব না। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের দেশ ইয়াসরেব– মদীনায় তশরীফ আনয়ন করিলে আমরা তাঁহার হেফাযত করিয়া যাইব, যেভাবে আমরা নিজেদের জীবনের ও বিবি-বাচ্চাদের হেফাযত করিয়া থাকি। এই সব কর্তব্য পালনের প্রতিদানে আমরা বেহেশত লাভ করিব। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আমাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার এইরূপ ছিল।"

মদীনাকে ইসলামের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পাইবার আগ্রহই হযরতের (সঃ) অন্তরে বিশেষরূপে জাগিতেছিল, তাই তিনি মুসলিম জামাতকে সাহায্য-সমর্থন করিয়া যাওয়ার উপরই মদীনাবাসীগণ হইতে বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন–

أُبَايِعُكُمْ عَلٰى اَنْ تَمْنَعُوْنِىْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ بِهِ نِسَائَكُمْ وَاَبْنَائَكُمْ ـ

অর্থ ঃ "আমি আপনাদিগকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিতেছি যে, আপনাদের নিজ নিজ পরিবার-পরিজনকে আপনারা যেইভাবে হেফাযত করিয়া থাকেন, আমার (আমার জামাতের) হেফাযতও তদ্রূপ করিবেন।"

উপস্থিত মদীনাবাসীগণ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আবুল হায়সম (রাঃ) নামক

একজন মদীনাবাসী দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের এবং আমাদের দেশের বিশিষ্ট জাতি ইহুদীদের মধ্যে পরস্পর একটা সহাবস্থান ও সদ্ভাব বিরাজমান রহিয়াছে। এখন আপনার জন্য আমাদের মধ্যকার সেই সদ্ভাবের অবসান ঘটিবে। আপনার উন্নতি সাধিত হইলে পর আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ দেশে চলিয়া আসিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে কি? হযরত (সঃ) মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, না না, আমি আপনাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিব না, বরং আপনাদের ও আমার মধ্যে এমন দৃঢ় বন্ধন হইবে যে, আমার জান-প্রাণ আপনাদের জান-প্রাণের জন্য এবং আপনাদের জান-প্রাণ আমার জান-প্রাণের জন্য নিবেদিত থাকিবে। আমাদের উভয়ের দায়িত্ব ও সংগ্রাম এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এক হইবে। আমি আপনাদের এবং আপনারা আমার অঙ্গরূপে পরিণত হইবেন।

উপস্থিত কাফেলার আর একজন সদস্য আব্বাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) মদীনাবাসীগণকে আর একটি জরুরী কথা বলিলেন। সম্মেলনে সদস্যবর্গের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং বক্তার নিজ গোত্রও ছিল খাযরাজ, তাই তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

হে খাযরাজ বংশ! এই মহানের হস্ত ধারণপূর্বক যে প্রতিজ্ঞা তোমরা গ্রহণ করিতেছ তাহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছ কি? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়। তবুও তিনি বলিলেন, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার অর্থ হইতেছে সাদা কাল সকল শ্রেণীর লোকদের লড়াই ক্রয় করা। সুতরাং যদি তোমাদের ধারণায় এইরূপ আশঙ্কা থাকে যে, সেই লড়াইয়ে তোমাদের ধন-সম্পত্তি ক্ষয় হইলে এবং তোমাদের বড় বড় লোক প্রাণ হারাইলে তোমরা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে ছাড়িয়া দিবে, তবে এখনই তোমরা তাহা কর। অবশ্য তাহা করা দুনিয়া আখেরাতের ধ্বংস ও অপমান। আর যদি ধন-সম্পদের ক্ষতি এবং বড় বড় লোকদের প্রাণ যাওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বর্তমান অঙ্গীকার পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়া যাইবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প হও তবে নবীজী (সঃ)-কে দিলেজানে মজবুতরূপে ধর– তোমাদের ইহ-পরকালের সৌভাগ্য হইবেই।

এই উক্তির প্রতিউত্তরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি দিয়া উঠিলেন– নিশ্চয় আমরা আমাদের মালের ক্ষতি ইত্যাদি বিপদের ঝুঁকি লইয়াই নবীজী (সঃ)-কে গ্রহণ বরণ করিতেছি। তাঁহারা আরও বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ বাস্তবায়িত করিলে আমাদের কি সুফল লাভ হইবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে এইসব কথাবার্তা হইয়াছে এবং তৎপরই বিপুল উৎসাহের সহিত মদীনাবাসীগণ দীক্ষা গ্রহণে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। (বেদায়া, ৩–১৬২)

আর একজন যুবক শ্রেণীর তেজস্বী সদস্য আসআদ (রাঃ); যিনি পূর্ববর্তী দুই বৎসরের আকাবা সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলেন এবং মদীনায় ইসলাম প্রচার প্রসারে তাঁহার অসীম দান ছিল। নবীজী (সঃ) প্রেরিত শিক্ষক মোসআ'ব (রাঃ)-কে তিনি নিজ বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে লইয়া সমগ্র মদীনায় ইসলাম প্রচারের অভিযান চালাইতেন; সেই প্রচেষ্টায়ই গোটা আবদুল আশহাল বংশ এক দিনে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই আসআদ (রাঃ)ও দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে মদীনাবাসীগণকে ঐরূপ বিশেষভাবে সতর্ক করিলেন। তিনি নিজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ইয়াসরেব বাসীগণ! ধীরস্থিরভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করুন। আমরা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আল্লাহর রসূল বিশ্বাস করিয়াই এত দূর হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা খুব ভালরূপে জানি যে, তাঁহাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া সমগ্র আরবের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার শামিল এবং আপনাদের বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্টের আশঙ্কা এবং চতুর্দিক হইতে তরবারির কোপ পড়িবার ভয়। হয় আপনারা ঐক্যবদ্ধরূপে ঐসব বিপদে ধৈর্যধারণের জন্য প্রস্তুত হউন; তবে নবীজী (সঃ)-কে গ্রহণ বরণ করুন– দেশে লইয়া চলুন। আর যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ভয়-ভীতি অনুভব করেন তবে নবীজীকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিন এবং তাঁহার সমীপে নিজেদের অক্ষমতা

প্রকাশ করিয়া দিন; আল্লাহ তাআলাও আপনাদের অক্ষম ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন।

আসআদের এই বক্তব্য শ্রবণে মদীনাবাসীগণ বলিয়া উঠিলেন, ক্ষান্ত হও হে আসআদ! আজ আমরা যেই দীক্ষা লইয়া যাইব কখনও তাহা ভঙ্গ করিব না, তাহা হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হইব না। এই বলিয়া সকলেই উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়া দীক্ষা গ্রহণে ধন্য হইলেন। (বেদায়া, ৩-১৫৯

বিগত বৎসর আকাবার দ্বিতীয় সাক্ষাতকারে ১২ জন প্রতিনিধি কর্তৃক যে দীক্ষা গ্রহণ ছিল তাহা ১০টি বিষয়ের উপর প্রতিজ্ঞা ছিল। এই বারের এই তৃতীয় সম্মেলনের দীক্ষা গ্রহণে মদীনাবাসী মুসলমানগণ বিশেষভাবে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদীনায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকিবেন, প্রবাসী মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে আপন সহোদরের ন্যায় গণ্য করিবেন এবং তাঁহাদের ও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহতকরা-পূর্বক তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

মদীনাবাসীগণের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনাকালে নবীজীর (সঃ) পার্শ্বে তাঁহার পিতৃব্য আব্বাস তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবীজী (সঃ) বলিলেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞা মঞ্জুর করিলাম, অনুমোদন ও স্বীকৃতি দান করিলাম। (বেদায়া, ২-২৬০)

এই সম্মেলন এবং এই প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষাপর্ব জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তওহীদ ও শেরেক, ইসলাম ও কুফর, সত্য ও মিথ্যা, পাপ ও পুণ্যের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান এবং ইসলাম ও সত্যের বিজয় সূচিত হইল এই দিনে। যদি এই দিন মদীনাবাসী মুসলমানগণ তাঁহাদের এই শৌর্য-বীর্য, সত্যের প্রতি তাঁহাদের এই অপরিসীম আগ্রহ, নবীজী (সঃ) এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য তাঁহারা এমন করিয়া যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়ার এই প্রস্তুতি না দেখাইতেন এবং প্রতিশ্রুতি না দিতেন, তবে ইসলামের বিজয় অভিযান কেমন করিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইত তাহা বুঝা কঠিন ছিল। মদীনাবাসীগণের এই অবদান শুধু মুসলমান জাতির জন্যই নহে, সমগ্র মানবকুলের জন্য এক মহা সৌভাগ্য। জগতের বুকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের স্রোতে সমগ্র ধরণী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ধন্য পুণ্যবান মদীনাবাসীগণের দৃঢ় সঙ্কল্প পৃথিবীকে ঐ চরম অভিশাপ হইতে রক্ষার সূচনা করিল! তাই সেই যুগের মদীনাবাসী মুসলমানগণ বাস্তবিকই "আনসার"- সাহায্যকারী অর্থাৎ ইসলাম তথা কল্যাণ ও মঙ্গলে,র সত্য ও ন্যায়ের সাহায্যকারী আখ্যার যোগ্য পাত্র; পুণ্য ও মানবতার তাঁহারা সুযোগ্য মিত্র। তাঁহাদের ভূমিকাই তাঁহাদের এই নাম সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মদীনাবাসী মুসলমানগণকে "আনসার" নামের আখ্যা দিয়াছেন।

১৬৯৯। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা- ৫৩৩) حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَرَاَيْتَ اِسْمَ الْاَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمُّوْنَ بِهِ اَمْ سَمَّاكُمُ اللّٰهُ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ -

অর্থ ঃ গায়লান ইবনে জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত- "আনসার" নামটি আপনারা নিজেরাই পরস্পর প্রয়োগ করিতেন, না আল্লাহ আপনাদের এই নামের আখ্যা দিয়াছেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, বরং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহই আমাদিগকে এই নামের আখ্যা দান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আনাছ (রাঃ) ইঙ্গিত দিলেন যে, মদীনাবাসী মুসলমানদিগকে পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে "আনসার" নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যথা-

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ -

অর্থ ঃ "মোহাজের ও আনসারগণের অগ্রগামীগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদের অনুসারী হইয়াছেন পূর্ণ ও উত্তমরূপে, সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারাও আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর আল্লাহ তাঁহাদের জন্য বেহেশত তৈয়ার রাখিয়াছেন; তাঁহারা তাহার চিরনিবাসী হইবেন। তাহা অতি বড় সাফল্য।" (পারা–১০ রুকু–১)

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ .....

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ মেহেরবানী করিয়াছেন নবীর প্রতি এবং মোহাজের ও আনসারগণের প্রতি– যাঁহারা নবীর সঙ্গ অবলম্বন করিয়াছেন ভীষণ কঠিন সময়ে।" (পারা–১১, রুকু–৩)

সম্মেলন সমাপ্তে শেষে

সম্মেলনের সর্বদিক সমাপ্ত হইলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে বলিলেন, সতর্কতার সহিত সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান। একজন সদস্য আব্বাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল! শপথ করিয়া বলি, আপনার আদেশ হইলে আমরা আগামীকল্যই মিনায় উপস্থিত সমস্ত লোকদের উপর তরবারির অভিযান চালাইয়া দিতে পারি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে এরূপ আদেশ দেন নাই; আপনারা শান্তভাবে বাসস্থানে প্রস্থান করুন। সেমতে সকলে বাসস্থানে পৌঁছিয়া নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়েন। (বেদায়া, ৩–৬৪)

দীক্ষা গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর হযরতের (সঃ) চাচা আব্বাস বলিলেন, তোমাদের এই দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং অঙ্গীকার প্রদান আল্লাহর সম্মুখে, এই পবিত্র মাসে, এই পবিত্র শহরে হইতেছে– তোমাদের হাত আল্লাহর হাতে দিয়া অঙ্গীকার করিতেছ যে, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্য সহায়তায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। মদীনাবাসীগণ সমবেত কণ্ঠে "হাঁ হাঁ" বলিয়া উঠিলেন। আব্বাস এই সব অঙ্গীকারের উপর মহান আল্লাহকে সাক্ষী বানাইলেন।

তারপর মদীনায় মুসলমানগণকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করার উদ্দেশে হযরত (সঃ) তাঁহাদের বারটি শাখা গোত্রের জন্য উপস্থিত লোকগণ হইতে বার জন নেতা নির্বাচনের আদেশ করিলেন। সেমতে আওস বংশ হইতে তিন জন (১, ২, ৩ নং) এবং খাযরাজ বংশ হইতে নয় জন (১২ হইতে ২০ পর্যন্ত) ব্যক্তিবর্গকে নেতা নির্বাচন করা হইল। হযরত নবীজী (সঃ) তাঁহাদের উপর মদীনাবাসীদের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া নবীজী (সঃ) বলিলেন, (আমি আপনাদের দেশে না যাওয়া পর্যন্ত) যেরূপ আমার উপর দায়িত্ব থাকিবে আমার দেশের লোকদের, তদ্রূপ আপনাদের দেশের লোকদের দায়িত্ব থাকিবে আপনাদের উপর। আপনারা আমার প্রতিনিধি; যেরূপ মারইয়াম তনয় ঈসা নবীর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যবর্গ। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ গভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হাঁ আমরা প্রস্তুত আছি। (বেদায়া– ৩–১৬২)

ভোর হইতেই কতিপয় কোরায়শ প্রধান মিনায় মদীনাবাসীদের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, হে খাযরাজ বংশ! এমন কিছু আভাস আমাদের গোচরে আসিয়াছে যে, আপনারা আমাদের (নবুয়তের দাবীদার) লোকটাকে আপনাদের দেশে নিয়া যাইতেছেন এবং আমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ন্যায় ঘৃণার বিষয় আমাদের নিকট আর নাই। মদীনায় মুসলমানগণ তাহার উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মদীনা হইতে আগত অমুসলিম হজ্জযাত্রীরা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এইরূপ কোন কথা হয় নাই, কোন ঘটনাও ঘটে নাই। বস্তুতঃ তাহাদের শপথ সত্যই ছিল, কারণ ঐ অমুসলিমরা ত সম্মেলন এবং প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। এই কথাবার্তাকালে মদীনাবাসী মুসলমানগণ পরস্পরের প্রতি তাকাইতে ছিলেন; তাঁহারা কিছুই বলেন নাই।

মদীনার কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল। কোরায়শ দলপতিরা চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে খুব

খোঁজাখুঁজি করিল। অবশেষে তাহারা এই ধারণায় উপনীত হইল যে, ঐরূপ কথা সাব্যস্ত হইয়াছে। তাই কোরায়শ মদীনাবাসী মুসলমানদিগকে ধরিবার জন্য তাঁহাদের পিছনে ধাওয়া করিল। কাফেলা তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বার প্রধানের দুই প্রধান– সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এবং মোনযের ইবনে আমর (রাঃ) পিছনে ছিলেন। মক্কার কাফেররা তাঁহাদের দুই জনকে নাগালে পাইল বটে, কিন্তু মোনযের (রাঃ)-কে কাবু করিয়া রাখিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত তাহারা সা'দ (রাঃ)-কে বন্দী করিয়া নিয়া আসিল এবং তাঁহার উপর অত্যাচার চালাইল।

মক্কাতে দুই চারি জন মহামতি মানুষ ছিল; যেমন মোতয়েম ইবনে আদী– নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি যাহার অবদান ছিল অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আশ্রয়দানে। তদ্রূপ আবুল বোখতারী, তাহারও অবদান ছিল অসহযোগের বিরুদ্ধে। সা'দ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর মক্কার দুরাচারদের অত্যাচার দেখিয়া আবুল বোখতারীর মনে দয়া আসিল; সে সা'দ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, মক্কার কোন মানুষের সঙ্গে আপনার মৈত্রী নাই কি? সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আছে। তিনি মোতয়েম ইবনে আদী এবং হারেস ইবনে হরবের নাম উল্লেখ করিলেন। আবুল বোখতারী তৎক্ষণাত যাইয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে সা'দের দুরবস্থার সংবাদ দিল। তাহারা বলিল, সত্যিই মদীনার খাযরাজ গোত্রের সা'দ আমাদের বিশিষ্ট মিত্র। বাণিজ্য সফরে মদীনা এলাকায় তিনি আমাদের আশ্রয় ও সাহায্য দিয়া থাকেন। এই বলিয়া তাহারা সা'দের নিকট দৌড়িয়া পৌঁছিল এবং তাঁহাকে দুর্বৃত্তদের কবল হইতে ছুটাইয়া মদীনায় পৌঁছিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। মদীনার মুসলমানদের সাহায্য পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি মদীনায় যাইয়া পৌঁছিলেন।

এই সম্মেলন হইতে মদীনাবাসী মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞা লইয়া মদীনায় পৌঁছিলেন এবং নিজ নিজ কায়দা-কৌশলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও শ্রেণী ইসলাম প্রচারে ব্যাপক আকারের তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তরুণরাও বেশ কাজ করিতে লাগিলেন; তাহারা কোন কোন ক্ষেত্রে তরুণসুলভ কূটকৌশলে বড় বড় সাফল্য লাভ করিতেন।

তরুণদের একটি মজার কাণ্ড

সম্মেলনের দীক্ষায় দীক্ষিত এক তরুণ মোআয ইবনে আমর (রাঃ)– তিনি বাড়ী আসিলেন; তাঁহার পিতা "আমর ইবনুল জমুহ" বৃদ্ধ, স্বীয় গোত্র প্রধান। ঐ সময় গোত্র প্রধানরা অনেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দেবমূর্তি রাখিত এবং তাহার গোত্রে উহার পূজা চলিত। মোআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আম্‌র এখন মোশরেক, তাহার একটি কাঠের তৈয়ারী "মানাত" নামের মূর্তি আছে। পুত্র মোআয ইবনে আম্‌র (রাঃ) এবং তাঁহার এক তরুণ বন্ধু মোআয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাত্রিবেলা গোপনে ঐ মূর্তিটাকে এক ময়লার খন্দকে ফেলিয়া আসিলেন। ভোর বেলা আম্‌র তাহার পূজনীয় মূর্তিটা না পাইয়া ভীষণ চটিয়া গেল। বহু খোঁজাখুঁজির পর ময়লার খন্দকে মূর্তিটা পাইয়া উঠাইয়া নিয়া আসিল এবং ধুইয়া-মুছিয়া আতর গোলাপ লাগাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; আর প্রতিজ্ঞা করিল, এই অপকর্মকারীদের ধরিতে পারিলে ভীষণ শাস্তি দিব। পরবর্তী রাত্রেও ঐ ঘটনা; ভোর বেলা আম্‌র পুনরায় ঐ ময়লার খন্দক হইতে মূর্তিটা উদ্ধার করিয়া আনিল এবং ঐরূপে পুনঃস্থাপন করিল। কয়েক দিন এই ঘটনা ঘটিবার পর আম্‌র একদিন মূর্তিটাকে ময়লার খন্দক হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃস্থাপনকালে তাহার গলায় একটি তরবারি লটকাইয়া দিয়া বলিল, হে দেবতা! তোমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার কে করে তাহার খোঁজ বাহির করিতে আমি অক্ষম। তোমাকে অস্ত্র দিয়া দিলাম; তুমি দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিও। এইবার অধিক মজার কাণ্ড– তরবারিখানা নিয়া গিয়াছে, আর কোথাও হইতে একটা মরা কুকুর আমদানী করিয়া দেবতাকে তাহার সহিত বাঁধিয়া সেই ময়লার খন্দকে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আম্‌র আজও দেবতার খোঁজে বাহির হইয়া এবং সেই ময়লার খন্দকে অধিক দুরবস্থায় মরা কুকুরের সহিত জড়ানো অবস্থায় পাইয়াছে। এইবার আম্‌রের চৈতন্য হইল, এইবার আর দেবতাকে

উদ্ধার করিল না, বরং গোষ্ঠীর মুসলমানদের নিকট হইতে ইসলামের শিক্ষা জ্ঞাত হইয়া শেরক ও মূর্তিপূজার অসারতা বুঝিতে পারিল, তওহীদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিল এবং মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণপূর্বক খাঁটি মুসলমান হইয়া গেল। এখন তিনি আম্‌র ইবনুল জমুহ (রাঃ)। এই ঘটনার উপদেশ ও শিক্ষা স্বয়ং আম্‌র (রাঃ) কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার একটি পংক্তি এই–

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ # اَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِىْ قَرَنْ

'খোদার কসম! হইতে যদি তুমি আমার প্রভু

খন্দকেতে কুকুর সাথে না থাকিতে কভু"। – (বেদায়া ৩–১৬৫)

এই সম্মেলনের পরই হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাপকভাবে মুসলমাগণকে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজেও হিজরতের প্রস্তুতি নিয়া আল্লাহর তরফ হইতে অনুমতির অপেক্ষায় রহিলেন। কারণ, নবীর পক্ষে আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট অনুমীত ব্যতিরেকে দেশত্যাগ করা অপরাধ গণ্য হয়, যাহার নমুনা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা ৪র্থ খণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে।

মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপন তথা ইসলামের উন্নতির সূচনায় আকাবা সম্মেলনের গুরুত্ব যে কত দূর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণেই দ্বীন দরদী ছাহাবীগণের অন্তরে আকাবা সম্মেলনের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি তাহাই প্রকাশ করিতেছে

১৭০০। হাদীছ ঃ (৫৫০) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপস্থিতিতে যে আকাবাহ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আমরা (মদীনাবাসীগণ) ইসলামের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম, যদ্দরুন আমি নিজেকে ধৈন্য মনে করি এবং বদরের জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যের বস্তু আকাবা সম্মেলনকে মনে করিয়া থাকি। যদিও বদরের জেহাদ (অত্যধিক ফযীলতের বস্তু হিসাবে) লোকদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সর্বশেষ আকাবা সম্মেলনে উপস্থিত পঁচাত্তর জনের অন্যতম ছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে বিশেষ কর্মতৎপরতা বহন করিয়াছিলেন। (বেদায়া ওয়ান নেহায়া এবং যোরকানী দ্রষ্টব্য)।

মদীনায় ইসলামের কৃতকার্যতার কারণ

ইসলামের জীবন এক হইতে তের বৎসর মক্কায় কাটিল; এই দীর্ঘ তের বৎসর স্বয়ং নবী (সঃ) মক্কায় থাকিয়া কত সাধনা, চেষ্টা করিলেন! কিন্তু এই দীর্ঘ তের বৎসরে মক্কায় ইসলাম যতটুকু উন্নতি ও প্রসার লাভ করার স্বপ্নও দেখিতে পারে নাই, শুধু দুই বৎসরে মদীনায় তদপেক্ষাও অধিক সাফল্য, উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল– এই আকাশ পাতাল ব্যবধানের রহস্য কি?

দেশে ও সমাজে একটি অভিজাত সম্প্রদায় থাকে; যাহারা দেশ ও সমাজের সর্দার-মাতব্বর, প্রধান হয়। জনগণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি জমাইয়া রাখা তাহাদের মজ্জাগত স্বভাব। সাধারণ জনগণের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীনতা এবং চিন্তাশক্তিকে তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ জনমণ্ডলীকে নিজেদের দাস করিয়া রাখিবার জন্য সদা তাহারা আগহান্বিত ও তৎপর থাকে। তাহারা স্বভাবতই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অতি অভিলাষী হইয়া থাকে। গর্ব, অহঙ্কার, অভিমান ও কৌলীন্য তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়।

দেশে বা সমাজে যাহারা ঐ সম্প্রদায়ের সদস্য পদ দখল করিয়া লইতে পারিয়াছে, সর্দার মাতব্বররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে– অন্য কেহ যেন ঐরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে না পারে, তাহাদের শ্রেণীর সদস্যপদে আসিতে না পারে। বিশেষতঃ অন্য কাহারও তাহাদের প্রতি

পক্ষরূপে সামান্য একটু ভবিষ্যত আত্মপ্রতিষ্ঠার আঁচ করিলেই ঐ সর্দার মাতব্বর সম্প্রদায়ের মন-মগজে অভিমান-অহঙ্কার, হিংসা ও ঘৃণার জঘন্য ভাব এমন করিয়া উত্থিত হয় যে, তাহা ভীষণ ক্ষোভ ও ক্রোধে পরিণত হয় এবং তাহাদেরকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। সেই ক্ষোভ ও ক্রোধ তাহাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বিবেককে কঠিন লৌহ মুষ্টিতে এমনভাবে চাপিয়া ধরে যে, সত্যাসত্য ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার শক্তিই তাহাদের লোপ পাইয়া যায় এবং বিপক্ষকে জব্দ করা, হেয় করা, পরাজিত করা, উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় তাহারা উন্মাদ হইয়া পড়ে। ফলে বিপক্ষের শত সত্য, শত ন্যায়কেও স্বীয় অন্তরে বা দৃষ্টিতে তিল পরিমাণ স্থান দেওয়া তাহাদের নিকট আত্মহত্যা বলিয়া গণ্য হয়।

বিপক্ষের ন্যায় ও সত্যকে নিজেদের দৃষ্টিতে স্থান দেওয়া দূরের কথা, ঐ সত্য যেন দেশে বা সমাজে এক বিন্দু শিকড় জমাইতে সুযোগ না পায় সেই উদ্দেশে তাহারা দেশ ও জাতিকে ক্ষেপাইয়া মাতাইয়া তোলে ঐ সত্য ও তাহার বাহকের বিরুদ্ধে। কারণ, জনশক্তিই হইল তাহাদের একমাত্র বল-ভরসা। অতএব জনশক্তিকে যেন কেহ তাহাদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিতে না পারে সর্বদা তাহাদের সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। জনগণও ভেড়ীর পালরূপে সকলে একদিকে ছুটিতে অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যখন জনসাধারণের বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ এই সর্দার, মাতব্বরদের দাসত্বে জীবন কাটাইয়াছে। ফলে দেশ জাতির সর্বশক্তি ঐ সত্য তাহার ও বাহকের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত মাতাল হইয়া উঠে, ঐ সত্য ও তাহার সেবকদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

শত শত দেশ ও সমাজের ঐ কুখ্যাত সর্দার-মাতব্বর সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া সত্য এবং সত্যের কত আহ্বায়ককে দেশ ও সমাজ হইতে চিরবিদায় দিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে। "তায়েফ" নগরে মহাসত্য ইসলামের বিপর্যয় এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যর্থতার মূলে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সৃষ্ট পরিস্থিতিই দায়ী ছিল। তায়েফে ত ঐ কুখ্যাতদের সংখ্যা মাত্র তিন ছিল।

পক্ষান্তরে মক্কা নগরে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল অনেক। ওতবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, আছ আসওয়াদ, ওলীদ, উমাইয়া, উবাই, আবু জহল এবং আরও অনেকে। এই সব দুরাচারদের হাতে সর্দারী মাতব্বরী ত ছিলই, এতদ্ভিন্ন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফকে তীর্থ মন্দির বানাইয়া তাহার সেবক প্রধান হইয়াছিল তাহারাই। এই সূত্রে তাহাদের মধ্যে যাজক পুরোহিতের গর্ব-অহঙ্কারও ছিল সমধিক।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাসে পাতায় পাতায় উল্লিখিত এই বাস্তব সত্যটিই নজরে পড়ে যে, ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় দুরাচার মাতব্বর শ্রেণীই ইসলাম এবং নবীজী (সঃ)-কে মক্কায় শিকড় জমাইতে দেয় নাই। আবহমানকাল হইতে দেশে দেশে সমাজে সমাজে যাহা ঘটিয়া আসিতেছিল এবং ঘটিয়া থাকে, ইসলাম এবং নবীজী (সঃ) সম্বন্ধে মক্কায় এবং কোরায়শ সমাজে তাহাই ঘটিয়াছিল। ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় নিজেরা ত মহাসত্য ইসলাম এবং তাহার বাহক মহানবী (সঃ)-কে গ্রহণ করেই নাই, অধিকন্তু তাহারাই সমাজ ও জনসাধারণকে এ সত্য ও তাহার বাহকের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছে, ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া সত্যকে চাপিয়া মারিবার সর্বাত্মক চেষ্টা তাহারা করিয়াছে। ফলে মক্কায় ইসলামের দ্রুত সাফল্য লাভ সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

পক্ষান্তরে মদীনায় তখন একটা ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান ছিল। মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী পৌত্তলিক দুইটি বংশ "আওস" এবং "খাযরাজ"। দুই সহোদর হইতেই দুইটি গোত্রের উৎপত্তি; তাহাদের পরস্পর গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহ দীর্ঘদিন হইতে অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যকার সুদীর্ঘ ১২০ বৎসর স্থায়ী বোআস যুদ্ধের ইতিহাস অতি ভয়ঙ্কর। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, যাহাতে উভয় পক্ষের ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় প্রায় নির্মূল হইয়া যায়। ফলে সমাজ এবং জনসাধারণ মুক্ত স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ পায়, সর্দার-মাতব্বর দুরাচারদের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ জ্ঞান-বিবেকে সত্যাসত্যের ও

ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করার উত্তম সুযোগ পায়। মদীনাবাসী সমাজ ও জনগণের উপর সর্দারী মাতব্বরীর কঠোর লৌহ বাঁধ না থাকায় তাহারা ইসলামের সত্যাসত্য ধীরস্থিরভাবে শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখার সুযোগ পাইল। বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক না থাকিলে সত্য নিজেই নিজের স্থান খুঁজিয়া লয়– সেমতে মাত্র কতিপয় মুসলমানের পবিত্র কোরআন প্রচারের ফলে এবং ইসলামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সদগুণাবলীর মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট মদীনাবাসীগণ দলে দলে ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিতেছিল। ইতিমধ্যেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনায় আসিয়া পড়িলে ত তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণের ভিড় লাগিয়া গেল। এই সত্যটিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৭০১। হাদীছ (পৃষ্ঠা–৫৩৩) عن عائشة رضى الله عنها قالت كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سراواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله فى دخولهم الاسلام -

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বোআস যুদ্ধের ঘটনাকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য আল্লাহ তাআলা অগ্রিম সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মদীনায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণ এমন অবস্থায় হইয়াছিল যে, বোআস যুদ্ধের কারণে মদীনাবাসীরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সর্দারগণ নিহত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা আঘাতে জর্জরিত ছিল। ইসলামের প্রতি মদীনাবাসীদের সহজে আকৃষ্ট হওয়ার মূলে এইসব কারণ ছিল এবং এই কারণগুলি মদীনায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনের পূর্বে বোআস যুদ্ধের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরেই "মে'রাজ শরীফের" ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল! তাহা অতি বড় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তাহার বিবরণও সুদীর্ঘ। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা আলোচনায় তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

মদীনায় ইসলামের দুই বৎসর

নবুয়তের দশম বৎসরের শেষ দিকে হজ্জের মৌসুমে আকাবায় প্রথম সাক্ষাতে ছয় বা আট জন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা মদীনায় ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। একাদশ বৎসর হজ্জ মৌসুমে আকাবায় নবীজীর সঙ্গে বার জন মদীনাবাসীর সম্মেলনে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার প্রতিজ্ঞাসহ কতিপয় বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় দীক্ষা গ্রহণ হইয়াছিল। অধিকন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী মোসআ'ব (রাঃ) এবং তাঁহার পরে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্যে নেতৃত্ব দানের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক মদীনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই মদীনা ইসলামের কেন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল; এমনকি তথায় প্রবাসী মুসলমানদের আশ্রয়েরও ব্যবস্থা হইল।

নবুয়তের একাদশ বৎসরে মদীনায় ইসলামের প্রসার ও প্রবাসী মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নহে, বরং শুধু ব্যক্তিগতভাবে আবু সালামা (রাঃ) এবং উম্মে সালামার (রাঃ)-এর ন্যায় কেহ কেহ মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। ইতিমধ্যেই দ্বাদশ বৎসরের শেষ দিকে যুগান্তকারী ঐতিহাসিক তৃতীয় আকাবা সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত হয়। অপর দিকে নবী (সঃ) স্বপ্নযোগে মদীনায় মুসলমানদের হিজরত করার ইঙ্গিত লাভ করেন। নবীর স্বপ্ন ওহীই বটে এবং এই ব্যাপারে একাধিক স্বপ্ন ও ইঙ্গিত নবীজী (সঃ) প্রাপ্ত হন। প্রথম ইঙ্গিত যাহা আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) বলিলেন–

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهْلِيْ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ ‐

অর্থ ঃ "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমি হিজরত করিয়াছি মক্কা হইতে খেজুর বৃক্ষের দেশে। সেমতে আমার ধারণা হইল, ঐ দেশ "ইয়ামামা" বা "হাজার" অঞ্চল হইবে, কিন্তু পরে দেখা গেল সেই দেশের উদ্দেশ্য "ইয়াসরেব" (মদীনা) নগরী ছিল।" এই হাদীছখানা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত সম্পর্কে নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيَّ هٰؤُلَاءِ الْبِلَادِ الثَّلَاثِ نَزَلْتَ فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِيْنَةُ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قِنَّسْرِيْنَ ‐

অর্থ ঃ "আল্লাহ আমাকে ওহী মারফত জ্ঞাত করিয়াছেন, তিনটি নগরীর যে কোনটিতে আপনি অবতরণ করিবেন তাহাই আপনার হিজরতের স্থান সাব্যস্ত হইবে– মদীনা, বাহরাইন কিম্বা কান্নাসিরীন।"

(তিরমিযী শরীফ)

তৃতীয় বার স্বপ্নযোগে এমন নিদর্শনও বর্ণনা করা হইল যাহাতে নবীজীর হিজরত স্থানরূপে মদীনা নির্ধারিত হইয়া গেল। "নবীজীর হিজরত" আলোচনায় একটি সুদীর্ঘ হাদীছ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইবে; তাহাতে আছে, নবীজী (সঃ) বলিলেন–

قَدْ أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيْتُ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ ‐

অর্থ ঃ "তোমাদের হিজরতের নগরী আমাকে দেখানো হইয়াছে– তাহা খেজুর বাগান পূর্ণ। তবে তাহাতে কোন জায়গা লোনাও রহিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান আছে।" এই তিনটি নিদর্শন একত্রে একমাত্র মদীনা নগরীতেই রহিয়াছে। খেজুর বাগানপূর্ণ নগরী অনেকই আছে, তৎসঙ্গে অপর নিদর্শনদ্বয় মদীনা ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। উক্ত হাদীছে ইহা উল্লেখ আছে যে– "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কতৃক ঐ স্বপ্ন বর্ণিত হওয়ার পর মক্কার মুসলমানগণ নিজ নিজ সুযোগমতে অনবরত হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমনকি পূর্বে যাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছেন তাঁহারাও মদীনা পানে ধীরে ধীরে হিজরত করিতে লাগিলেন।"

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরের শেষ মাসে ঐতিহাসিক আকাবার তৃতীয় সম্মেলন আশাতীত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের সুদৃঢ় আশ্বাস লাভ হইয়াছে। মদীনাকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। মদীনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গমনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমতাবস্থায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও মুসলমানদিগকে ব্যাপকভাবে মদীনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। নবীজী (সঃ) মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিলেন–

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُوْنَ بِهَا ‐

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি দেশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যথায় তোমরা আশ্রয় পাইবে নিরাপদে থাকিবে এবং তিনি তোমাদের জন্য ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুবর্গের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।" (বেদায়াহ, ৩–১৬৯)।

অবশ্য নবীজী (সঃ) নিজে মক্কায়ই থাকিলেন; এই অবস্থায় তাঁহার মক্কায় অবস্থান সাধারণ দৃষ্টিতেও অতি বড় উদারতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আকাবায় সাফল্যজনক সম্মেলনের সংবাদ কোরায়েশরা পাইয়া বসিয়াছিল। এই কারণে তাহারা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা অধিক বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই দুঃসময়ে মহানুভব নবীজী (সঃ) নিজের চিন্তা একটুও করিলেন না। তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল মুসলমানগণকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সহচরবৃন্দকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া অবস্থান করিলেন শত্রুপুরীতে– এই আদর্শের দৃষ্টান্ত কতই না বিরল!

মুসলমানগণ যতই ব্যাপক হারে হিজরত করিতে লাগিলেন, কাফেররা ততই কঠোরভাবে বাধার সৃষ্টি করিতে উন্মাদ হইয়া উঠিল। সতুরাং মুসলমানগণ হিজরতের ব্যবস্থা গোপনে গোপনে করিতে লাগিলেন। একমাত্র ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

ওমর (রাঃ) মদীনাপানে

ওমর (রাঃ) প্রকাশ্যেই হিজরত যাত্রার সময় সুসম্পন্ন করিয়া তরবারি বক্ষে ঝুলাইলেন, ধনুক তীর ছুঁড়িবার ভঙ্গিতে প্রস্তুত করিলেন। তীরদান হইতে তীর হস্তে ধারণপূর্বক কা'বা শরীফে আসিলেন। তথায় দুরাচার কাফেররা সলা-পরামর্শে এবং গল্প-গুজবে জটলা বাঁধিয়া বসিয়াছিল। ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের তওয়াফ করিলেন, মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন, অতপর কাফেরদের জটলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহ গর্জনে সম্বোধন করিলেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হউক– যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার মাকে পুত্রশোকে পতিত করার, সন্তান-সন্ততিকে এতীম করার, স্ত্রীকে বিধবা করার, সে যেন হরম শরীফের সীমার বাহিরে আমার সম্মুখে আসে। এই ঘোষণায় কাফেরদের মুখ শুকাইয়া গেল; কাহারও সাহস হইল না ওমরের পিছু ধাওয়া করার। একমাত্র কতিপয় দুর্বল মুসলমান যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে হিজরত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন তাঁহারা পিছনে ছুটিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পথের খোঁজ অবগত করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন। (যোরকানী, ১–৩২০)

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বড় ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং ভগ্নীপতি সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)-সহ বিশ জনের কাফেলা মদীনাপানে রওয়ানা হইল। এই কাফেলায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আইয়্যাশ ইবনে রবীআ (রাঃ)। তিনি ছিলেন দুরাচার আবু জহলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাই তাঁহার হিজরত করায় আবু জাহলের ক্ষোভের সীমা থাকিল না, কিন্তু তিনি ওমরের সহযাত্রী, তাই বাধা দানের সাহস তাহার হইল না। তাঁহারা মদীনায় পৌঁছিবার পর আবু জাহল ভণ্ডামিপূর্ণ এক চক্রান্ত করিল।

আইয়্যাশ (রাঃ) বিপদে পড়িলেন

আইয়্যাশ (রাঃ) ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছিয়া যাওয়ার পর আবু জাহল এবং তাহার আর এক দুধভ্রাতা "হারেস" মদীনায় পৌঁছিল এবং আইয়্যাশ (রাঃ)-কে নানারূপ ছল-চাতুরী দ্বারা বুঝাইল, তোমার বৃদ্ধা মাতা তোমার বিচ্ছেদ শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত চুল বাঁধিবেন না, ছায়ায় যাইবেন না– রৌদ্রেই থাকিবেন। মাতার ক্লেশ ও দুর্গতির সংবাদে আইয়্যাশ (রাঃ) শেষ পর্যন্ত ঐ দুরাচারদ্বয়ের সঙ্গে মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। তিনি হয়ত ভাবিলেন, অন্ততঃ একবার মাকে সান্ত্বনা দিয়া আশা আবশ্যক। পথিমধ্যে ছল করিয়া আবু জাহল ভ্রাতৃদ্বয় আইয়্যাশের বাহন থামাইয়া উভয়ে একসঙ্গে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হঠাৎ তাঁহাকে কাবু করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল এবং মক্কায় আনিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

উক্ত কারাগারে ইসলাম গ্রহণ অপরাধে "হেশাম" নামক একজন মুসলমান পূর্ব হইতেই ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিতেছিলেন। তিনিও ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাফেলার সঙ্গী হইতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তিনি পাষণ্ডদের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়ই কারাগারে নির্যাতন ভোগে আবদ্ধ থাকিলেন; দীর্ঘ দিন এই অবস্থা তাঁহাদের উপর অতিবাহিত হইল। এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন, তখনও তাঁহারা কারাগারেই আবদ্ধ। এই সময় ত তাঁহাদের শ্রেণীর আবদ্ধ বা দুর্বল মুসলমানদের উপর মক্কার দুরাচারদের নির্যাতন বহু গুণে বাড়িয়া গেল। কারণ, পাষণ্ডরা সকল ক্রোধ ঝাল তাঁহাদের উপরই মিটাইতে লাগিল। আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) দৈহিক নির্যাতনের সম্মুখীন ত ছিলেনই, আর একটি মানসিক যাতনাও ছিল তাঁহাদের অতি বড়।

আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা ত বিস্তারিত বর্ণিত হইলই যে, তাঁহাকে আবু জাহল ও তাহার ভ্রাতা ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করিল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়িয়া গেলেন। এই বিষয়টিকেই ইতিহাসে وَفَتَنَاهُ فَافْتَتَنَ "তাহারা উভয়ে তাঁহাকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করিল, ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইলেন" বলা হইয়াছে। (বেদায়া ৩-১৭২)

হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও এইরূপ বিভ্রান্ত করারই কোন চক্রান্ত করা হইয়াছিল। ওমর (রাঃ) হিজরতে যাত্রার পূর্বে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়কে বলিয়াছিলেন, রজনীর অন্ধকারে প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহ হইতে রওয়ানা হইয়া প্রভাতে "তানাজোব" নামক স্থানে পৌছিবে। ভোর বেলায় যে ঐ স্থানে পৌছিতে না পারিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা হইবে না। ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ত ভোর বেলা ঐ স্থানে পৌছিলেন, কিন্তু হেশাম (রাঃ) পৌছিলেন না। ফলে ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অপেক্ষা না করিয়া ঐ স্থান হইতে মূল কাফেলায় মিলিত হইয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন, আর হেশাম (রাঃ) দুরাচারদের হাতে আটকা পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা স্বয়ং ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বর্ণনায় রহিয়াছে- وَحُبِسَ هِشَامٌ وَفُتِنَ فَافْتَتَنَ "হেশামকে আটকাইয়া ফেলা হইল, তাঁহাকে বিভ্রান্তিতে ফেলিবার চেষ্টা করা হইল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়া গেলেন।" (বেদায়া, ৩-১৭২)।

এস্থলে আইয়্যাশের ঘটনার ন্যায় বিভ্রান্তির বিবরণ না থাকিলেও উল্লিখিত কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিভ্রান্তিকর চক্রান্ত দ্বারাই হেশাম (রাঃ)-কে আটকানো হইয়াছিল এবং তিনি সেই বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ায় হিজরত করিতে পারেন নাই!

আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনায় একটি প্রশ্ন সুস্পষ্ট যে, তিনি কাফেরদের কথা কেন বিশ্বাস করিলেন- যেই চক্রান্তে পতিত হইয়া তিনি তৎকালীন একটি বৃহত্তম ফরয হিজরত হইতে বিচ্যুত থাকিলেন? তদ্রূপ হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিও এই প্রশ্ন যে, হয়ত কাফেরদের চক্রান্তে বিশ্বাস করিয়াই তিনি আটকা পড়িয়া হিজরতের ফরয আদায় হইতে বঞ্চিত থাকিলেন। এই প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া লোকেরাও বলিত এবং তাঁহারাও ভীষণ চিন্তিত ছিলেন যে, হিজরত না করার তৎকালীন বৃহত্তর কবীরা। গোনাহ হইতে তাঁহাদের রেহাই পাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইবে না- কাফেরদের চক্রান্তে যেহেতু তাঁহারা নিজেই পতিত হইয়াছেন, তাই উক্ত গোনাহের জন্য শত তওবা করিলেও কবুল হইবে না।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মদীনায় পৌছিয়াছেন এবং সর্বত্রই ঐ জল্পনা কল্পনা। আল্লাহ তাআলার রহমত অসীম, তিনি সবই জ্ঞাত থাকেন; আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ)-এর ত্রুটি কি পরিমাণ ছিল তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া হইল। তিনি ঐ সকল জল্পনা কল্পনার অবসান করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করিলেন-